BN | পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা দাবি করে।

| ① আমরা সমগ্র পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত তিনটি অস্বাভাবিক ঘটনার সূচনা পর্যবেক্ষণ করছি। অন্যভাবে বলতে গেলে: | ⇨ গ্রহ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা অবস্থায়, আমরা একই অদ্ভুত বাস্তবতার সাক্ষী হচ্ছি: তিনটি ঘটনার সূচনা, যাদের কখনোই অস্তিত্বে আসার অনুমতি দেওয়া উচিত ছিল না। | ⇨ সংক্ষেপে: এই মুহূর্তে পৃথিবীতে কিছু গুরুগম্ভীর ব্যাপার শুরু হয়েছে। আর এখন, এটা আমাদেরকেও ভয় দেখাচ্ছে। আমরা কে?

| ② আমরা এক বহুজাতিক দল, যার মধ্যে রয়েছে শিক্ষাবিদ, গবেষক, উদ্ভাবক, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী, বিশেষায়িত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি এবং অসাধারণ ক্ষমতাধর মানুষ। | ⇨ আমাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞ। | ⇨ আমরা একটি দল হিসেবে একত্রিত হয়েছি কারণ সাধারণত মানবতার সমস্ত সমস্যার সমাধান আমরাই করে থাকি। | ⇨ এবার আমরা আমাদের সীমায় পৌঁছে গেছি। এটা আমাদের ভীত করছে এবং আমাদের সাহায্য প্রয়োজন। আমাদের নাম জি এ বি আর আই ই এল।

| ③ পরিস্থিতি অনন্য।

| ④ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা দাবি করে। | ⇨ সমগ্র বিশ্বকে অবহিত করতে হবে। এটাই একমাত্র পথ।

✕ | দয়া করে সব ভাষায় অনুবাদ করতে আমাদের সাহায্য দরকার। এই বার্তা সকল মানুষের জন্য। | ⇨ যদি প্রতিটি ব্যক্তি এই তথ্যটি পায়, তবে সবার জন্য ভালোভাবে শেষ হবে... | এটি জটিল... |

BN ✕ | পড়া কঠিন। আমি জানি...! ৭০০টিরও বেশি ভাষায় কথা বলা ৯ বিলিয়ন মানুষকে আপনি কীভাবে জানাতেন? ভিডিওর মাধ্যমে?

BN | আমরা দুঃখিত... | এই সমস্যাটি টাকা দিয়ে সমাধান করা যাবে না... |

| ① আমি দুঃখিত! আমরা এটির কারণ নই। কিন্তু আমাদেরকেই "সমাধান করতে হবে"। "দুর্ভাগ্যবশত..."। এবং টাকা এখানে无用। শুধুমাত্র সবার সময়মতো জানা প্রয়োজন...

| ② ৭০ মিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীতে একটি অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। শুধুমাত্র এখন এটি ফিরে আসছে। আমাদের সুবিধা হল আমরা জানি এটি কীভাবে ঘটেছে। আমাদের একটি সুবিধা আছে।

| ③ সরকারদের উচিত মানুষকে তথ্য দেওয়া। তারা তা করছে না। তারা মনে করে আতঙ্ক পরিণতি হতে পারে। আমরা ভিন্ন মত পোষণ করি এবং সবাইকে যতটা পারি তথ্য দিচ্ছি। সবারই সত্য জানার অধিকার রয়েছে।

✕ | এখন আমরা কি আপনার সম্পূর্ণ মনোযোগ পেয়েছি?

BN | পরীক্ষা করুন বা অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করতে আমাদের সাহায্য করুন | ⇨ যদি প্রতিটি মানুষ এই তথ্যটি পায় | তবে সবার জন্য ভালোভাবে শেষ হবে... | এটা জটিল... |

BN ✕ | পড়া সহজ নয়। আমি জানি...! তবুও পড়তে থাকো। তুমি শীঘ্রই শেষ করবে..!

BN | আমরা আপনাকে তথ্য দিচ্ছি। অন্যদের জানান...

✖ | প্রথমে আমরা আপনাকে জানাই। তারপর আমরা আপনাকে সমাধান দিই। সেখান থেকে, আপনি সেগুলি প্রয়োগ করতে মুক্ত। আমাদের কাজ এইভাবে সম্পন্ন হবে।

✖ | আমরা এই কাজের জন্য কোনো টাকা পাই না। আমরা স্বেচ্ছায় এটি করি।

✖ | আমাদের মধ্যে কেউ কেউ সরকারকে এই নির্দিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁরা সেরা যাঁরা একত্রিত হয়েছেন, এবং আপনার এটি জানা উচিত।

| ① সচেতন থাকুন | ৩ বছর ধরে মরুভূমিতে বেশি বৃষ্টি হচ্ছে – এবং অন্য জায়গায় কম। ফলাফল সরল: পৃথিবী উষ্ণতর হচ্ছে। | ⇨ ২০২৫ সালে, অনেক স্থান তাদের ইতিহাসে শেষবারের মতো তুষার দেখবে। তারপর, আর কখনো নয়। অন্য কথায়: পৃথিবী বর্তমানে উষ্ণতর হচ্ছে। শীঘ্রই এটা গরম হবে... একেবারে অসম্ভব! আপনি ভাবছেন। সম্পূর্ণভাবেই চিন্তার বাইরে! আপনি বলছেন। আর এখন – বাস্তবতা! পালিয়ে গেলে এটি থামবে না। আমাদের সমাধান পর্যন্ত পড়া ভালো। তারপর আপনি ভালো বোধ করবেন, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

| ② তথ্য প্রাপ্ত থাকুন | একটি নতুন মুদ্রা – "ফোন মানি" / "ডিজিটাল মানি" / "কম্পিউটার মানি" – বর্তমানে সমস্ত ১৯৫টি রাজ্য ও দেশে চালু করা হচ্ছে। ১টি দেশ "ঠিক আছে"! কিন্তু ১৯৫টি দেশে সবকিছু একই, একই সময়ে এবং একই কারণে??? একদম অসম্ভব! আপনি ভাবেন। সম্পূর্ণভাবে অচিন্তনীয়! আপনি বলেন। এবং ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। আর বলার কিছু নেই... এটি চলছেই...

| ③ তথ্য প্রাপ্ত থাকুন | একটি বড় এবং শক্তিশালী দেশ এখনই একটি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। সতর্ক! যদি এটা "নিজেকে প্রস্তুত করা" বলা হত, তবে এর মানে হবে এটি একটি আক্রমণের প্রত্যাশা করছে। এখানে এর মানে "এটি প্রথম আঘাত হানবে"। যতক্ষণ না প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়, ততক্ষণ এটি শান্তি শিখর সম্মেলনের আয়োজন করে এবং আরও বেশি অস্ত্র তৈরি করে। শুধুমাত্র যখন প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হবে, তখনই এটি প্রথম আঘাত হানবে। ১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯: জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করেছিল যখন তাদের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েছিল – এবং তার আগে নয়।

| ④ সচেতন থাকুন | কিছু দেশ ২৩ বছরের কম বয়সী সকলের জন্য বাধ্যতামূলক সামরিক চাকরি পুনরায় চালু করছে। কোথাও কোথাও এটি প্রভাব পিছিয়েও দেওয়া হচ্ছে। সেনাবাহিনীতে এখন ভর্তি চলছে। বিশ্বের প্রায়

প্রতিটি শহর ও রেলস্টেশনে এখন সেনা-বাহিনীর পোস্টার। থামুন! বাধ্যতামূলক সামরিক চাকরি কী? ⇨ এটা অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ। সরল কথায়: তরুণদের এখন নিয়োগ করে পেশাদারিভাবে অন্যদের হত্যা করতে শেখানো হচ্ছে। অবিশ্বাস্য, মনে হচ্ছে তোমার। একদম অকল্পনীয়, বলছ তুমি। আর তুমি নিজেই যাচাই করে দেখতে পারো।

| ⑤ সচেতন থাকুন | এই মুহূর্তে, পৃথিবীজুড়ে শত শত কোম্পানি রোজ বন্ধ হচ্ছে। হাজার হাজার মানুষ চাকরি হারাচ্ছে, নতুন কাজ পাচ্ছে না। ১৯২৯ সালের চেয়েও বড় এক মন্দা আসছে। টেলিভিশন এ নিয়ে প্রতিবেদন করতে চায় না। পত্রিকাগুলো মাঝেমধ্যে শুধু নাম উল্লেখ করে। আর ইন্টারনেটে সেন্সরশুল হচ্ছে। অবিশ্বাস্য, মনে হচ্ছে তোমার। একদম অকল্পনীয়, বলছ তুমি। তবুও সত্য, এবং যে কেউ এটা যাচাই করতে পারে।

| ⑥ সচেতন থাকুন | বিশ্বজুড়ে অগণিত দরিদ্র পরিবার সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ার কিনারায়। সব জিনিসের দাম বেড়েছে, মজুরি অপরিবর্তিত। ফলাফল? বিদেশীদের উপর অত্যাচার শুরু হতে চলেছে শীঘ্রই। ⇨ জার্মানি ও ১৯৩৯ সালের ৩% ইহুদি।

| ⑦ সচেতন থাকুন | টেলিভিশন বিষয়টি এড়িয়ে চলে। রেডিওর জন্য বিষয়টির অস্তিত্বই নেই। পত্রিকা দূরত্ব বজায় রাখে। ২০২৫ সালের অক্টোবর থেকে, সবচেয়ে বড় ইন্টারনেট কোম্পানি সব রকম রাজনৈতিক বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দিয়েছে। পরিষ্কার ভাষায়: ⇨ এখন কেউই ইন্টারনেট দিয়ে ব্যাপকভাবে মানুষকে সতর্ক করতে পারবে না। আর কোনও গতি রইল না।

| ⇨ যাই ঘটুক না কেন। সঠিক তথ্য খোঁজো এবং প্রস্তুত হও। আমরা এক 'দেজা ভ্যু'-র মুখোমুখি। ⇨ আর আমরা সংখ্যাগুলো যতই বিশ্লেষণ করি, সবকিছু যতবারই হিসেব করি, শেষ ফল সবসময় একই থাকে।

| ⇨ নিজেকে জানার রাস্তা খুঁজে নাও। ভালোভাবে প্রস্তুত থাকো, বিশেষ করে যদি পরিবার থাকে। এখনই টেলিভিশন, রেডিও বা পত্রিকার উপর ভরসা কোরো না – সেগুলো দিয়ে পরিস্থিতি বুঝতে পারবে না। নিজের সাধারণ বুদ্ধিকে বিশ্বাস করো এবং行动 নাও।

| ⇨ অভিধান "অস্বাভাবিকতা" শব্দের অর্থ বলে নিয়ম, প্রথা বা স্বাভাবিক থেকে সরে আসা… আমাদের সামনের这东西 এক অস্বাভাবিকতা, দুর্ভাগ্যক্রমে এমন এক অস্বাভাবিকতা যার জন্য সব মানুষের সক্রিয় হওয়া দরকার। | ⇨ আমরা ব্যাখ্যা করছি কী ঘটছে এবং আমাদের সমাধানগুলি কীরকম।

❌ | বাতাস কখনো বামে, কখনো ডাকে বয়, আর আমরা কখনো জানি না কেন। তবে বজ্রপাত বৃষ্টি anunciar করে - এবং এখন তুমি এটা শুনেছ। 👣 | এখন কি আসছে, তুমি জান। আমাদের কাজ ছিল তথ্য দেওয়া ⇨ বাকিটা স্বেচ্ছাসেবী পাঠ। | মজা কর!

🇧🇩 | সবাইকে জানাতে ২১ দিন। এটাই আমাদের সময়সীমা। প্রত্যেকে পরবর্তী ৩ জনকে জানায়।

| আপনি কি আমাদের সাহায্য করতে পারেন? | অন্যান্য ভাষায় অনুবাদে...| দয়া করে! 🌱

👣 | নিম্নলিখিত ⇨
🇧🇩 | সত্য কেবল প্রথমবারই সত্যিই ব্যথা দেয়। তারপর, এটি শুধু ব্যথা দেয়।
🇧🇩 | আমাদের একটি চিন্তাভাবনার ত্রুটি আছে।
🇧🇩 | এখন সমাধান শুরু হয়।

❌ | পড়া ক্লান্তিকর। আমি জানি...! কল্পনা করো পৃথিবীতে কেউ এই ক্ষুদ্র ইশতেহারটি পড়ে না। অথবা সবাই এটি পড়ে এবং শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি পড়ে না... তাহলে কী হবে?

BN | সত্য কেবল প্রথমবারই সত্যিই ব্যথা দেয়। ⇨ তারপর, এটি শুধু ব্যথা দেয়।

✖ | এখান থেকে প্রত্যেকে আলাদাভাবে কাজ করবে। কেউ পড়তে থাকবে, অন্যরা থাকবে না।

✖ | সংখ্যাগরিষ্ঠ যা করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা-ই আমরা শীঘ্রই অনুভব করব।

✖ | এটা বপন এবং ফসল কাটার মতো। আপনি যা বপন করেন, তাই কাটেন। এবারের ফসল হবে একটি সম্মিলিত ফসল। তবে বপন করব আমরা প্রত্যেকে আলাদাভাবে।

| ① ফিওদোর দস্তয়েভস্কি ছিলেন একজন রাশিয়ান লেখক যিনি তিনি যে সমস্যাগুলো দেখতেন সে সম্পর্কে দিনের পর দিন লিখে যেতে পারতেন। তাকে রাশিয়ার জার বন্দী করে, একটি শ্রম শিবিরে পাঠায় এবং মৃত্যুদণ্ড দেয়। "সারা দেশ যখন চুপচাপ ছিল, তাকে সমস্যার কথা বলার অনুমতি কে দিয়েছিল?"

| ② ১৮৪৯ সালের ২২ ডিসেম্বর, তার ফায়ারিং স্কোয়াড দিবসে, তাকে ক্ষমা করা হয় এবং পরে মুক্তি দেওয়া হয়।

| 👣 তিনি "ঘরের মধ্যে হাতি" ধারণাটি উদ্ভাবন করেছিলেন। "কখনও কখনও স্পষ্ট সমস্যাটি উপেক্ষা না করে সরাসরি মোকাবেলা করা ভাল, কারণ আপনি যে রোগকে উপেক্ষা করেন তা শেষ পর্যন্ত আপনাকে মেরে ফেলবে।"

| ③ আমি এটা অন্যভাবে ব্যাখ্যা করছি। ⇨ ⇨ ⇨

| ④ মনে করুন আপনার বসার ঘরে হঠাৎ একটি হাতি চলে এল। সেটি কীভাবে ভিতরে এল তা নিয়ে অনেক আলোচনার পর আপনি বুঝতে পারলেন: "তাকেও কিন্তু বের হতে হবে।" কিন্তু কিভাবে? এটি কোনও দরজা দিয়ে বেরোতে পারবে না। আর এটি এতই বিশাল যে আপনি যা-ই করুন না কেন, এটিকে বের করতে গেলে অন্তত একটি দেয়াল ভেঙে পড়বেই, এবং পুরো বাড়িটাই ধসে পড়বে।

| 👣 আপনি এবং আপনার পরিবার এই সমস্যাটি বুঝতে পারছেন। এটি যদি নিজে থেকে বেরিয়ে যায় — এবং সেটি নিশ্চয়ই যেতে চাইবে — তাহলে সবকিছু ভেঙে পড়বে।

| 👣 যেহেতু আপনি এবং আপনার পরিবারের অন্য কোনও বাড়ি নেই, আপনারা সকলে এখনকার জন্য তার সাথে একই ছাদের নিচে বাস করছেন, এবং কেউ আর এ সম্পর্কে কথা বলে না। এটাই হল ঘরের মধ্যে হাতির ধারণা। এখানে বাড়িটি হলো **পৃথিবী**। আমাদের আর কোনো **পৃথিবী** নেই। হাতিটি নিজে বেরিয়ে যাওয়ার *আগে* আমরা কীভাবে তাকে বাড়ি থেকে বের করব? এবং বাড়িটি ধসে পড়া ছাড়াই?

| ⑤ আমাদের মধ্যে যারা শিক্ষক, ডাক্তার, অধ্যাপক এবং সন্দেহবাদী আছেন তাদের জন্য। ⇨ ⇨ ⇨

| ⑥ যখন একটি স্পষ্ট, বড় সমস্যা বা একটি সংবেদনশীল বিষয় উপস্থিত থাকে, যা উপস্থিত সকলেই অনুভব করেন কিন্তু সচেতনভাবে উপেক্ষা করেন কারণ এটি অস্বস্তিকর, বিব্রতকর, বিতর্কিত বা অত্যন্ত বিশাল, তখন আমাদের ঘরে একটি হাতি রয়েছে।

| 👣 ⇨ আমরা মরুভূমিতে বৃষ্টির সম্মুখীন। একটি অচিন্তনীয় ঘটনা, এতটাই অসম্ভব যে বাইবেল, বিশ্বের প্রাচীনতম বইগুলির একটি, প্রায় ৩,০০০ বছর আগে লেখা, এটির উল্লেখ করেছে। একটি বিষয় এতই বিশাল যে টেলিভিশনও ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ানো ছাড়া এটি নিয়ে প্রতিবেদন করতে ভয় পায়। আমাদের ঘরে আমাদের হাতি রয়েছে। 🐘

| 👣 ⇨ আমরা একটি নতুন অর্থের সম্মুখীন। সারা বিশ্বে, এই পরিবর্তন একই সাথে ঘটবে। এই প্রকল্পটি মানবতার জন্য এতটাই বিপজ্জনক যে যারা রাজনীতিবিদ এটি উদ্ভাবন করেছেন তারাও বিষয়টি এড়িয়ে চলেন, কারণ যা আসছে তা মানবতাকে ৩,০০০ বছর পিছনে নিয়ে যাবে। তারা এটির পরিকল্পনা করেছিল, তারা জানে, এবং এটি তাদেরও ভীত করে। তাই তারা চুপ করে। আমাদের ঘরে আমাদের হাতি রয়েছে। 🐘

| 👣 ⇨ আমরা একটি দেশের সম্মুখীন যে সামরিক এবং preemptiveভাবে অন্য দেশ আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই পুরো ব্যাপারটি অচিন্তনীয়, কারণ সমস্ত দেশেরই জৈবিক, রাসায়নিক এবং পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে, অন্তত পক্ষে প্রতিরক্ষার জন্য, এবং সবকিছু বাতাসে ছেড়ে দেওয়া হবে, এবং বাতাস বাকি কাজটি করবে। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ও প্রাণীর উপর এর অচিন্তনীয় পরিণতি হবে। আমাদের ঘরে আমাদের হাতি রয়েছে। 🐘

| ⑦ আমাদের কী করা উচিত?

| ⑧ আমাদের *এখনও* কোনও সমস্যা হয়নি। | ⇨ আমরা *এখনও* হাতিটি বড় হতে দেখছি। | ⇨ আমরা *এখনও* শান্তিতে ঘুমাতে পারি। | ⇨ আমরা *এখনও* সেগুলো উপেক্ষা করতে পারি। | ⇨ আমরা *এখনও* সবকিছুকে তুচ্ছ করে বলতে পারি। | ⇨ আমরা *এখনও* সবকিছু অস্বীকার করতে পারি।

| ⑨ সেগুলো তা সত্ত্বেও বড় হবে। | ⇨ এবং প্রতিদিন একটু বেশি করে। | ⇨ একশ পঁচানব্বইটি সরকার এই মুহূর্তে এটির পরিকল্পনা করছে এবং নিশ্চুপ।

| ⑩ ⇨ যদি একটি দেশ আক্রান্ত হয় এবং আর কোনও উপায় না দেখে, তবে এটি সমষ্টিগত আত্মহত্যা করবে | এটি তার জৈবিক ও রাসায়নিক অস্ত্র সমুদ্রে ফেলে দেবে এবং বাতাসে ছড়িয়ে দেবে৹

| 👣 রাসায়নিক ও জৈবিক অস্ত্র বাতাস, জল ও বৃষ্টি দ্বারা পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে বহন করা হবে | এটি বাতাসে, জলে, খাদ্যে থাকবে | দুইটি মাথা ও চারটি পা নিয়ে শিশুরা জন্মগ্রহণ করবে | পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে চেরনোবিল।

| ⑪ আমাদের পৃথিবী আর[illegible] সময়ের জন্য বাসযোগ্য থাকবে না | আরও ৭ কোটি বছর |

✖ | আমরা একটি সমাধানের কথা বলতে পারি না ⇨ হাতিগুলোর সম্পর্কে গভীরভাবে আলোচনা না করে। ⇨ এবং এটি একটি অপ্রীতিকর বিষয়। 👣 অতএব, যদি লেখাগুলি খুব দীর্ঘ মনে হয়, দয়া করে পড়তে থাকুন। ⇨ সূত্রটি হারানো উচিত নয়, নইলে বাড়ির ভিতরে সবাই থাকাবস্থায় আপনি বাইরে হাতিদের সাথে একা পড়ে থাকবেন এমন সম্ভাবনা বেশি। আপনি সতর্ক হয়েছেন!

🇧🇩 | সবাইকে জানাতে ২১ দিন। এটাই আমাদের সময়সীমা। প্রত্যেকে পরবর্তী ৩ জনকে জানায়।

| আপনি কি আমাদের সাহায্য করতে পারেন? | অন্যান্য ভাষায় অনুবাদে...| দয়া করে! 🌱

❌ | পড়া ক্লান্তিকর। আমি জানি...! ভাবো, আগে শুধুমাত্র অভিজাতদের পড়ার অনুমতি ছিল। কৃষকদের, বা সাধারণ লোকের, তা ছিল না। ⇨ ভাগ্যবশত, আজ আমরা সবাই পড়তে পারি...

BN | আমাদের চিন্তাই হল ভুল | ⇨ আমাদের বর্তমান চিন্তাই প্রথমে এই সমস্যা তৈরি করেছে

| ① প্রথম মানুষটি আফ্রিকায় বাস করত। তিনি প্রায় এক লক্ষ (100,000) বছর আগে আফ্রিকা ছেড়ে পৃথিবী ঘুরে বেড়ান। আমরা, তার বংশধর, আজ প্রায় 9 বিলিয়ন মানুষ। ⇨ এবং পৃথিবীকে প্রায় 195টি ছোট দেশে ভাগ করেছি যেখানে আমরা বাস করি।

| 👣 স্কুলে, যখন আমাদের একটি পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করা হয় যে আমাদের কি একই পূর্বপুরুষ আছে, আমরা এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিই এবং এর জন্য পুরো নম্বর পাই। ⇨ কিন্তু স্কুল ছাড়ার সাথে সাথেই...

| 👣 আমরা যে দেশগুলোতে বাস করি, সেখানে আমাদের সকলের সমান অধিকার আছে, আমাদের মধ্যে 195 জন ছাড়া: ⇨ তারা আমাদের নেতা। তারা আমাদের উপরে দাঁড়িয়ে। তারা আমাদের পথ দেখায়...

| 👣 তারা আমাদের "জনগণ" বলে ডাকে। আমরা তাদের "মহোদয়" বলি। তারা বাম বললে, আমরা বামে যাই। তারা ডান বললে, আমরা ডানদিকে যাই।

| 👣 আমরা সবাই ভোট দিতে যাই, কিন্তু সত্যিই কি কিছু বদলায়? সাতটি পয়েন্ট (| ① সচেতন থাকুন |...) আবার দেখুন এবং নিজেকে প্রশ্নের উত্তর দিন। এক বছর মাত্র বারো মাস। কিছু কি বদলেছে? | ⇨ তাঁরা কী চান – আমাদের ১৯৫ জন নেতা – সেটা আমরা সবাই জানি। আমরা কী চাই – আমরা, মানুষ – সেটা আমরা জানি না। যেন আমাদের কিছু চাওয়ারই অধিকার নেই...

| ② এবং এইভাবে আমরা মানুষ পৃথিবীতে বাস করি। একশ পঁচানব্বই (195) সুর নির্ধারণ করে এবং নয় (9) বিলিয়ন অনুসরণ করে।

| 👣 আমাদের নেতারা উল্লিখিত 3টি пункт | মরুভূমিতে বৃষ্টি | নতুন অর্থ | যুদ্ধ | ⇨ সম্পর্কে দীর্ঘদিন ধরে জানেন এবং কিছু ক্ষেত্রে, তারা সেগুলো নিজেরাই সংগঠিত করেছেন। | তাই, তারা যতটা নিরীহ দেখায় ততটা নয়। এবং তোমাকে সেটা জানতে হবে।

| ③ আমার চিন্তার ভুল ছিল এটা বিশ্বাস করা যে তারা সবসময় সঠিক কাজ করে। | আমার চিন্তার ভুল ছিল এটা বিশ্বাস করা যে অন্যদের কারণে সবকিছু হয়েছে – যে আমরা ভাল ছিলাম, অন্যদের মন্দ।

| ④ আমার চিন্তার ভুল ছিল এটা বিশ্বাস করা যে আমি একজন ভাল নাগরিক কারণ আমি কিছু করি না, কিছু বলি না এবং দৃষ্টি সরিয়ে নেই – যতক্ষণ আমি এবং আমার পরিবার ঠিক আছি। | একটি জিনিস আমি ভুলে গিয়েছিলাম ⇨ অন্য জায়গাতেও অন্য মানুষ বাস করে।

| 👣 ⇨ তাদেরও একজন নেতা আছে এবং তারাও কিছু পরিকল্পনা করছে। ⇨ আমরা তাদের ক্ষতি করার পরিকল্পনা করি, তারা আমাদের ক্ষতি করার পরিকল্পনা করে। ⇨ এবং তোমাকে সেটা জানতে হবে।

| ⑤ আমার চিন্তার ভুল ছিল এটা বিশ্বাস করা যে আমি কিছু করতে পারি না। যে আমার কিছু করার অনুমতি নেই।

| ⑥ আমার চিন্তার ভুল ছিল এটা বিশ্বাস করা যে আমি কিছু করলেও তবুও কিছু বদলাবে না।

| ⑦ এবং আমার সবচেয়ে বড় চিন্তার ভুল ছিল এটা বিশ্বাস করা যে আমি যদি কিছু করার চেষ্টা করি, আমাকে কেনেডি বা মার্টিন লুথার কিং-এর মত মেরে ফেলা হবে এবং তবুও কিছু বদলাবে না। আমার মৃত্যু বৃথা যেত।

| ⑧ আজ আমি জানি যে জিনিসগুলি বদলানো যায়। ইন্টারনেট দিয়ে। বাড়ি ছেড়ে না গিয়ে। কেউ তাদের বাড়ি ছাড়া ছাড়াই। আজ আমি জানি: সবাই সমস্যাটি চিনতে পারলেই যথেষ্ট। তখন আমরা তাদের তাদের পরিকল্পনা বদলাতে বাধ্য করতে পারি। ⇨ এবং তোমাকে সেটা জানতে হবে।

| ⑨ আজ আমি জানি, আমরা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ রয়েছি যারা বুঝতে পেরেছি কী পণে রাখা হয়েছে। যে এটা আমাদের সম্পর্কে। আমাদের জীবন সম্পর্কে। এবং যদি আমরা একত্রিত হতে পারি, আমরা হবে কোটী কোটী ক্ষুদ্র পিঁপড়ার মত। আমরা বিশ্বের বৃহত্তম হাতিটিকে অদৃশ্য করে দিতে পারি। কেবল যদি আমরা চাই। ⇨ এবং তোমাকে সেটা জানতে হবে।

| ⑩ আজ আমি জানি: ভাল নাগরিক হওয়া সুন্দর। কিন্তু একজন মৃত ভাল নাগরিক তার পরিবারের জন্য মূল্যহীন। তার বেঁচে থাকাদের জন্য মূল্যহীন। ⇨ এবং তোমাকে সেটা জানতে হবে।

| ⑪ পৃথিবী 2 ভাগে বিভক্ত। আমরা, জনগণ, আমাদের দিকে আছি। এবং 195 জন নেতা তাদের দিকে আছেন। এবং যদি জনগণ জনগণের জন্য ভাল কাজ না করে, নেতারা তাদের নেতা হিসাবে তাদের জন্য ভাল কাজ করতে থাকবে। এবং আরেকবার, আমরা, জনগণ, পরাজিত হব। এবং এটা শেষবার হবে না।

| ⑫ আজ আমি জানি, সব নেতা চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। **তাদের সঞ্চিত** সবকিছু নিয়ে। এটি একটি জৈবিক, রাসায়নিক এবং পারমাণবিক **সংঘাত** হবে। এবং প্রত্যেকে তারা **যা কিছু তাদের আছে** তা ব্যবহার করবে। তাই, আমরা সমাধান নিয়ে ভেবেছি, সবার জন্য **বাস্তবায়নযোগ্য** এবং একশত শতাংশ কার্যকর।

| ⑬ যদি তুমি আজ একটি শিশুকে জিজ্ঞাসা কর: "কল্পনা কর ⇨ একশ পঁচানব্বই (195) জন মানুষ নয় (9) বিলিয়নের বিরুদ্ধে একটি প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। তাদের মধ্যে কে – 195 জন না 9 বিলিয়ন – পৃথিবীকে দ্রুত বদলাতে পারে? অথবা অন্তত পৃথিবী বদলানোর সম্ভাবনা রাখে ⇨ যদি সে চায়? কিন্তু সত্যিই শুধুমাত্র যদি সে চায়?"

| 👣 উত্তর স্পষ্ট: ⇨ 9 বিলিয়ন। "অবশ্যই, কিন্তু শুধুমাত্র যদি তারা সত্যিই চায়..."

| ⑭ "আজ আমি জানি: "সত্যিকারের শক্তি সর্বদা জনগণের কাছেই থাকে। সর্বদা, সর্বদা, সর্বদা। – শর্ত থাকে যে তারা একটি একক হিসাবে কাজ করে। | ⇨ একটি একক হিসাবে।

| ⑮ শেষ এক লক্ষ (100,000) বছরের আমাদের ভারসাম্য পর্যালোচনা করার সময় এসেছে। কী ভাল **কাজ করেছে**, কী কম। বর্তমান সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা কী ব্যবহার করতে পারি।

| ⑯ বেশি দিন আগের কথা নয় - মাত্র চারশ (400) বছর আগে এবং অর্থের আবিষ্কারের সাথে সাথে, বিশ্ব আজ আমাদের মতো একই জায়গায় দাঁড়িয়েছিল এবং তারা তাদের অতীত, তাদের উত্স ভুলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

| ⑰ এবং দাসত্ব শুরু হয়েছিল।

✖ | আজ আমাদের পালা। ⇨ এবারের আলোচ্যসূচি দাসত্ব নয়। না, এবারের আলোচ্যসূচি আমাদের শেষ।

🇧🇩 | সবাইকে জানাতে ২১ দিন। এটাই আমাদের সময়সীমা। প্রত্যেকে পরবর্তী ৩ জনকে জানায়।

| আপনি কি আমাদের সাহায্য করতে পারেন? | অন্যান্য ভাষায় অনুবাদে...| দয়া করে! 🌱

✖ | কেউ পড়তে পছন্দ করে না। আমি জানি...! কল্পনা করো হঠাৎ করে কোনো মানুষ আর লিখতে পারবে না, কারণ কেউ আর পড়ে না ⇨ একটি সুপারমার্কেট দাম কিভাবে দেখাবে?

BN | এখন সমাধান শুরু হয়।

✕ | আমাদের সমাধানগুলো অত্যন্ত সরল। কারণ আমরা এমন সমাধান খুঁজে পাই যা যেকেউ সহজেই বাস্তবায়ন করতে পারে।

✕ | আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করি, তার বেশিরভাগই আমরা সৃষ্টি করিনি। আমাদের দাদা-দাদীরা এগুলো সৃষ্টি করেছিলেন এবং ভেবেছিলেন: "পরের প্রজন্মই সমাধান করে ফেলবে..."

① | একটি ঘরে একটি হাতি থাকলেই তা অনেক। একই সময়ে একটি ঘরে তিনটি হাতি? এটি একটি অনন্য ঘটনা। আমাদের একটি সমাধানের নয়, বরং একাধিক সমাধানের প্রয়োজন।

| 👣 আমাদের কাছে থাকা প্রাচীনতম বইগুলো এই মুহূর্তটিকে শেষ হিসেবে উল্লেখ করে। তবে, আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের শেষ এটা বোঝায় না।

② | সতর্কতা! শেষও ছোট থেকেই শুরু হয়। একটি ক্যান্সার টিউমার ছোটো হিসেবে শুরু হয় এবং সময়ের সাথে সাথে তা বড় হয়। এটি সঙ্গে সঙ্গেই বড়ো হয়ে শুরু হয় না।

③ | আমাদের হৃদয়ই সমাধান। ⇨ ① প্রথমে আমরা চোখে দেখি। ⇨ ② তারপর আমরা হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করি। ⇨ ③ শেষ পর্যন্ত আমরা দেহ দিয়ে কাজ করি।

④ | মানুষ এই ক্রম কখনও এড়িয়ে যেতে পারে না। আমরা মানুষ এমনই কাজ করি। "শূকর" এর মতো প্রাণীদের ক্ষেত্রে, উদাহরণস্বরূপ, এটি ভিন্ন। ⇨ ① তুমি এখন চোখে দেখছ ⇨ ② এখনই তা হৃদয় দিয়ে গ্রহণ কর। ⇨ ③ কেবল তখনই তুমি কাজে এগিয়ে আসবে। এবং আমাদের সকলকেই কাজে এগিয়ে আসতে হবে।

⑤ | সন্দেহ করা "মানবিক" | ভয় "মানবিক"। | এবং দুটোই আমাদের এই পরিস্থিতিতে এনেছে। এই রাউন্ডে, সেগুলো বাদ পড়েছে

✕ | **এখন অন্য অনুভূতির পালা।**

BN | সমাধান 1 | বেসামরিক লোকের উপর গুলি চালানো হয় না।
BN | সমাধান 2 | নতুন টাকার সাথে打交道।
BN | সমাধান 3 | তারা অস্ত্র দিয়ে কথা বলে। তারা আইন দিয়ে হুমকি দেয়। আমাদের বুদ্ধি আছে।

🇧🇩 | সবাইকে জানাতে ২১ দিন। এটাই আমাদের সময়সীমা। প্রত্যেকে পরবর্তী ৩ জনকে জানায়।

| আপনি কি আমাদের সাহায্য করতে পারেন? | অন্যান্য ভাষায় অনুবাদে...| দয়া করে! 🌱

✖ | পড়া ক্লান্ত করে। আমি জানি...! ভাবো এইবার সবাই পড়ে এবং এগিয়ে দেয় ⇨ এর অর্থ কী হবে?

BN | সমাধান ১ | বেসামরিক লোকদের গুলি করা হয় না।

✕ | নিজের গতিতে পড়ো... ⇨ কিন্তু পড়ো!

✕ | যদি সিনেমা দেখার সময় থাকে... ⇨ তবে পড়ার সময়ও নিশ্চয়ই থাকবে, না?

✕ | তুমি নিশ্চয়ই প্রাপ্তবয়স্ক। কল্পনা করো ⇨ শিশুরা স্কুলে প্রথমে পড়তে শেখে। কেন, যদি **তারা পরে যেভাবেই না পড়ুক**?

| ① সত্যিটি সরল। পৃথিবীর সমস্ত বাড়ি। পৃথিবীর সমস্ত টাকা। পৃথিবীর সমস্ত ভালো ইচ্ছা। আমাদের কাজ। আমরা যদি জীবিত না থাকি তবে তাদের কী অর্থ আছে? আমরা মারা গেলে এ থেকে আমাদের কী লাভ?

| 👣 তাই "জীবন" আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে আমরা এজন্যই বেঁচে থাকি। এটি কাজ করে শুধুমাত্র সমস্ত অস্ত্রকে অকার্যকর করে। এবং এটা সহজ।

| ② যুদ্ধের সময় একটি সাদা পতাকা একজন বেসামরিক ব্যক্তিকে নির্দেশ করে। একজন বেসামরিক ব্যক্তি। বেসামরিক লোকের উপর, নিরীহ মানুষের উপর, গুলি চালানো হয় না। আমরা এটি জানি এবং এই জ্ঞান ব্যবহার করি।

| 👣 গুরুত্বপূর্ণ হলো আমাদের নেতাদেরও এটি দেখতে হবে। নতুবা এটি অকার্যকর হবে।

| ③ যারই একটি বাড়ি আছে, পৃথিবীর যেকোনো দেশেই হোক না কেন, সে তার বাড়ির সামনে একটি সাদা পতাকা টাঙ্গায়। এটি উপরে থেকে ভালোভাবে দৃশ্যমান হওয়া উচিত। তাদের উপগ্রহ ওপরে আছে। যার গাড়ি, মোটরসাইকেল, সাইকেল বা স্ট্রোলার আছে, সেও এটিতে একটি দৃশ্যমান পতাকা টাঙ্গায়। যাতে রাস্তায় তাদের ক্যামেরা এটি চিনতে পারে।

| 👣 যে কেউ তার বাড়ি থেকে বের হয়, সে তার হাতে একটি সাদা কাপড় বহন করে। যাতে তারা এটি দেখতে পায় যখন তারা তাদের কনভয়ের মধ্যে সাঁজোয়া গাড়িতে চড়ে। অথবা যাতে তারা এটি দেখতে পায় যখন তারা টেলিভিশন দেখে এবং রাস্তার ব্যাকগ্রাউন্ডের সব মানুষ একটি সাদা কাপড় পড়ে।

| ④ অস্ত্রগুলি যদি দীর্ঘ সময়ের জন্য অকার্যকর থাকে, তবে তারা অকেজো হয়ে যায়। নতুন ones আর উত্পাদিত হয় না। আমরা পুরোনোগুলো ভেঙে ফেলি। এই সমাধান সবার জন্য সম্ভব। সাদা যা কিছু আছে, তা পতাকা হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এমনকি পুরোনো সাদা জামাকাপড়ও।

| 👣 তুমি এখন বুঝেছ কী করতে হবে। এ সম্পর্কে কথা বল। সমাধানটি ৩ জনের কাছে পৌঁছে দাও এবং তাদের বলো যেন তারাও এটিকে ৩ জনের কাছে পৌঁছে দেয়। আমাদের হিসাব অনুযায়ী, যদি কেউ শৃঙ্খলা ভাঙে না, তবে আমরা ২১ দিনে লক্ষ্যে পৌঁছাব।

| ⇨ আমি এটা অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করি। পৃথিবীতে আপনার স্থান জানতে হবে। আপনি হয় নেতা, না হয় জনগণ। অন্য কথায়: হয় আপনি নেতৃত্ব দেন, না হয় আপনাকে নেতৃত্ব দেওয়া হয়। আর বর্তমানে, মাত্র ১৯৫ জন আমাদের সকল ৯ বিলিয়ন মানুষকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। এটা শুনতে দুঃখজনক, কিন্তু এটা সত্য।

| ⇨ যদি আপনি নেতা হন, আপনি অস্ত্র তৈরির আদেশ দেন, আর জনগণ অস্ত্র তৈরি করে। "আমরা অস্ত্র তৈরি করছি..." যখন এই অস্ত্র ব্যবহারের মুহূর্ত আসে, আবারও জনগণই সেই একই অস্ত্র ব্যবহার করে যা তারা নিজেরাই তৈরি করেছে, নিজেদের বিরুদ্ধেই। এই পর্যবেক্ষণ কি সঠিক? নেতাকে শুধু মাঝখানে টাকা আবিষ্কার করতে হবে এবং এটা আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে, বাকি সব নিজে নিজেই ঘটে। আমরা নিজেদেকে মুক্ত ও ধনী মনে করি, কিন্তু গভীরভাবে দেখলে তারাই নেতারা যারা ধনী ও মুক্ত। কেউ ঠিক করে না তাদের কখন মরতে হবে। অথচ তারাই ঠিক করে আমরা কখন মরব। আর এটা হাজার হাজার বছর ধরে। আর আমার কাছে এটা সহজ।

| ⇨ আমি তোমাকে একটা গল্প বলি। একটা কুকুরও অন্যান্য সব প্রাণীর মত শিকার করতে পারে। কিন্তু যদি তুমি তাকে প্রতিদিন খাবার দাও, সে একসময় ভুলে যায় সে একটা কুকুর। সে মনে করে সে একটা খেলনা পুতুল, এবং সেভাবে আচরণ করে। যদি বলো আস, সে আসে। যদি বলো লাফ দে, সে লাফ দেয়। আর অনেক, অনেক বছর পর, যদি তুমি তাকে জিজ্ঞেস করো সে কে, সে বলে না সে একটা কুকুর, একটা বন্য প্রাণী – না, না – সে বলে সে একটা পুতুল। এটা কি সত্য?

| ⇨ যেদিন সে আর আমাদের কাছ থেকে খাবার পায় না, সেদিন সে মারা যায়। কারণ সে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিল সে একটা প্রাণী ছিল এবং শিকারও করতে পারত। আর এভাবে সে নিঃশব্দে মারা যায়। কারণ তার মৃত্যুতে আমাদের কোন আগ্রহ নেই। আমরা একটা নতুন কুকুর নিয়ে আসি যে মনে করে সে একটা পুতুল, আর আমাদের জন্য খেলা চলতেই থাকে। এই পর্যবেক্ষণের কোন অর্থ হয় কি?

| ⇨ পৃথিবীতে এটা প্রায় একই রকম। একজন নেতা টাকা আবিষ্কার করে। রঙ ও একটা সংখ্যা দিয়ে কাগজ। আমি যা দেখি তাই বলছি। আর এটাই আমি দেখি। সে এটাকে টাকা বলে এবং জনগণের জন্য এটাকে আকর্ষণীয় করে তোলে। আর যেই মুহূর্তে সবাই এটা চায় এবং কেউই এই টাকা ছাড়া বাঁচতে পারে না, তখন সে তাদের দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে। আর এভাবেই জনগণ সেই অস্ত্র তৈরি করে যা জনগণকে হত্যা করে। এই পর্যবেক্ষণের কোন অর্থ হয় কি?

| ⇨ যখন তুমি কোন কিছুর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়, তখন আর থামতে পার না। আর তারা আমাদের টাকার প্রতি এতটাই আসক্ত করে তুলেছে যে আমরা আমাদের সব টাকা এইসব কোম্পানিতে বিনিয়োগ করি। সবাই এইসব কোম্পানির শেয়ার কিনতে চায়। আমরা এইসব কারখানায় কাজ করি, আমাদের সমস্ত পরিবার নিয়ে, আর সারাদিন অস্ত্র উৎপাদন করি। আমরা আমাদের সন্তানদের সেনাবাহিনীতে পাঠাই যাতে তারা সরকারিভাবে শিখতে পারে কিভাবে এই অস্ত্র ব্যবহার করতে হয়। আর সবই একটা জিনিসের জন্য: টাকা। আর শেষে, যখন আমাদের শিশুরা ভালোভাবে প্রশিক্ষিত হয়, তারা আসে এবং আমাদের হত্যা করে সেইসব অস্ত্র দিয়ে যা আমরা নিজেরাই আগে উৎপাদন করেছিলাম। আর নেতা?

| ⇨ যখন সে মারা যায়, তার ছেলে দায়িত্ব নেয়। যখন সেই ছেলেটা মারা যায়, পরের ছেলে দায়িত্ব নেয়, আর খেলা কখনই থামে না, কারণ তারা জনগণকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে। জনগণের টাকা দরকার আর তারা বুঝতে পারে না যে টাকার বিরুদ্ধেও তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কুকুরটার কথা ভাবো। তাকে এতদিন খাওয়ানো হয়েছিল যে সে ভুলে গিয়েছিল সে একটা কুকুর। আমরাও তেমনি। এখন তুমি বুঝলে কেন এটা কখনই শেষ হয় না। তখন তুমি নিজেকে জিজ্ঞেস করো, কেন সবসময় শুধু ছেলেরা?

| ⇨ মহিলারা এটা চাইবে না। তারা আর অস্ত্র তৈরি করবে না। আর মনে হয় এটা কখনই ঘটতে দেওয়া যাবে না। তুমি রাশিয়ার "ক্যাথেরিন দ্য গ্রেট"-এর গল্প জানো? তিনি ছিলেন জার্মান, একজন রাশিয়ান সম্রাটকে বিয়ে করেছিলেন। তিনি আর আমার বর্ণনা করা জিনিস সহ্য করতে এবং দেখতে পারছিলেন না। তিনি শেষে সম্রাজ্ঞী হলেন এবং সব বদলে দিলেন। যদি আজ শুধু মহিলাদের হাতে ক্ষমতা থাকত, পৃথিবীতে বহু আগেই কোন অস্ত্র থাকত না। আর যুদ্ধ থাকত না, আর কষ্ট থাকত না আর টাকা হয়তো থাকত, কিন্তু অন্যরকম ভাবে।

| ⇨ আমি মনে করি ছোটবেলায় আমায় সবসময় প্রধান শিক্ষকের কাছে ডাকা হত কারণ আমি বারবার অন্য ছাত্রদের সাথে মারামারি করতাম। কারণগুলো প্রায়ই একই রকম হত। কেউ আমার মাকে গালি দিলেই আমরা মারামারি শুরু করতাম বা হয়তো উল্টোটা ছিল আমি এখন আর মনে করতে পারি না। কিন্তু যেভাবেই হোক সেটা সবসময় তার অহংকার নিয়ে হত। আর সবসময় ছেলেরাই মারামারি করত। মেয়েরা কখনো নয়। তখন একটা মজার প্রশ্ন উঠে।

| ⇨ যদি আমরা শান্তি এতটাই চাই। তাহলে কেন আমাদের মহিলারাই নেতৃত্ব দেবেন না? আমাদের পুরুষদের সাথে তো শুধু যুদ্ধই হয়। তুমি এটা দেখতে পারো, আমি এটা দেখতে পারি। আর শেষে কখনো জানাই যায় না কেন? আমরা সবসময়ই দেখাতে চাই আমরা পুরুষ এবং সেটা সহিংসতার মাধ্যমে। ৯ বিলিয়ন মানুষের মধ্যে এটা আর চলে না। আমাদের শান্তি দরকার। আমার শৈশব থেকে আমি শিখেছি তাই আমি সব করব যাতে মহিলারা শীঘ্রই আমাদের নেতৃত্ব দেন। আমরা পুরুষরা দেখিয়েছি আমরা কী করতে সক্ষম।

| ⇨ তুমি কি কখনো নিজেকে জিজ্ঞেস করেছ, নেতারা সারাদিন কী কাজ করে? তারা ঠিক কী করে? একজন কৃষক ওঠে এবং তার জমিতে যায় এবং কঠোর পরিশ্রম করে। একজন গাড়ি মেকানিকও তেমনি। একজন ট্রাক চালকও তেমনি। তারা সবাই কোন না কোন কাজে উপকারী। তাহলে একজন নেতা কী কাজ করে, যে এতটাই বিশেষ যে সে আমাদের জীবন নির্ধারণ করতে পারে? তোমার কাছে কি এটা ঠিক যে কেউ তোমার জীবন নির্ধারণ করে? তোমার কাছে কি এটা ঠিক যে সে তোমার সুন্দর সন্তানদের জীবন নির্ধারণ করে? সে ঠিক করবে তুমি কখন মরবে এবং কীভাবে এবং সেটা ঠিক?

| ⇨ একটা জিনিস মনে রেখো: তারা সারাদিন কিছুই উৎপাদন করে না। একেবারেই কিছুই না। তারা শুধু আমাদের বিশ্বাস করায় যে যদি তারা আর না থাকে, পৃথিবী বিশৃঙ্খলায় ডুবে যাবে। ⇨ তাহলে চলো আমরা কয়েকদিনের জন্য খেলাটা চেষ্টা করি। দেখি কী হয়। পৃথিবী বিশৃঙ্খলায় ডুবে যাবে না কি পৃথিবী নাচবে। একটি সাদা পতাকা টাঙাও, কারণ কোথাও তো শুরু করতে হবে।

| ⇨ আমাদের মধ্যে কেউ কেউ নীতি বুঝেছে, কিন্তু একা তারা বেশি কিছু করতে পারে না। সাদা পতাকা হল দশ লাখে "এক"টা সুযোগ। এটা টাঙাও। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো: জীবনে সবসময় একটা প্রথম এবং একটা শেষ থাকতে হবে। যদি তুমি তোমার শহরে প্রথম হও, তোমার পরিবারে প্রথম, তোমার দেশে প্রথম, তাহলে প্রথম হও। সমগ্র পৃথিবীতে তুমি প্রথম হতে পারবে না, কারণ সাদা পতাকা সবসময় যুদ্ধের সময় ব্যবহার করা হয়েছে এটা দেখানোর জন্য যে কেউ বেসামরিক। এটি একটি প্রাচীন ঐতিহ্য যা প্রথম অস্ত্র দিয়ে শুরু হয়েছিল। আমরা শুধু পুরো খেলাটা উল্টে দিচ্ছি এবং যুদ্ধ শুরুর আগেই এটা টাঙাচ্ছি। এটার কি অর্থ হয়?

| ⇨ এটা টাঙাও, বার্তাটা যতজন পারো পাঠাও এবং বিশ্বাস রাখো। একটি বাঁশ ৩ বছর মাটির নিচে বাড়ে এবং যখন মাটি থেকে বের হয় তখন এক বছরে তিন তলা বাড়ির মত উঁচু হয়। এখানেও তেমনই হবে। একদিন তুমি বাইরে যাবে এবং সবকিছু সাদা হবে। লোকেরা রাস্তায় নাচতে শুরু করবে। তারা খুশি হবে এটা দেখে যে সবাই একই জিনিস চায়। সেটা চমত্কার হবে। আমিও এটা অনুভব করার আশা রাখি। শেষ পৃষ্ঠায় আমি বলব কেন।

| ⇨ আমরা জানি আমরা টাকার প্রতি আসক্ত। কিন্তু টাকার জন্য মারা যাওয়া, একরকম ঠিক মনে হয় না। বিশেষ করে যখন কেউ পড়তে, লিখতে এবং পর্যবেক্ষণ করতে পারে। আমি বুঝতে পারি যে আগে তারা না পড়তে পারত না লিখতে পারত এবং পর্যবেক্ষণের জন্য টেলিভিশন তাদের ছিল না। আমাদের কিন্তু তিনটাই আছে। যদি আমরা তবুও টাকার জন্য মরি যেমন তারা আগে মরত, তাহলে সেটা কীভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আলাদা

| ⇨ আমাদের মধ্যে কেউ কেউ মানসিক প্রতিবন্ধী; তারা পিছিয়ে পড়া, যেমন সাধারণভাবে বলা হয়। তারাই যারা এমন কোম্পানিতে শেয়ার ও অংশের মালিক যারা অস্ত্র উৎপাদন করে। তারা যদি পতাকা না টাঙ্গায় আমি বুঝতে পারি। কিন্তু বাকি সকলের ক্ষেত্রে, আমি বুঝতাম না। ভালো কথা হল, আমরা শীঘ্রই বুঝতে পারব কে মানসিকভাবে আপ-টু-ডেট এবং কে নয়। কিন্তু সৈন্যরা আলাদা

| ⇨ সৈন্যরা শুধু তাদের দেশের সেবা করতে চায়। তারা নিজেদের উপকারী করে তুলতে চায়। আর যদি তাদের হত্যা করা শেখানো হয় তাহলে তারা হত্যা করে নিজেদের উপকারী করে তোলে। যদি তাদের গাছ লাগানো শেখানো হত তাহলে তারাও নিজেদের উপকারী করে তুলত এবং কোটি কোটি গাছ লাগাত। যে সেনাবাহিনী আজ ইতিমধ্যেই আছে তাকে কেন এই কাজে নিযুক্ত করা যায় না? কারণটা সহজ।

| ⇨ তাদের কাছে গাড়ি আছে, তাদের কাছে মেশিন আছে, তাদের কাছে ড্রোন আছে, জলবায়ু উষ্ণতা বন্ধ করার জন্য যা যা দরকার সব তাদের কাছে আছে। তাহলে কেন তাদের গাছ লাগানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া যাবে না? তাদের অস্তিত্ব আমাদের সবার জন্য অর্থপূর্ণ হত। তারা পৃথিবীকে রক্ষা করত সকল মানুষের বিরুদ্ধে যারা এটা ধ্বংস করে। সেটা কি সুপার হত না? তাদের পরিবার গর্বিত হত। আমরা গর্বিত হতাম। তারা গর্বিত হত। আর যদি শেষে সব শিশুই এই সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চায়, তাহলে আমরা জানব আমরা সব ঠিকঠাক করেছি। এটা তো কাজ করতে পারে, তাই না? তাহলে এখনই একটি সাদা পতাকা টাঙাও এবং পড়তে থাকো। কখনো কখনো নিজেকে দেখাতে হয় যে তুমি আসলে কে। কখনো কখনো নিজেকে সম্পূর্ণভাবে দেখাতে হয়।

| ⇨ রাস্তায় নামতে যাওয়া এতদূর পর্যন্ত কিছুই এনে দেয়নি, নইলে আমাদের কাছে আর অস্ত্র থাকত না এবং আমাদের আর শান্তি সম্মেলন থাকত না। কেন আমরা যে বুদ্ধিমত্তা নিয়ে জন্মেছি সেটা ব্যবহার করি না? যদি সহজ উপায় থাকে তাহলে বাড়ি ছেড়ে বের হও কেন? একটি সাদা পতাকা টাঙাও এবং কাজে ফিরে যাও। যখন সবাই একটি সাদা পতাকা টাঙিয়ে দেবে – আমাদের মধ্যে যারা মানসিকভাবে আপ-টু-ডেট নয় তাদের বাদ দিয়ে – আমরা ধাপে ধাপে, আস্তে আস্তে ভাবব কিভাবে আমরা সেসব থেকে আলাদা হতে পারি যেগুলো আমাদের দরকার নেই। আর আমাদের ইতিমধ্যেই একটা পরিকল্পনা আছে।

| ⇨ পড়া, লেখা, পর্যবেক্ষণ... তুমি এখানে আছ, তাই পড়তে থাকো। ছোটবেলায় আমি কখনো কখনো আমার হোমওয়ার্ক করতে চাইতাম না এবং আমার মা আমাকে সবসময় বলত "শুধু একটা লাশই আর পড়তে পারে না, সে যদি পড়তে পারত, বেশিরভাগ লোক যে ভাবে মরেছে সে ভাবে মরত না। তাই পড়..." তিনি সবসময় বলতেন যে глупость এক জিনিস, কিন্তু পড়তে পারা সত্ত্বেও глупоভাবে মরা, সেটা আমি অদ্ভুত মনে করি। টেলিভিশনের উপর ভরসা করো না...

| ⇨ টেলিভিশন আমাদের নেতাদের মালিকানাধীন, তাই আমরা লিখি। টেলিভিশনে এমন বার্তা কিভাবে দেওয়া সম্ভব? অসম্ভব, তাই না? কিন্তু যখন কেউ লিখে রাখে, সেটা থেকে যায়, এবং সবাই পড়তে পারে। তাই দয়া করে শেষ পর্যন্ত পড়ো এবং এর মধ্যে, তোমার বিরতিতে, এটা অন্যদের পাঠাও যাতে তুমি যখন শেষ করবে তারাও শেষ করবে এবং তোমাদের একটা ভালো আলোচনার বিষয় থাকবে। আমাদের সত্যিই অনেক করতে হবে এবং সময় এসে গেছে।

❌ **| আমরা কারও ক্ষতি করি না। | তাদের শুধু বুঝতে হবে, ⇨ তারা যেদিকেই তাকাক না কেন: আমরা বেসামরিক নাগরিক।** 💚

🇧🇩 **| সবাইকে জানাতে ২১ দিন। এটাই আমাদের সময়সীমা। প্রত্যেকে পরবর্তী ৩ জনকে জানায়।**

❌ | আপনি কি আমাদের সাহায্য করতে পারেন? | অন্যান্য ভাষায় অনুবাদে...| দয়া করে!

👣 | বোনাস পাঠ | একটি গভীর ব্যাখ্যা

| ⑤ যুদ্ধের বিষয় যখন আসে, তখন পৃথিবীতে স্পষ্ট নিয়ম আছে।

| 👣 ⇨ ① একটি যুদ্ধ কখনই শুরু হয় না যখন প্রস্তুতিগুলি এখনও চলছে। এটি কেবল তখনই শুরু হয় যখন সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হয় – আক্রমণকারীর পক্ষ থেকে।

| 👣 ⇨ ② শান্তি আলোচনার কথা তখনই বলা হয় যখন প্রস্তুতিগুলি আর লুকানো যায় না।

| 👣 ⇨ ③ শান্তি আলোচনা এবং শান্তি আলোচনার সময়, আরও অস্ত্র তৈরি করা হয়। কেউই তাদের অস্ত্র খুলে ফেলার কথা মনে করে না।

| 👣 ⇨ ④ শান্তি আলোচনা সর্বদা একটি যুদ্ধে শেষ হয়। প্রমাণ: প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

| ⑥ বিষয়টি শেষ করার জন্য একটি প্রশ্ন। রাইন, প্রকল্পিত: ধরুন আপনি একজন মহান নেতা ছিলেন – একজন খুব মহানও। আপনি কি মানুষের সমস্যাগুলি অগ্রাধিকার অনুসারে সমাধান করতে চান? যদি দাম বাড়ছে এবং এই মুহূর্তে সবকিছু খুব ব্যয়বহুল, আপনি কি চান না যে এই দামগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আবার কমে যাক?

| 👣 আপনি কি উদ্যোক্তা, অর্থনীতিবিদ, ব্যাংকার ইত্যাদির একটি দল গঠন করবেন না, মানুষের জন্য একটি সমাধান খুঁজে বের করতে এবং তারপর এটি উপস্থাপন এবং ব্যাখ্যা করতে?

| ⑦ আপনি হলেন নেতা। আপনি যদি সমাধান না খুঁজে পান, তার মানে হল: মানুষকে নিজের সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। তারা সবাই আপনার দিকে তাকায় কারণ এটি আপনার কাজ – তাদের নয়। আপনি যদি একটি সমাধান অফার না করেন তবে তাদের নিজেদের একটি খুঁজে বের করা উচিত还是不 উচিত?

| 👣 সমস্যা হল: একটি সমাধান খুঁজে বের করতে হবে, অন্যথায় এটি গন্তব্যবিহীন একটি বিমানের মতো। পাইলটের যদি কোন ধারণা না থাকে যে সে কোথায় উড়ছে, তবে একসময় জ্বালানী ট্যাঙ্ক খালি হয়ে যাবে। এবং এটা যৌক্তিক, তাই না? এবং নতুন বিলিয়ন মানুষের সাথে একটি ক্র্যাশ আমরা চাই না। এটি 1929 এর চেয়েও খারাপ হবে।

| ⑧ যদি পরিবর্তে, একটি সমাধান উপস্থাপন করার বদলে, আপনি কেবল হুমকি নিয়ে কথা বলেন, যুদ্ধ নিয়ে কথা বলেন, অস্ত্র তৈরি করেন এবং সেনাবাহিনীর জন্য তরুণদের নিয়োগ করেন। তাহলে সেটা ১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯-এর সাথে একটি স্পষ্ট দেজা ভু হবে, যখন জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়।

| 👣 আপনাকে জিজ্ঞাসা করলে আপনি কি বলবেন? যে আপনি আপনার মানুষকে রক্ষা করতে চান? এবং বর্তমান ব্যয়বহুল দামগুলি সম্পর্কে又如何?

| ⑨ মানুষ তখন আপনার সম্পর্কে কী ভাববে যখন তারা বুঝতে পারবে যে আপনি যা কিছু করেন তা ১৯৩৯ সালের জার্মানির কথা মনে করিয়ে দেয়। যুদ্ধের ঠিক আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি? তাদের কি ভাবা উচিত যে একটি সংঘর্ষ আসন্ন এবং তাই আপনার অগ্রাধিকার "যুদ্ধ", নাকি তাদের ভাবা উচিত যে দাম এবং উচ্চ জীবনযাত্রার ব্যয়ই আসলে আপনার অগ্রাধিকার? এবং কেবল যুদ্ধের পরই আপনি সবকিছুর একটি উত্তর উপস্থাপন করবেন...

| ⑩ ১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ ভালো প্রস্তুতি ছাড়া ঘটতে পারে না। ঠিক? সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে তবেই কেউ যুদ্ধ শুরু করে। ঠিক আগে, অনেক শান্তি আলোচনা হয়, একের পর এক, এবং সেই সময় সবাই eagerly অস্ত্র তৈরি করতে থাকে, সেগুলি খুলে ফেলার বদলে।

| ⑪ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে কতগুলি শান্তি আলোচনা হয়েছিল? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে কতগুলি এবং এখনই কতগুলি? শান্তি আলোচনা কেবল তখনই শুরু হয় যখন প্রস্তুতিগুলি আর লুকানো যায় না।

| 👣 এই মুহূর্ত থেকেই সরকারী শান্তি আলোচনা শুরু হয়, যা তারপর একটি যুদ্ধে শেষ হয়।

| ⑫ সোনালি নিয়ম: যদি যুদ্ধ দৃষ্টিতে না থাকে,则 কেউ শান্তি আলোচনার কথা বলে না।

| ⑬ আকাশে উপগ্রহ, রাস্তার ক্যামরা এবং অন্যান্য সমস্ত ক্যামরা থেকে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান একটি সাদা পতাকা ঝুলিয়ে দিন। আমরা সবাই একই কাজ করি। বেসামরিক লোকদের গুলি করা হয় না।

✕ | একটি সাদা পতাকা টাঙাও | ⇨ সমস্ত ক্যামেরা, উপগ্রহ এবং বিশ্বের চোখের জন্য স্পষ্ট দৃশ্যমান। | সবাই একই কাজ করে। একই সময়ে এবং সর্বত্র। | বেসামরিক লোকেরা লক্ষ্য নয়। | তারা ভুলতে থাকে, আমরা তাদের স্মরণ করিয়ে দিই। | বেসামরিক লোকেদের গুলি করা হয় না। | এটা কি যুক্তিসঙ্গত?

✕ | পড়া খুবই ক্লান্তিকর। আমি জানি...! কখনো ভেবেছ, কে জিতে যায় যখন কেউ পড়ে না? ⇨ যদি কেউ না পড়ে, তাহলে সবচেয়ে বেশি লাভ কে?

BN | সমাধান ২ | নতুন টাকার সাথে লেনদেন।

↯

✕ | টাকা আমাদের সবারই প্রাসঙ্গিক – কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই। তাই মুদ্রা পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত এমন হওয়া উচিত যেখানে সবার কণ্ঠস্বর শোনা হবে। আবার বলছি: কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই।

✕ | অতীতে কৃষকদের মতামত অভিজাত বা রাজার কাছে একেবারেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আজ আমরা গণতন্ত্রে বাস করি। কালের কৃষকেরা আজকের শ্রমিক। এতকিছু বদলে গেলে, এই সিদ্ধান্তটি গণতান্ত্রিকভাবে নেওয়া হলো না কেন?

✕ | তোমাকে এটি বুঝতে হবে: মানুষ থেকে অনেক তথ্য গোপন করা হয়। তাদের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত থেকে দূরে রাখা হয়। আর যখন মানুষকে এই প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়া হয়, তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস কর যে এটি তাদের মঙ্গলের জন্য? আমি আশা করি তুমি বুঝতে পেরেছ খেলাটা কীভাবে খেলা হয়।

↧

| ① খালি পেটে ভাবনা চিন্তা করা কঠিন। আমাদের মস্তিষ্কই আমাদের একমাত্র অস্ত্র। বর্তমানে সব জায়গায় সবকিছুই দামি। অনেক পরিবার ভুগছে। আমাদের নেতাদের দিকে নজর রাখুন। সবকিছু কখন শেষ হবে তার কি তাদের কাছে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে? না। তাদের কাছে না থাকলে, কার কাছে থাকা উচিত? আমাদের? তারা যখন কথা বলে, তখন কী নিয়ে কথা বলে? তারা যুদ্ধ নিয়ে কথা বলে। যুদ্ধ কি আমাদের অবস্থার উন্নতি করতে পারে?

| ② তাই সমাধান 1 ছিল তিনটি সমাধানের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। **সাদা পতাকা উঠাও।**

| ③ আমাদের নেতারা বর্তমানে সমগ্র বিশ্বের টাকা বদল করছেন। এখন আমরা সবাই পাচ্ছি **"কম্পিউটার টাকা", "ফোন টাকা", "ডিজিটাল টাকা"**। কিন্তু একটি ছোট সমস্যা আছে। নতুন টাকাকে শক্তিশালী করতে তারা এত সোনা কোথা থেকে পেতে চায়?

| ④ নতুন টাকা সবসময় সোনার সাথে বাঁধা থাকতে হবে। টাকার মৌলিক নিয়ম। এভাবেই একটি শক্তিশালী মুদ্রা চেনা যায়।

| ⑤ ভল্টে খুব কম সোনা আছে, বিশেষ করে ধনী দেশগুলোতে। আপনার কি মনে হয় এই দেশগুলো এত ঋণী হত যদি তাদের এত সোনা থাকত? (বোনাস রিডিং দেখুন) তারা কেবল সোনা বিক্রি করে দিত এবং ঋণ করত না।

👣 | পরিকল্পনাটি ঠিক একশ বছর আগের মতো: সকল মানুষের সোনা - "আমাদের সোনা" - জনতার নামে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং নতুন টাকাকে শক্তিশালী করতে ব্যবহার করা হবে। এটি অনেকবার ঘটেছে: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 1933, জার্মানি 1414-1923-1933, কানাডা 1949, অস্ট্রেলিয়া 1959, যুক্তরাজ্য 1966 এবং আরও অনেক।

👣 | এবং আইন ইতিমধ্যেই পাস করা হয়েছে এবং প্রস্তুত। (বোনাস রিডিং দেখুন)

| ⑥ নতুন টাকা আসার আগে, পুরানো টাকাকে কোনও মূল্যহীন করে তোলার ব্যবস্থা করা হবে। বিশ্বব্যাপী টাকার একটি কৃত্রিম অবমূল্যায়ন ঘটবে। সুদের হার কমানো হবে। তারপর দাম বাড়বে। আমরা আজ যা কিনতে পারি, আগামীকাল তা আর কিনতে পারব না।

| ⑦ পরে একটি সময়ে, যখন পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে উঠবে, নতুন টাকাকে **সেরা** সমাধান হিসাবে উপস্থাপন করা হবে। এবং আমাদের পুরানো টাকা মূল্যহীন হয়ে যাবে। যার কাছে এখনও অ্যাকাউন্টে বা বাড়িতে আছে, সে পরাজিতদের মধ্যে থাকবে।

| ⑧ আপনি এবং আমি বর্তমানে যে টাকা ব্যবহার করি, তা 1971 সাল থেকে আর সোনার সাথে বাঁধা নেই (বোনাস রিডিং দেখুন)। যেহেতু বর্তমান টাকা সোনার সাথে বাঁধা নেই, তাই এবার নতুনটিকে সোনার সাথে বাঁধা হতে হবে (বোনাস রিডিং দেখুন)। নাহলে নতুন টাকার প্রয়োজনই বা কী?

| ⑨ আমাদের নেতারা বলেন: "নতুন টাকার সময়ের সাথে **খাপ খাওয়া** উচিত..." এটি তাদের যুক্তি। এবং এটির কোন অর্থ হয় না। টাকা তো সর্বদাই টাকা। টাকা কখনও পুরানো হয় না। কল্পনা করুন টাকা পুরানো হয়ে যায়। এর মানে হল আপনি যদি এটিকে আপনার ওয়ালেটে খুব বেশিক্ষণ রাখেন, তাহলে আপনাকে এটিকে ফেলে দিতে হবে। এটির কি কোন অর্থ হয়? তবুও, সময়ের সাথে **খাপ খাওয়া** নিয়ে তাদের যুক্তি এটি।

| ⑩ আমাদের কারওই তার টাকা নিয়ে কোন সমস্যা নেই। **খাপ খাওয়ার** উপর জোর কেন? আমরা ইন্টারনেটে এবং সর্বত্র এ দিয়ে সহজেই সবকিছু কিনতে পারি। তাহলে এই ব্যাখ্যা কেন? এবং একটি নতুন কেন, এবং তারা এ নিয়ে খোলামেলাভাবে কথা বলছে না কেন? (বোনাস রিডিং দেখুন)

| ⑪ আমাদের নেতারা শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারবেন যে সোনা পর্যাপ্ত নয়।

| ⑫ তখন তারা সব জমি এবং বাড়িতে একটি এককালীন কর বসাবে। সম্পত্তির মূল্যের 50% হবে সেই পরিমাণ যা সবার অবশ্যই দিতে হবে।

👣 | সবার কাছে এই কর দিতে প্রায় 35 বছর সময় থাকবে, নাহলে বাড়িটি অন্যদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হবে।

👣 | এটি 100 বছর আগে অনেকের সাথে ঘটেছিল।

| ⑬ আমাদের কাছে ক্রিপ্টোকারেন্সি, কোম্পানির শেয়ার, স্টক, সরকারী বন্ড এবং আরও অনেক কিছু রয়েছে। নতুন টাকা সোনার সাথে বাঁধা থাকলে তাদের কী মূল্য হবে? আবার: বর্তমান টাকা সোনার সাথে বাঁধা নেই। আমরা সেগুলো আগে এ দিয়েই কিনেছিলাম। এখন নতুন টাকা আসছে এবং এটি সোনার সাথে বাঁধা। একটি অসম্ভব কাজ। এবং এই পুনরাবৃত্তি প্রতি 100 বছর হয় (বোনাস রিডিং দেখুন)।

| ⑭ তারা আবার পরিকল্পনা করছে, ঠিক একশ বছর আগের মতো, আমাদের কাছ থেকে সব সোনা কেড়ে নেওয়ার। সব বাড়ি কেড়ে নেওয়ার। সব কোম্পানির শেয়ার, ক্রিপ্টোকারেন্সিও। তারা আবার সবকিছু দখল করতে চায়। এবং তারা এটিকে চতুরতার সাথে পরিকল্পনা করেছে। যদি আমাদের কাছে কিছুই না থাকে, যেমন একশ বা দুইশ বছর আগে ছিল, তাহলে আমরা কী করব?

| ⑮ সমাধান সহজ। একাডেমিতে আসো। যদি আপনি এখনও একাডেমির কথা না শুনে থাকেন: এটি একটি স্কুল। যাদের কিছুই নেই, তাদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা জানে কিভাবে চালাকির সাথে প্রস্তুত হতে হয়। যাতে তারা জানে এখন তাদের টাকা দিয়ে সবচেয়ে ভালো কী করা উচিত। যাতে অন্যরা তাদের পরিবারের সাথে হাসতে হাসতে অবাক হয়ে না দাঁড়ায়। **নিবন্ধন ফী 1 ইউরো**।

| ⑯ যাদের টাকা আছে, বা ক্রিপ্টো বা রিয়েল এস্টেট ইত্যাদি আছে তাদের সকলের জন্য: তারা চাইলে উপযুক্ত ক্লাসে অংশ নিতে পারেন। প্রত্যেকের জন্য একটি আলাদা ক্লাস আছে। তবে, এটি বাধ্যতামূলক নয়। আমরা প্রায় 20 বছর পরে সমাধান খুঁজে পেয়েছি এবং সেগুলি **সংশ্লিষ্ট** ক্লাসে উপস্থাপন করি।

👣 | আপনি এখন জানেন যে নতুন টাকার জন্য সোনার প্রয়োজন এবং এটি সবার কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এমনকি যদি আপনি রসিদ ছাড়াই সোনা কিনে থাকেন। এবার সবাই স্বেচ্ছায় এটিকে রাষ্ট্রকে ফেরত দেবে। দুঃখিত!

👣 | আপনি জানেন যে এটি যথেষ্ট হবে না এবং বাকি সবরাও প্রদান করবে। বিশেষ করে সম্পত্তির মালিকরা।

👣 | আপনি এখন জানেন যে ক্রিপ্টো এবং সহযোগীদের ভিন্নভাবে দেখতে হবে। কারণ যখন একটি নতুন টাকা আসে, যা সোনার সাথে বাঁধা - তখন সোনা ছাড়া কেনা জিনিসগুলির কী করবেন?

👣 | আপনি এখন জানেন যে সবাইকে প্রস্তুত হতে হবে। সহজভাবে সবাই। উদাহরণ স্বরূপ: কল্পনা করুন আমরা যা কিছু কিনি, ব্যবসায়ীরা বড় অঙ্কে কিনেছেন। যদি তারা সবাই তাদের সোনা হারায়, তাহলে কি তারা কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হবে? আপনি কি সেখানে দাঁড়িয়ে জানতে চান না যে কী করতে হবে? সেইজন্যই এটির দাম 1 ইউরো।

👣 | আপনি জানেন: তবে, আপনার যদি টাকা থাকে, রিয়েল এস্টেট থাকে, স্টক থাকে, তাহলে আপনার একটি ক্লাসে অংশ নেওয়া উচিত এবং আপনি কী করতে পারেন তা শিখতে হবে।

👣 | এখন আসবে বোনাস রিডিং।

| ⑰ লক্ষ্য হল তাদের জালে আটকা না পড়া। আমরা মাছের মতো এবং তারা জেলেরা। **আমরা ৯০০ কোটি, তারা মাত্র ১৯৫**।

❌ | **আমি আশা করি তাদের জাল খালি থাকে। তার জন্য তবে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। একটি সাদা পতাকা উঠান। আরও ৩ জনের সাথে ভাগ করুন। শৃঙ্খলা ভাঙবেন না। আর একাডেমিতে আসুন।sicher**

🇧🇩 | **সবাইকে জানাতে ২১ দিন। এটাই আমাদের সময়সীমা। প্রত্যেকে পরবর্তী ৩ জনকে জানায়।**

❌ | আপনি কি আমাদের সাহায্য করতে পারেন? | অন্যান্য ভাষায় অনুবাদে...| দয়া করে!

👣 | বোনাস রিডিং | একটি গভীর ব্যাখ্যা | হৃদয় দিয়ে পড়ুন | দয়া করে !

| ① সাধারণত আমরা রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করি না এবং রাজনৈতিক আলোচনায় জড়াই না। তবে এই উদাহরণের জন্য, আমাদের একটি ব্যতিক্রম করতে হবে – আমরা এর জন্য আগাম ক্ষমাপ্রার্থী। এটা আমরা কী

চাই সে সম্পর্কে নয়, বরং আমাদের সবার জন্য সত্যিই কী ভালো সে সম্পর্কে। এখন, এটি আমাদের সবার জন্য প্রাসঙ্গিক। তাই, আমরা দল হিসেবে এই ব্যতিক্রম করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

| ② আমি একটি চিন্তার প্রশ্ন দিয়ে শুরু করছি: আপনি কি কখনো নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে ১০০ বছর আগে মানুষ কোন মুদ্রা ব্যবহার করত? তারা তাদের খাবারের বিনিময়ে কী দিত? ১০০ বছর দীর্ঘ সময় নয়। তারা তাদের মজুরি কীভাবে পেত? আমরা আজ সেই মুদ্রা ব্যবহার করা কেন চালিয়ে যাই না? টাকা কখনো পুরনো হয় না, টাকা তো টাকাই থাকে। | নিশ্চয়ই কিছু নির্ধারক ঘটনা ঘটেছিল যে আমরা এখন এই মুদ্রা ব্যবহার করি না, তাই না?

| ③ এখানে উত্তর...| এটি যতটা সহজ ততটাই ভয়ানক: ⇨ শুরুতে টাকা সবসময় সোনার সাথে যুক্ত ছিল। যেমন ১৯৪৪ সালে যুদ্ধের পরে – তখন, কাগজের মুদ্রার প্রতিটি টুকরো আসল সোনা দ্বারা সমর্থিত ছিল। কিন্তু এক পর্যায়ে, একটি দেশ সিদ্ধান্ত নেয় যে এটি আর এই নিয়ম মেনে চলতে চায় না। এটি নিজের এবং তার মিত্রদের জন্য সোনার বন্ধন ছিন্ন করে।

| ④ এই মুহূর্তে, বিশ্ব দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়:⇨ যাদের সীমাহীন টাকা ছাপানোর অনুমতি আছে, এবং যাদের নেই। কিছু লোক ইচ্ছামতো টাকা ছাপানো শুরু করে, তাদের পিছনে কোন বাস্তব মূল্য ছাড়াই। অন্যান্য সব দেশকে পুরোনো ব্যবস্থায় থাকতে বাধ্য করা হয়: টাকা = সোনা। এবং তারা শুধু অসহায়ভাবে দেখতে থাকে।

| ⑤ শুধুমাত্র এইজন্য যে সবাই বুঝুক কেন আমরা এই বিষয়ে কথা বলতে দ্বিধাবোধ করি: যতক্ষণ টাকা সোনার সাথে যুক্ত, আমরা শুধু তাই কিনি যার আমাদের সত্যিই দরকার। কারণ সোনা দুর্লভ, টাকাও দুর্লভ।

| ⑥ কিন্তু যখন আপনি হঠাৎ করে টাকা সৃষ্টির জন্য সোনার প্রয়োজন রাখেন না, তখন আপনি রাতারাতি কোটিপতি হয়ে যান। আপনি স্বল্পমেয়াদে ইচ্ছা করেন এমন জিনিস কিনুন এবং পরবর্তী উত্তেজনা এলে সেগুলো ফেলে দিন। ⇨ এভাবেই ক্রমাগত নতুনের প্রতি আসক্তি সৃষ্টি হয়। ⇨ এভাবেই বর্জনযোগ্য সমাজ গড়ে ওঠে।

| ⑦ ⇨ এখন বাস্তবে কল্পনা করুন: আপনি সেই দেশ যারা কিছুই না থেকে টাকা সৃষ্টি করে। সবাই জানে যে এটি ভুল, কিন্তু ভয়ে, সবাই আপনার মূল্যহীন কাগজ গ্রহণ করে। রাতারাতি, আপনি অকল্পনীয়ভাবে ধনী হয়ে যান।

| ⑧ আপনি কাগজের একটি টুকরো নিন, তার উপর একটি নম্বর লিখুন, এবং বিনিময়ে, আফ্রিকায় হাজার বছরের পুরনো একটি গাছ আপনার জন্য কাটা হয় – জীবন্ত বন থেকে আপনার আসবাবপত্রের জন্য মৃত পণ্যে পরিণত হয়। এবং কারণ আপনার বন্ধুরা আপনার আসবাবপত্র পছন্দ করেছে, আপনি তাদের জন্যও রঙিন কাগজ ছাপান, এবং তাদের জন্য, বাকি গাছগুলি কাটা পড়ে। হঠাৎ, সব গাছ চলে যায় – রঙিন ছাপানো কাগজের কারণে।

👣 | আমার প্রশ্ন হল: আপনি কি মনে করেন যে আমরা যে কাগজে নম্বর ছাপি তা কোন দিন ফুরিয়ে যাবে? নাকি আপনি মনে করেন যে প্রথমে গাছ ফুরিয়ে যাবে?

👣 | আপনি এখন বুঝতে পারছেন কেন বৃষ্টির বন অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে এবং মরুভূমিতে হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়? জলবায়ু বিকৃত হয়ে যাচ্ছে কারণ আমাদের গ্রহের ফুসফুস অনুপস্থিত। আমরা কখনই পরিণতি সম্পর্কে ভাবিনি। এবং যে দেশগুলি পঞ্চাশ বছর ধরে এই খেলা খেলছে, তারা এখনও থামতে চায় না। এখনও, যখন খুব কমই কিছু বাকি আছে।

| ⇨ একটি দেশ এমন কাজ কেন করে?

✖ | নিজের গতিতে পড়ো – কিন্তু পড়তে থাকো...

| ⑨ কারণটি সহজ এবং নিষ্ঠুর: এর কাছে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র রয়েছে। এটি জানে যে এটি কোন যুদ্ধই জিততে পারে যে এই সিদ্ধান্তকে প্রশ্ন করে। এবং কারণ সবাই ভীত, তারা নীরব থাকে এবং সহ্য করে। এভাবেই এই

দেশ তার নাগরিকদের হাতে মনে হয় অসীম টাকা দিতে পারে। তারা ছুটিতে উড়ে যায়, অনলাইনে বিশ্ব খালি কিনে এবং এমন এক Euphoria-তে বাস করে যা অন্যদের কল্পনাও করতে পারে না।

| ⑩ এই একটি প্রতারণা থেকে পৃথিবীতে যা কিছু ভুল তা উদ্ভব হয়: ধনী দেশ ও দরিদ্র দেশ। এটাই আমাদের সমস্ত সমস্যার মূল। কেউ কেউ প্রতারণা করে এবং তাদের শক্তি দিয়ে হুমকি দেয়, অন্যদের ভুগতে হয় এবং তাদের কোন কণ্ঠস্বর নেই।

| ⑪ তাই আফ্রিকা এত দরিদ্র, যদিও এর সমস্ত সম্পদ সারা বিশ্বে প্রবাহিত হচ্ছে। মনে করুন, যদি আফ্রিকাকে নিজের মুদ্রা ছাপানোর অনুমতি দেওয়া হতো। তাহলে দারিদ্র্য সেই একই দিনে শেষ হয়ে যেত, না কি? তাহলে, তারা তা করে না কেন? উত্তরটি তিক্ত, না কি?

| ⑫ এতে অদ্ভুত ব্যাপার হলো: যদিও এই দেশগুলোর নাগরিকরা ভালো করেই জানে যে এটা সঠিক নয়, তবুও তারা এটাকে ন্যায্য প্রমাণ করার চেষ্টা করে - এবং শেষে তারা নিজেরাই বিশ্বাস করে যে এটা আসলেই সঠিক। তারা শুধু একটা জিনিস ভুলে যায়: একদিন এমন আসবে যখন কেনার মত কিছুই থাকবে না, তারা যতই টাকা ছাপাক আর ওয়ালেটে ভরুক না কেন।

| ⑬ আর গাছ থাকবে না। আর তেল থাকবে না। বৃষ্টি পড়বে মরুভূমিতে যেখানে কিছু জন্মায় না। আর পানীয় জলের অভাব হবে কারণ বৃষ্টি ছাড়া পান করার জল থাকবে না।

| ⑭ অবিশ্বাস্য হলো চিন্তাভাবনা: ⇨ এই দেশগুলিতে, যেখানে ইচ্ছামতো টাকা ছাপানো হয়, মানুষ ভাল করেই জানে যে সেই দিন আসবে যখন কেনার কিছুই থাকবে না। কিন্তু সবাই ভাবে যে এটা শুধু পরবর্তী প্রজন্মকে প্রভাবিত করবে। তারা নিজেরা আগের মতই চালিয়ে যেতে পারে - সবকিছু ঠিক আছে। তাদের পরে অন্যদের যদি ছায়া না থাকে, বৃষ্টি না থাকে, সেটা তাদের সমস্যা নয়।

| ⑮ এখন বুঝতে পারছো কেন আফ্রিকায় উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল? সম্পদ সরাসরি উৎস থেকেই সুরক্ষিত করতে হয়েছিল।

| ⑯ আমরা ভেবেছিলাম শেষটা আসবে পরবর্তী প্রজন্মের সাথে। দুর্ভাগ্যবশত ভুল। এটা শেষ হচ্ছে আমাদের সাথে। শীঘ্রই আমরা সবাই বুঝতে পারব। আমাদের ওয়ালেটে অনেক রঙিন কাগজ থাকবে, এবং তবুও কেনার কিছুই থাকবে না কারণ সহজভাবে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

| ⑰ যদি আমরা রঙিন কাগজের বদলে পৃথিবী থেকে কিছু নিই, তাহলে আমাদের এটা প্রতিস্থাপন করা উচিত। ⇨ যৌক্তিক। যাতে পরের বার আমাদের আবার কিছু থাকে। যদি আমরা এটা প্রতিস্থাপন না করি, তাহলে পরের বার জন্য কিছু নতুন সৃষ্টি হবে না। আর শেষে আপনার কাছে অনেক টাকা এবং অনেক কিছুই না থাকবে।

| ⑱ কে এটি প্রতিস্থাপন করবে? যে ব্যবহার করে সে মনে করে: "এটি নিজে থেকেই প্রতিস্থাপিত হবে"। ⇨ এবং প্রায় সবাই শিক্ষিত এবং এমন মনে করে - তবুও।

| ⑲ তারপর এমনই হয় যেমন এমন পরিস্থিতিতে সর্বদা হয়: প্রতারিত দেশগুলি গোপনে নিজেদের রক্ষা করার জন্য অস্ত্র তৈরি করে, এবং কোন এক সময়, যখন তাদের যথেষ্ট থাকে, তারা বলে থামো। তারা দাবি করে যে সবকিছু স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুক। ⇨ তখন যুদ্ধ বেধে যায়। যুদ্ধ শেষে বিজয়ী গ্যারান্টি দেয় যে এটি আর কখনও হবে না - এবং প্রায় ৩০ বছর পরে কেউ একই খেলা আবার খেলার ধারণা নিয়ে আসে, সম্পূর্ণরূপে জেনে যে এটি আবার একটি যুদ্ধের দিকে নিয়ে যাবে।

| ⑳ ⇨ ৪০০ বছর ধরে আমরা এই চক্রে আটকে আছি এবং কোন বের হওয়ার পথ খুঁজে পাচ্ছি না। সবসময় একই জিনিস: সোনার সাথে বাঁধন, তারপর আর বাঁধন নেই, তারপর ভোগ, তারপর যুদ্ধ - এবং তারপর আবার শুরু থেকে।

👣 | প্রত্যেক নেতা যে সিদ্ধান্ত নেয় টাকাকে সোনা থেকে বিচ্ছিন্ন করার, আমাদের ইতিহাস জানে এবং পুরোপুরি জানে যে এটি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের দিকে নিয়ে যাবে। এখন নিজেই বিচার করুন।

👣 | ১৯৭১ সালে প্রেসিডেন্ট নিক্সন সিদ্ধান্ত নেন মার্কিন ডলারের সোনার বাঁধন ভাঙ্গার। শুধুমাত্র মার্কিন ডলার। কিছু বন্ধুত্বপূর্ণ জাতিকে অংশ নিতে অনুমতি দেওয়া হয়, যেমন ইউরোপ। অন্য সকলের জন্য প্রাচীন নীতি টাকা = সোনা বহাল থাকে - যেমন ক্যামেরুন, রাশিয়া, চীন উদাহরণ স্বরূপ। এভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপ প্রচুর পরিমাণে কাগজের মুদ্রা ছাপাতে পারে এবং অন্যান্য দেশ থেকে তাদের যা কিছু দরকার সবকিছু কিনতে পারে।

| ㉑ যে না বলেছিল, তার কাছে সেনা পাঠানো হয়। এটাই কারণ যে সারা বিশ্বে যুদ্ধ আছে। এটা কোন ব্যাপার না যে আপনি জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হয়েছেন নাকি আপনার জনগণের জন্য ভাল কাজ করেন। যেই না একজন নেতা এই বিনিময় আর গ্রহণ করতে চায় না কারণ তার জনসংখ্যা ভোগে, তাকে তৎক্ষণাৎ সরানো হয় এবং অন্য দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হয়।

| ㉒ একজন, যে নিজের জনগণকে ভোগা দেখতে ইচ্ছুক। আর প্রতারণা তখন বাধাহীনভাবে চলতে থাকে। টেলিভিশন কোন গল্প বলে, আর নতুন রাষ্ট্রপতিকে নায়ক হিসেবে আমাদের মধ্যে উদযাপন করা হয় - কিন্তু তার স্বদেশে ঘৃণিত এবং সেনা সুরক্ষা ছাড়া বাড়ি থেকে বের হতে পারে না।

| ㉓ উদাহরণ স্বরূপ লিবিয়াতে, দেশ সকলের চিকিৎসা খরচ গ্রহণ করে। এমনকি ওষুধও সবার জন্য প্রদান করা হয়। প্রতিটি লিবিয়ান বিনামূল্যে চিকিৎসা পেতে পারে। হাসপাতালগুলি বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিকগুলোর মধ্যে ছিল। সবকিছু তেল বিক্রয়ের আয় দ্বারা অর্থায়ন করা হয়।

| ㉔ কাউকে পানি বা বিদ্যুৎ বিল প্রদান করতে হয়নি। | অসাধারণ উচ্চবিদ্যালয় ডিপ্লোমা সহ সব তরুণ আফ্রিকান, তারা যে দেশ থেকেই আসুক না কেন, বৃত্তি পেত যেখানে তারা পড়াশুনা করতে চায়। আফ্রিকানদের জন্য, লিবিয়ার রাষ্ট্রপতি গাদ্দাফি একজন জনগণের নায়ক ছিলেন।

| ㉕ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপে কেউ কি সহজভাবে হাসপাতালে যেতে পারে এবং বিনামূল্যে চিকিৎসা পেতে পারে? লিবিয়াতে এটি স্বাভাবিক ছিল, ⇨ কারণ নেতা মানুষদের রক্ষা করা এবং তাদের কল্যাণের দেখাশোনা করা তার দায়িত্ব হিসেবে দেখত। কিন্তু যেই না আপনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের শত্রু হয়ে যান, আপনাকে দ্রুত একনায়ক বলে আখ্যায়িত করা হয়।

| ㉖ আর তাকে কেন হত্যা করা হয়? কারণ তিনি হঠাৎ বলেছিলেন যে ব্যবস্থা অন্যায়। সঠিক কাজ আবার করা উচিত: টাকা = সোনা। হঠাৎ, ভালো প্রশিক্ষিত বিদ্রোহীরা দেশে আবির্ভূত হয়। তারা স্থানীয় সৈন্যদের চেয়ে ভালো সজ্জিত ছিল। আর তাকে দ্রুত হত্যা করা হয়।

| ㉗ টেলিভিশন এখানে ভালো কাজ করেছিল। বিশ্বকে শেষ পর্যন্ত মানাতে হয়েছিল যে তিনি একজন দানব - কারণ তিনি তাঁর দেশের নাগরিকদের জন্য সবকিছু বিনামূল্যে সরবরাহ করতেন। আর ভালো তারা যারা তাদের নাগরিকদের জন্য কিছুই বিনামূল্যে সরবরাহ করেনি, যদিও তারা টাকা সহজভাবে রঙিন কাগজ থেকে তৈরি করত।

| ㉘ অস্ত্র কোথা থেকে এল? সেই দেশগুলি থেকে যারা এগুলি উত্পাদন করে। এর অর্থ কি এই যে কিছু দেশ অস্ত্র উত্পাদন করে এবং এই অস্ত্রগুলি ব্যবহার করে বিদেশী জনগণকে হত্যা করতে যেই না তারা না বলে? প্রধান জিনিস যে একটি অবৈধ ব্যবস্থা বজায় থাকে? এটা কি ন্যায্য?

| ㉙ কেন একজন মানুষকে শুধুমাত্র এই বলে হত্যা করা হয় যে সে বলেছিল টাকা সবসময় সোনার সাথে যুক্ত হওয়া উচিত? কেন একটি পুরো মহাদেশের নায়ককে হত্যা করা হয়? এটা কি সমগ্র মানবতার প্রতি ন্যায্য? তিনি মানুষের শিক্ষার জন্য প্রদান করতেন। শিক্ষাই কি জীবনের পর পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস নয়?

| ㉚ এবং তাকে এমন অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল যা সেই দেশগুলি থেকে এসেছিল যেখানে মানুষদের শিক্ষিত হওয়ার কথা। এখন সবাই এটি বুঝতে পারে। কারণ যদি এই দেশগুলির মানুষের একটি ভাল শিক্ষা থাকত - যেমন তারা সবসময় বলে - তারা কখনই এমন কারখানায় কাজ করত না যা অস্ত্র উত্পাদন করে। ঠিক? তারা কখনই এমন কোম্পানির শেয়ার কিনত না। ঠিক?

| ㉛ আমরা ভেবেছিলাম যে অ্যাডলফ হিটলারের পতনের সাথে সাথে এই ধরনের চিন্তার শেষ এসেছিল। যে মানুষরা কখনই এই ধরনের কোম্পানিতে কাজ করত না তাদের হিটলার কী করেছিল তা জানার পরে। একজন ভেবেছিল যে স্টক এক্সচেঞ্জে এই ধরনের কোম্পানি অচিন্তনীয় হবে। তবে এটি সেখানে আছে - আমরা এটি দেখতে পারি।

| ㉜ এর মানে হল, মৃত্যুকে শিল্পায়নের ধারণা - যেমন হিটলার ইহুদি জনগণের সাথে করেছিল - কেবল উন্নত হয়েছিল। আজ এটি স্টক এক্সচেঞ্জে আছে। আজ সবাই এই ধরনের একটি কোম্পানিতে কাজ করতে চায়। আমাদের মানুষের কী হয়েছে? এই ধরনের একজন মানুষ কী ভাবে যে এই ধরনের একটি শেয়ারের মালিক? নিশ্চয় একই যা অ্যাডলফ হিটলার তখন ভেবেছিল, আমি ভালই কল্পনা করতে পারি।

| ㉝ এই ধরনের একটি ক্ষেত্রে কী করা উচিত যখন কেউ নিজেকে অসহায় বোধ করে? সাদা পতাকা হল প্রথম পদক্ষেপ। ⇨ বেসামরিক লোকের উপর গুলি চালানো হয় না। দ্বিতীয়ত, অস্ত্রের আর উত্পাদন করা হয় না। শেষে, আমরা সেগুলি সব ভেঙে ফেলি। এবং আমরা পৃথিবীতে তিন হাজার বছরের কষ্ট এবং অন্যায় শেষ করি।

👣 | এটি রোম দিয়ে শুরু হয়েছিল - এটি আমাদের সাথে শেষ হয়।

⇨ | গল্প চলতে থাকে

✕ | অর্থ এবং সোনার সাথে এর বন্ধন ⇨ মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতারণা | বর্ণবৈষম্য এবং দাসত্ব... সর্বশ্রেষ্ঠ অপরাধ | অস্ত্র... সর্বশ্রেষ্ঠ মিথ্যা | আত্মসমর্পণ এবং ভয়... সর্বশ্রেষ্ঠ মূর্খতা | উপেক্ষা... সর্বশ্রেষ্ঠ অপমান | যখন একটি ঘর ভেঙ্গে পড়ে, নিজের চেয়ে তোমার পরিবারের কথা মনে করা ভালো। | সরলতা... প্রাণী এবং মানুষ উভয়কেই শাস্তি পেতে হয় | আমাদের কাছে কেবল এই একটি পৃথিবী আছে, আর টাকা এটি কিনতে পারে না... ⇨ তুমি ভালো করেই জানো!

✕ | পড়া ক্লান্তিকর হতে পারে। আমি জানি... তবুও পড়তে থাকো। ⇨ এবার আমাদের এমন কিছু করতে হবে যা অবশ্যই আমাদের উপকারে আসবে... এবং পড়াই প্রথম পদক্ষেপ। এটা কি যুক্তিসঙ্গত?

BN | সমাধান 3 | তারা অস্ত্র নিয়ে কথা বলে | তারা আইন দিয়ে হুমকি দেয় | ⇨ আমরা গাছ লাগাই

↯

✕ | তুমি কিছু জানো না, তার মানেই সেটি নেই। অনেকে এই লেখাটি পড়বে, কয়েকজন পড়বে না – কিন্তু এটি ইচ্ছে করেই এমনভাবে লেখা হয়েছে যে সবাই বুঝতে পারবে।

✕ | তুমি শীঘ্রই বুঝতে পারবে: খেলাটি শতাব্দীর পর শতাব্দী একই আছে, কেবল খেলোয়াড় বদলেছে। যারা ক্ষমতাবান তারা যা পরিকল্পনা করে তা শুধুমাত্র তাদের নিজেদেরই কাজে লাগে। তারা সবকিছুরই পরিকল্পনা করে – সবসময়। কিন্তু জনতা যদি একটি ছোট পরিবর্তনও চায়, তাকেই বলা হয় বিপ্লব। আর বিপ্লব মানে রক্তপাত, ক্ষতি, বিশৃঙ্খলা। তাই জনতা প্রায়শই চুপ থাকে, আর ক্ষমতাবানরা সিদ্ধান্ত নিতে থাকে। এখন বুঝতে পারছ খেলাটি কীভাবে চলে?

✕ | কেউ কেউ মনে করে, পড়া না করলেই তারা কোনোভাবে ঠিক সময়ে বুঝে যাবে কী করতে হবে। কিন্তু এবার আলাদা হবে। অনেকে আগে থেকেই পড়বে – এবং কাজ করবে। আর যারা প্রস্তুত না হয়েই দাঁড়িয়ে থাকবে, যখন অন্যরা আগে থেকেই জানে কী হচ্ছে, তারা নিজেদেরই সংকীর্ণতা টের পাবে।

↧

| ① ২০০৮ সালে আমেরিকায় একটি ব্যাংকিং সংকট হয়েছিল ⇨ সমস্যাটা ছিল **টাকা**। এই মুহূর্তে সবকিছু খুবই ব্যয়বহুল। ⇨ আর সমস্যা হচ্ছে টাকা। টাকা পৃথিবীতে যত সমস্যার সমাধান করেছে, তার চেয়ে বেশি সমস্যা সৃষ্টি করেছে। যেসব গাছ একদিন ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকাকে ঢেকে রেখেছিল, সেগুলো এখন কোথায়? ⇨ **টাকার কারণেই সব চলে গেছে!**

| ② নদীগুলো প্লাস্টিকে ভর্তি কেন ⇨ **টাকা**? সমুদ্র বর্জ্যে পূর্ণ কেন ⇨ **টাকা**? যুদ্ধ এখনও আছে কেন, যদিও আমাদের সবার বাড়িতে টয়লেট আছে এবং আমাদের আর জঙ্গলে যেতে হয় না? ⇨ **টাকা**। শুধু যে বাড়িতে

টয়লেট আছে তাই নয়, আমরা আমাদের **স্মার্টফোন** নিয়ে সেখানে যাই। এটা দেখায় আমরা কতটা উন্নত। আর তারপরও যুদ্ধ কেন? ⇨ **টাকা**।

| ③ আমরা আমাদের বাচ্চাদের বলি: "**সহিংসতা ভালো নয়**।" প্রত্যেক বাবা, প্রত্যেক মা, প্রত্যেক শিক্ষক, সবাই বলে: "**সহিংসতা কোনো সমাধান নয়**"। তাহলে আমরা কেন সহিংসতা সহ্য করি এবং প্রতিদিন টেলিভিশনে এটি দেখি? কারণ কি এটি সরকারি? কারণ কি আমরা যদি নিজেদেকে শান্তির পক্ষে ঘোষণা করি তবে আমাদের চাকরি চলে যাবে?

| ④ আমরা বলি: "**পালানো কোনো সমাধান নয়। মানুষের নিজের ভয়ের মুখোমুখি হওয়া উচিত।**" তাহলে আমরা সবাই এখন সোনা, রুপা, জমিজমা, পেইন্টিং, জমি, ক্রিপ্টো কারেন্সি কিনছি কেন? এটা কি পালানো নয়?

| ⑤ আমরা নিজেরা যদি আমরা যা বলি তা না করি, তাহলে আমরা আমাদের নেতাদের চেয়ে অনেক ভালো নই, ঠিক? তাহলে কেন তাদের আমাদের বলতে হবে যে তারা কী পরিকল্পনা করছে? আমরা যদি নিজের সাথে সৎ না হই, তাহলে আমরা অন্য কারও কাছ থেকে আশা করতে পারি না যে তারা আমাদের সাথে সৎ হবে, ঠিক?

| ⑥ টাকা পৃথিবীর জন্য কী ভালো এনেছে? সে পৃথিবীর জন্য কী এনেছে যা সম্পূর্ণ ধ্বংসকে ন্যায়সঙ্গত করবে? আমরা সবাই পৃথিবীতে বাস করি। আমাদের আর কোনোটি নেই। আমরা, "জনগণ", যদি আমাদের ১৯৫ জন নেতার **প্রতারণা**, **অপরাধ**, **মিথ্যা**, **মূর্খতা**, **লজ্জা**, **কোনোভাবেই নির্দোষতা** এর প্রতি চোখ বন্ধ করি, তাহলে শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্ত কে হবে?

| ⑦ হয় আমরা তিনটি **হুমকি**ই থামাব, নয়তো আমরা শুধু তাকিয়ে থাকব, ভালো নাগরিকের মতো আচরণ করব, এবং পরে নেতাদের প্রশংসা করব এবং শেষ পর্যন্ত আশা করব যে তারা সঠিক কাজই করবে। যতক্ষণ না বিপর্যয় পরের প্রজন্মকে স্পর্শ করে, আমরা যতটা সম্ভব বেশি ব্যবহার করতে থাকব। পরের প্রজন্মই কোনোভাবে প্রতিস্থাপন করবে।

| ৮ পৃথিবীতে নিজের দিনের শেষে পৌঁছালে কী হয়? আমরা কি আমাদের সব টাকা দিয়ে কেনা সবকিছু সঙ্গে নিয়ে যাব? বাড়ি, আসবাবপত্র, গাড়ি, জামাকাপড়? আমরা কি সেগুলো সব সঙ্গে নিয়ে যাব? কেমন লাগবে যখন আমরা বুঝতে পারব যে আমরা সবকিছু ধ্বংস করেছি, টাকার জন্যও নয়, বরং **রঙিন কাগজের** জন্য?

| ⑨ যখন সময় আসে, তখন সময় আসে। যে কেউ তার শেষ নিশ্বাস নেয়, সে জানে যে এটি তার শেষ। সেই মুহূর্তে, মানুষ তার চিন্তার সাথে সম্পূর্ণ একা হয়ে যায়। সে আর বস্তুগত বিশ্বকেও উপলব্ধি করে না। সেই মুহূর্তে, সে আর নিজেকে মিথ্যা বলতে পারে না। অন্যদের থেকে নিজেকে আলাদা করার জন্য আর কোনো মিথ্যা নেই। মানুষ সম্পূর্ণরূপে নিজের সাথে এবং নিজের সাথে একা থাকে।

| 👣 তারপর আমরা শ্বাস নেওয়া বন্ধ করি এবং পৃথিবী ছেড়ে চলে যাই।

| ⑩ ঠিক সেই মুহূর্তে, যখন মানুষ পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়, সবাই বুঝতে পারে যে তারা পৃথিবী ছেড়ে চলেছে এবং তারা আর জীবিতদের মধ্যে নেই। সেই মুহূর্তে, মানুষ বুঝতে পারে যে সে কিছুই নিয়ে যাচ্ছে না। সে ভুলে যায় যে তার কতগুলো গাড়ি ছিল, কতগুলো বাড়ি, কত টাকা। সে তার ঘনিষ্ঠ পরিবারের সদস্যদের মুখ নিয়ে যায়: মা, বাবা, স্ত্রী, সন্তান, কুকুর, ভাইবোন। কিন্তু অন্য কিছুর কথা সে আর ভাবে না।

| ⑪ যত তাড়াতাড়ি সে বুঝতে পারে যে সে কিছুই নিয়ে যায়নি, সে পৃথিবীতে তার সময়টি পর্যালোচনা করে। সে সম্পূর্ণরূপে নিজের সাথে একা থাকে। আর কোনো মিথ্যা নেই, না নিজের সাথে না অন্যদের সাথে। সে তার কাজ আর মুছতে পারে না। সে যে ভুল করেছে তা আর শুধরে নিতে পারে না। শেষ।

| 👣 তখন সে ভাবে, সে পৃথিবীতে ছিলই বা কেন?

| ⑫ সেই মুহূর্তে, টাকার আর কোনো গুরুত্ব থাকে না। আর মাত্র কয়েক মিনিট আগে এটি ছিল চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু। এখন হঠাৎ আর নেই। হঠাৎ শুধু গুরুত্বপূর্ণ হয়: **তুমি পৃথিবীতে তোমার সময় দিয়ে কী করেছ?** সেখান থেকে,

প্রত্যেকে এমন কিছু খুঁজতে শুরু করে যা দিয়ে তারা আঁকড়ে ধরতে পারে। মুখ দিয়ে কেউ আঁকড়ে ধরতে পারে না। পৃথিবীতেও আমরা কাউকে চিনতে পারি না যদি সে নতুন হেয়ারস্টাইল করে।

| ⑬ **হঠাৎ শুধু সেটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যা আমরা ভালো করেছি। আমাদের ভালো কাজ।** একজন জীবিত মানুষ হিসেবে, যখন মানুষ কিছু খারাপ করে এবং পরে অনুশোচনা করে, তখনও সে ক্ষমা চাইতে বা প্রায়শ্চিত্ত করতে পারে। কিন্তু সেই মুহূর্তে, সব শেষ। এবং বেশিরভাগ মানুষ কিছু জিনিস ঠিক করতে ফিরে আসার জন্য সবকিছু দিতে রাজি থাকবে। কিন্তু তখন খুব দেরি হয়ে গেছে।

| ⑭ আমরা **টাকা** সঙ্গে নিয়ে যাই না। আমরা শুধু যা আমাদের **হৃদয়** রেকর্ড করেছে তা নিয়ে যাই। এবং আমাদের হৃদয় আমাদের সত্যিই, সত্যিই **ভালো কাজগুলি** রেকর্ড করে। সেই কাজগুলি যা আমরা করি যখন কেউ দেখে না, সেগুলো নয় যা আমরা করি যাতে সবাই আমাদের দারুণ মনে করে। এটি একটি হাসি হতে পারে, কারও জন্য একটি ভালো পরামর্শ যার সত্যিই প্রয়োজন ছিল, একটি হ্যালো যা হৃদয়ের গভীর থেকে এসেছে, বা একটি উপহার।

| ⑮ হৃদয় এটা মনে রাখে না যে আমরা ভালো ফুটবলার বা ভলিবল খেলোয়াড় ছিলাম। সেই মুহূর্তে এটির আর কোনো গুরুত্ব নেই। শুধু আমরা **অন্যের** জন্য যা করেছি তাই গণনা করে। এবং অন্যদের জন্য, উল্টোটাও সত্য। কিন্তু আমরা নিজের জন্য যা ভালো করেছি, তা বেঁচে থাকতেও আমাদের আগ্রহী করে না। সেই মুহূর্তে কেন ভিন্ন হবে?

| 👣 **অন্যদের প্রতি আমাদের ভালো কাজ** সেটাই আমরা মনে রাখব এবং একটি হাসি থাকবে। **সেগুলোই আমাদের হয়ে কথা বলবে। সেগুলোই দেখাবে আমরা আসলে কে।**

| ⑯ উদাহরণস্বরূপ: কেউ যদি পাইলট হয় এবং আদেশ মেনে হিরোশিমা বা নাগাসাকিতে বোমা ফেলে, যেখানে দশ লক্ষেরও বেশি বেসামরিক লোক মারা যায়। সেই মুহূর্তে তার **ভয়** লাগবে। এবং সঠিক কারণেই। কার ভয় লাগবে না? একজন মানুষকে হত্যা করা পৃথিবীতে সবচেয়ে খারাপ কাজ যা কেউ করতে পারে। তার ভয় লাগবে। সে তার কাজের **শীতলতা** অনুভব করবে, কারণ সে জানত, হৃদয়ের গভীরে, যে সে ভুল কাজ করেছে।

| ⑰ এতে কোনো গুরুত্ব নেই যে সে এই অভিযানের জন্য সর্বোচ্চ পদক এবং "অসাধারণ হত্যার" জন্য অনেকগুলি পুরস্কার পেয়েছে কিনা, সেই মুহূর্তে এর কোনোটাই আর গুরুত্বপূর্ণ হবে না। এবং মানুষ একা দাঁড়িয়ে থাকে, শুধু শীতলতা অনুভব করে এবং ভয় পায়। মানুষ নিজের হৃদয়কে মিথ্যা বলতে পারে না। আমরা সবসময় ভান করতে পারি যে আমরা যন্ত্র। তবুও আমরা **মানুষ**।

| 👣 **এবং প্রত্যেকেরই নিশ্চিত করা উচিত যে, যখন সেই মুহূর্ত আসে, সে যেন উষ্ণতা এবং আলো অনুভব করে, শীতলতা এবং অন্ধকার নয়।** এবং এর জন্যই এই সমাধানটি ভাবা হয়েছে।

| ⑱ এই মুহূর্তে, **মরুভূমিতে বৃষ্টি** হচ্ছে। এর মানে অন্য কোথাও কম জল। **সবসময় সবকিছু এভাবেই শুরু হয়: ছোট এবং অলক্ষিত।** এবং শেষ পর্যন্ত, মরুভূমিতে সমুদ্র তৈরি হবে এবং অন্য কোথাও মরুভূমি। আমরা আমাদের হৃদয়ের গভীর থেকে জানি যে **টাকা**ই দায়ী, কারণ টাকার জন্য আমরা হাজার বছরের পুরনো গাছ কেটে ফেলেছি, আসবাবপত্র বানানোর জন্য, এবং কখনো প্রতিস্থাপনের কথা ভাবিনি।

| ⑲ আমাদের নেতারা **টাকা তৈরি করে**। তারা যেকোনো রঙিন কাগজকে টাকা বানায় এবং কোটি কোটি গাছ লাগাতেও পারে না। তারা মিলিত হয়, একে শান্তি আলোচনা বলে। কিন্তু যখন পৃথিবীর জন্য মিলিত হওয়ার কথা আসে, তখন তারা তাদের মন্ত্রীদেরও পাঠায় না। তারা জুয়াও খেলে, এবং হেরে যাওয়া ব্যক্তিকে পরিবেশের যত্ন নিতে হয়।

| ⑳ যখন কেউ রঙিন কাগজ থেকে টাকা তৈরি করে এবং সে এই সংখ্যক গাছও লাগাতে পারে না, তখন আমি ব্যক্তিগতভাবে ভাবি: "আমরা এখানে কোন ধরনের মানুষের সাথে কাজ করছি?" পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রতিটি মানুষ জানে যে আমাদের কেবল এই একটি পৃথিবী আছে। অন্তত আমাদের নেতারা। তাদের তো জানা উচিত।

| ㉑ কান্নায় কোনো লাভ হয় না। সমস্যার সমাধান করতে হবে, নইলে শীঘ্রই আমাদের আর জল থাকবে না, খাবার থাকবে না। আমরা মানুষ, এবং এই পরিবর্তন অস্বীকার বা মিথ্যা বা পুরো বিষয়টিকে উপেক্ষা করা বা তুচ্ছ করে সমাধান হবে না। আমাদের মানিব্যাগ শীঘ্রই আরও পূর্ণ হবে, কিন্তু প্লাস্টিক তৈরির জন্য তেলও আমাদের আর থাকবে না, কারণ আমরা সবকিছু ব্যবহার করে ফেলেছি।

| ㉒ আমি ভেবেছিলাম যে শুধুমাত্র যাদের একটি বাড়ি আছে, টাকা আছে, ক্রিপ্টো আছে এবং অন্যান্য সম্পদ আছে, তারাই পুরানো থেকে নতুন টাকায় পরিবর্তনের সময় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বর্তমান টাকা সোনার সাথে আবদ্ধ নয়। নতুন টাকা সোনার সাথে আবদ্ধ হবে। এর মানে হল আজ যার মূল্য আছে, তার অনেক কিছুই মূল্যহীন হয়ে যাবে। তাই, যাদের কিছু আছে, তারা সমাধান খুঁজবে।

| ㉓ প্রথমে, তারা নিজের উদ্যোগে কিছু করার চেষ্টা করবে। যতক্ষণ না তারা বুঝতে পারবে যে কোনো বিকল্প নেই। তখন তারা একাডেমিতে আসবে এবং তাদের সম্পদের জন্য উপযুক্ত ক্লাসে যোগ দেবে এবং প্রক্রিয়াতে শিখবে কিভাবে আমাদের বিকল্পগুলি কাজ করে, এবং অন্তত তাদের সম্পদের একটি অংশ বাঁচাবে। তারা যে টাকা দেবে, তা সারা বিশ্বে গাছ লাগানোর জন্য ব্যবহার করা হবে।

| 👣 এটি অনন্য।

❌ | নিজের গতিতে পড়ো – কিন্তু পড়তে থাকো...

| ㉔ টাকার পরিবর্তন ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। এটি সারা বিশ্বে ঘটবে। কারণ মার্কিন ডলার বিশ্বের অন্যান্য সমস্ত মুদ্রায় রয়েছে, এমনকি যদি দেখা না যায়। **সবার সামনে একটি পছন্দ থাকবে**।

| ㉕ হয় স্কুলে যান এবং যা বাঁচাতে পারেন তা বাঁচান, বা কিছু না করে অপেক্ষা করুন। আমরা যা কিছুর মালিক, তার প্রায় নব্বই শতাংশ আমরা হারাব। এবং কেউ দোষী হবে না। সবকিছু হয় এমন টাকা দিয়ে কেনা হয়েছিল বা কেনা হবে যা সোনার সাথে আবদ্ধ ছিল না। এবং দোষী, নিষ্ক্রিয়, এখন বেঁচেও নেই। যদি নতুন টাকা সোনার সাথে আবদ্ধ হয়, এর মানে: পুরানো সবকিছু মূল্যহীন হয়ে যাবে। এবং এটি যুক্তিসঙ্গত, এমনকি একটি শিশুর জন্যও।

| ㉖ ক্লাসগুলি ছাড়াও, যা স্বেচ্ছাসেবী, একাডেমির একটি নিবন্ধন ফি ১ ইউরো। এটি প্রতীকী, কারণ অনেক দেশে ব্যাংক না হলে টাকা নিয়ে কথা বলার অনুমতি নেই। এবং যারা আমাদের পরামর্শ চায়, তাদের আমাদের সাথে **একই** ক্লাব বা অ্যাসোসিয়েশনে থাকতে হবে। এভাবে আমরা সবাই সুরক্ষিত। নিয়মই এটা।

| ㉗ এর বিনিময়ে, আপনাকে বলা হবে আইনি গ্রন্থে কী আছে, নেতারা কী সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, এবং আপনার পরিবারকে রক্ষা করার জন্য সবচেয়ে ভালো কী করা উচিত, এখনই আপনার টাকা দিয়ে সবচেয়ে ভালো কী করা উচিত।

| ㉘ সবার এখন যে টাকা আয় করে, তার সাথে বুদ্ধিমানের সাথে ব্যবহার করা উচিত। যখন সেই মুহূর্ত আসবে, এবং তা পৃথিবীতে আমাদের সবার জন্যই আসবে, আমরা যেখানেই বাস করি না কেন, এবং যদি আমরা প্রস্তুত না থাকি, **তাহলে এটি খুব কঠিন হবে**। খুব কঠিন। **যদি আপনার পরিবার এবং আপনি প্রস্তুত না হন, তাহলে এটি খুব কঠিন হবে**।

| ㉙ এবং কীভাবে আচরণ করতে হবে তার সমস্ত তথ্য আপনি একটি প্রতীকী ১ ইউরোর বিনিময়ে পাবেন। আমরা এটি বিনামূল্যে দিতে পছন্দ করতাম, কিন্তু শুধুমাত্র ঈশ্বরই তার আঙ্গুল টোকা দিয়ে গাছ বাড়াতে পারেন। আমাদের নিজেদেরই সেগুলো রোপণ করতে হবে, এবং এর জন্য টাকার প্রয়োজন। যুক্তিসঙ্গত, নয় কি?

| ㉚ কেউ কেউ দান করবেন। ধন্যবাদ। কারণ যখন আপনার অ্যাকাউন্টের টাকা মূল্যহীন হয়ে যাবে, যদিও এটি গাছ লাগাতে পারত, আপনি নিজেকে ক্ষমা করবেন না। কারণ এটা উল্টো করা যাবে না। সবার এটা থেকে লাভ করা ভালো।

| ㉛ এটি প্রথমবার নয় যে আমরা পৃথিবীতে এমন একটি পরিবর্তন অনুভব করছি। এবং এটি সবসময় একইভাবে ঘটে। তাই, আমরা সবার সতর্ক করা এবং ধাপে ধাপে ইঙ্গিত দিতে চাই। এই জন্যই প্রতীকী ইউরো বরাদ্দ করা হয়েছে।

| 👣 **আমরা কিছু সংস্থার সঙ্গ দেব। বিশেষ করে কোম্পানি**...

| ㉜ বিবাহিত মহিলাদের। শিশুসম্বলিতা মহিলাদের। আমি ইতিমধ্যে আপনাদের সতর্ক করছি: আপনার স্বামী আজ কতটা ধনী হোন না কেন, **যদি তিনি একাডেমিতে নিবন্ধন না করেন, তিনি সবকিছু হারাবেন, সবকিছু**। এই সম্পর্কে চিন্তা করুন: ৫০ বছর ধরে আমরা একটি এমন টাকা ব্যবহার করেছি যার অস্তিত্ব **থাকা উচিত নয়**। এর মানে হল যে আপনার টাকা মূলত প্রায় অকেজো।

| ㉝ নিজেই একাডেমিতে যোগ দিন। আমাদের নেতারা এই সিদ্ধান্ত পেছনে ঠেলে দিয়েছেন। আমরা ১৯৭১ সালে এটিকে অবিলম্বে বন্ধ করতে পারতাম। আমাদের দাদা-নানারা তা করেননি। দুর্ভাগ্যবশত, এখন আর সম্ভব নয়। হয় আমরা একটি যুদ্ধ করি যেখানে টাকার কারণে সবাই মারা যায়, **বা আমরা সঠিকভাবে এটি করি**।

| ㉞ আমাদের পক্ষ থেকে আর বিলম্ব সম্ভব নয়, কারণ এটি এই সত্যের জন্যও যে আমাদের এখন বিশ্বে অনেক বেশি রঙিন কাগজ আছে এবং কেউ জানে না এর কী করা উচিত। তাই, একটি নতুন আসছে, এবং পুরানো, যা ইতিমধ্যেই মূল্যহীন, সরকারিভাবে মূল্যহীন হয়ে যাবে। আমি আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন।

| ㉟ আজ আপনার কাছে এখনও যে টাকা আছে, তার সাথে আপনার উচিত আগামীকালের বদলে পরশু নিয়ে ভাবনা। সাধারণত, বিশ্বের নব্বই শতাংশ কোম্পানি এমন মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যায়। এর মানে হল যে **প্রতি দশটি কোম্পানির মধ্যে নয়টি অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে**। ১০০ বছর আগে কি পৃথিবীতে এত মানুষ ছিল? তারা সবাই কোথায় কাজ করত? এই কোম্পানিগুলো শেষ পরিবর্তনের সময় প্রায় সবাই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমরা উদ্যোক্তাদের সাথে আমাদের সহযোগিতার মাধ্যমে, এই সংখ্যাটি পরিবর্তন করার আশা করি। আমাদের একটি পরিকল্পনা আছে।

| ㊱ আপনার স্বামীরা এখন এমনভাবে কাজ করবেন যেন তারা সবকিছু বুঝতে পারে। **কারণ এমনকি সাংবাদিকরাও আইন পড়তে অলস। তারা টাকা উপার্জন করতে চায়, এটাও তাদের অধিকার। এবং আপনার স্বামীরা সংবাদপত্র পড়ে, ভাবে যে তারা জানে**।

| ㊲ **ফলস্বরূপ, তারা সব সংবাদপত্র ও খবরে সরকার যা বলে তার মন্তব্য করে এবং পেশাদার পরিভাষা ব্যবহার করে এটাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। এবং আপনার স্বামীরা এই ম্যাগাজিনগুলো পড়ে, "আইন" নয়**।

| 👣 **কারণ সত্য শুধুমাত্র আইনেই থাকে**।

| 👣 **এই সব 1993 সালে শুরু হয়েছিল, আমরা শুধুমাত্র শেষ পর্যায়ে আছি**।

| ㊳ **আমাকে বিশ্বাস করুন, তারা কিছুই জানে না, তবুও তারা বড় শব্দ এবং পেশাদার পরিভাষা নিয়ে আপনার কাছে আসবে। তাদের বিশ্বাস করবেন না। তারা কিছুই জানে না। একাডেমিতে যান, 1 ইউরো দিন, পৃথিবীতে আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, এবং প্রস্তুত হওয়ার শিখুন। এখন মিষ্টি কথার সময় নয়**
。

| ㊴ **আমাকে বিশ্বাস করুন। এই মুহূর্তটি খারাপ। খুব খারাপ। সাধারণত এটি একটি যুদ্ধ দ্বারা ঢাকা থাকে। কিন্তু এবার নয়। আমরা সবাই এটি অনুভব করব। আপনার স্বামীরা শীঘ্রই অদৃশ্য হয়ে যাবে। তারা বলবে তারা কাজ খুঁজতে যাচ্ছে, তারা আর কখনও ফিরে আসবে না**।

| 👣 **আপনার স্বামীরা মদ্যপান এবং অন্যান্য অনেক .ষধের আশ্রয় নেবে**।

| ㊵ আপনাদের মধ্যে একটি বড় অংশ, মহিলারা, একক মা হয়ে যাবেন। পতিতাবৃত্তি, এমনকি শিশুদের, একটি অদেখা স্তরে পৌঁছাবে। এবং এটি এক ইউরো দিয়ে বন্ধ করা যেতে পারে।

| ㊶ একাডেমি এবং আমি, আমরা এই সব টাকা সংগ্রহ করি এবং সারা বিশ্বে গাছ লাগাই, যথাসাধ্য চেষ্টা করি। এইভাবে আমরা কেবল রূপান্তর বন্ধ করি না, কিন্তু আরও দুটি বিশিষ্ট灾难 বন্ধ করি। এটাই আমাদের সমাধান। এটি অনন্য। শুধুমাত্র ভাল কাজ গণনা, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ওজন নয়।

| ㊷ এখন আমরা আমাদের গল্প "সোনা = টাকা" এর শেষের দিকে এগিয়ে যাই। আমি সবাইকে এটি পড়ার পরামর্শ দিই। এমন একটি মুহূর্ত যখন টাকা মূল্যহীন হয়ে যায়, আমাদের জ্ঞানের প্রয়োজন। কিন্তু যাদের উভয়ই নেই, কারণ তার পড়ার সময় নেই, সে "অগ্রাধিকার" শব্দের অর্থ একটি কুৎসিত দিক থেকে শিখবে।

❌ | সবচেয়ে বুদ্ধিমান থেকে শেখো। এবং যদি তুমি মনে কর তুমি তাদের মধ্যে একজন, তবে দলে যোগ দাও।

🇧🇩 **| সবাইকে জানাতে ২১ দিন। এটাই আমাদের সময়সীমা। প্রত্যেকে পরবর্তী ৩ জনকে জানায়।**

❌ | আপনি কি আমাদের সাহায্য করতে পারেন? | অন্যান্য ভাষায় অনুবাদে...| দয়া করে!

👣 | বোনাস রিডিং | একটি গভীর ব্যাখ্যা

| হৃদয় দিয়ে পড়ুন | দয়া করে !

BN | মানুষ তার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ধোঁকাবাজির মুখোমুখি: টাকাকে সোনার সাথে জুড়ে দেওয়া। এই কাজটির জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়েছে, আর এখন একটি বড় দেশ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে—অন্য দেশগুলোর ওপর তাদের মিথ্যা দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিতে। এটাই মানবতার শেষ হয়ে দাঁড়াবে, কারণ অন্য দেশগুলো চায় সবকিছু ন্যায়ের সাথে চলুক, আর সেই দেশটি চায় না—তার বন্ধু রাষ্ট্রগুলোও চায় না। আবারও বলছি ⇨ যার কাছে টাকা, জমি, ক্রিপ্টো, শেয়ার... যাই থাকুক, সে জানে: সে সবকিছুই হারাতে চলেছে।

① আমরা গাদ্দাফির উদাহরণে ফিরে যাই: টেলিভিশন কখনও বলে নি যে আসলে তিনি একজন বীর ছিলেন। তখনকার ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের রায়ের পরও টেলিভিশন তাদের ভুল তথ্যের জন্য ক্ষমা চায় নি। বরং তারা নিশ্চিন্ত মনে এ কাজ চালিয়ে গেছে। তালিকার পরের নামটি আগে থেকেই সবার জানা ছিল।

② লিবিয়া নিয়ে হয়তো চুপ করে থাকা যেত। কিন্তু এখন, তালিকার পরের নামটি নিয়ে আমাদের জেগে উঠতে হবে। না, আমরা তাকে বাঁচাতে চাই বলে নয়, বরং আমাদের নিজেদেরকেই বাঁচাতে হবে। কারণ এই নামটি তালিকায় কেউ চায় না। এটি শুধুই আক্রান্ত হওয়ার জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে।

③ গাদ্দাফি ও লিবিয়ার মানুষের ওপর যে অন্যায় করা হয়েছে, তার পরিমাণ বিশাল: তাদের দেশ পুরোপুরি বিধ্বস্ত, এখন তাদের সবকিছুর জন্য দাম দিতে হচ্ছে, আর তাদের কাছে টাকাও নেই, কারণ চুক্তির শর্তানুযায়ী দেশটিকে নিজের তেল প্রায় বিনামূল্যে দিতে হচ্ছে। তাদের এখন কিছুই অবশিষ্ট নেই, অথচ তেল ইউরোপ ও আমেরিকায় যাওয়া অব্যাহত আছে। এই অন্যায় সবার মনে এক ধরনের সতর্কবার্তা জাগিয়ে দিয়েছে। তারা শুধু অপেক্ষা করছে তালিকার পরের ব্যক্তিকে আক্রমণ করার, যাতে সবাই একসাথে পাল্টা জবাব দিতে পারে।

④ কারণ তারা যদি তা না করে, তবে তারা জানে: একের পর এক সবার একই পরিণতি হবে। ভয়ে চুপচাপ থাকা, নিজেকে লুকিয়ে রাখা আর আশা করা—এর চেয়ে বরং সবাই মিলে একসাথে সাড়া দেওয়াই ভালো। এখন প্রতিশোধের আগুন অনেক গভীর। চারশো বছর ধরে আমরা “টাকা-সোনা-যুদ্ধ”-এর এক চক্রে বাস করছি। আর

টেলিভিশন ইচ্ছে করেই আমাদের ভুল তথ্য দিচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে পৃথিবীতে শান্তি খুঁজে পাওয়া কীভাবে সম্ভব?

⑤ লিবিয়ার মতো ঘটনার পরও আমরা যদি টেলিভিশনে খবর দেখি, আর তারা আমাদের এখনও বোঝায় না যে আসল সমস্যা হলো সোনার সঙ্গে না যুক্ত সেই টাকা—যা সবাইকে মেনে নিতে হচ্ছে, যদিও কেউই তা মেনে নিতে রাজি নয়—আমরা যদি তখনও খবর দেখি, যদিও একজন সাবেক প্রেসিডেন্টকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে, কারণ জাতিসংঘ ও ন্যাটোর লিবিয়া অভিযান ছিল চরম অপরাধমূলক এবং বেসামরিক মানুষের প্রতি ঘোর অন্যায়—তাহলে আমার মনে হয়, আমরা তাদের চেয়ে এক বিন্দুও ভালো নই, যারা তখন বিশ্বাস করত কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে ষাট লক্ষ ইহুদির মৃত্যু ন্যায়সংগত ছিল। কিন্তু কেন?

⑥ শুধু তাদের সম্পদ—সোনা, বাড়ি, কোম্পানি, ছবি, টাকা, হীরা—দখল করার জন্য। আজ আমরা তেলের বিনিময়ে সবাই চোখ বন্ধ করে রেখেছি, আমাদের নেতাদের ইচ্ছেমতো কাজ করতে দিচ্ছি, আর একটু একটু করে সাহায্যও করছি—এই বিষয়ে কখনো মুখ খুলে না। আর যখন আমাদের জিজ্ঞেস করা হয়, আমরা শতবর্ষ আগের মতোই উত্তর দিই: “আমি কিছু জানতাম না।”

⑦ আমার মনে হয়, এটি আমাদের অযোগ্য। এমন কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার সময় এখনই। তখন অনেকেই ইহুদি হত্যা থেকে লাভবান হয়েছিল; আজ আমরা অন্যকে হত্যা করে তাদের সম্পদের ওপর ভাগ বসাচ্ছি।

⑧ সবারই এখন চোখ কান খোলা রাখার সময়। টেলিভিশনে এই ধরনের খবর দেখার সময় একটা প্যাটার্ন কাজ করে। প্রতিবার একই গল্প: "একনায়ক", "গণতন্ত্রের শত্রু", "সন্ত্রাসী", "মাদক কারবারি", "মানুষ পাচারকারী", "টাকা গোপনকারী"—একই ছকের পুনরাবৃত্তি। যখনই এই শব্দগুলো শুনব, তখনই বুঝে নিতে হবে—তাদেরকে দিয়ে কিছু প্রস্তুতি দেখানো হচ্ছে।

✕ | নিজের গতিতে পড়ো – কিন্তু পড়তে থাকো...

⑨ লিবিয়া তো অস্ত্র বানাতোই না। তাহলে তারা নাগাল কী দিয়ে রক্ষা করবে? আর কার কাছে অভিযোগ করবে? জাতিসংঘে? নাটোতে? নাকি টেলিভিশনের সামনে?

⑩ আজ লিবিয়া শুধুই তার অতীত স্মৃতি। আর আমেরিকা-ইউরোপ এখনও তাদের তেল নিয়ে যাচ্ছে মাত্র এক ডলার বা এক ইউরোর বিনিময়ে—যার আসলে কোন মূল্যই নেই। আর এরই মধ্যে তারা পরের দেশটির জন্য আরও অস্ত্র জমিয়ে রাখছে।

⑪ এসব তথ্য আমাদের হাতে এলো কীভাবে? ফ্রান্সের সাবেক প্রেসিডেন্টের একটি মামলা থেকে। তাতেই জানা গেল, যাদের 'বিদ্রোহী' বলে চালানো হচ্ছিল, তারা ইউক্রেনে বছরজুড়ে নতুন অস্ত্রের ট্রেনিং নিচ্ছিল। আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতেই সত্যি বেরিয়ে এল। কিন্তু ততক্ষণে গাদ্দাফি প্রাণ হারিয়েছেন, তাদের লক্ষ্য সফল।

⑫ আমি এজন্যেই বলছি, সবাই যেন বুঝতে পারে: আমরা নিজেরা না গেলে শীঘ্রই এই পৃথিবী জনশূন্য হয়ে যাবে। চোখ এড়িয়ে গেলে লাভ নেই। যে অস্ত্র বানাচ্ছে, সে ব্যবহার করবেই—এটা ভাবা বোকামি। তাই সাদা পতাকা উড়িয়ে দাও, দেখিয়ে দাও তুমি সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষের উপর গুলি চলে না।

⑬ কেউ কেউ ভাবে আমাদের নেতারা ভালো। এ ভুল ভাঙতে হবে। তারা টাকা বদলাচ্ছে, কিন্তু মুখ খুলছে না। তারা যে সব সোনা কেড়ে নেবে, সেটাও বলছে না।

⑭ এখন তারা নিজেরাই ফাঁদে পড়েছে। রাশিয়া আর চীন—যারা কাগজের টাকা ছাপানোর সুযোগ পায়নি—তারা বলে দিয়েছে: "আমরা শুধু সোনার টাকাই নেব।" আমেরিকা-ইউরোপ কোণঠাসা। রাশিয়া-চীন দুজনই সামরিক শক্তিতে পূর্ণ সমান।

⑮ গাদ্দাফির মতোই, যিনি একদিন ফ্রান্সে সম্মান পেতেন, তাঁকেই একনায়ক বানানো হলো। আজ পুতিন সেই 'নতুন একনায়ক'। তখন বন্ধু, আজ শত্রু। শুধু এজন্য যে তিনি বলেন: টাকা সোনার সঙ্গে যুক্ত থাকলে সবাই ন্যায়ের মধ্যে থাকে, কেউ বেশি নেয় না—যা পৃথিবী ধ্বংসের কারণ। কারওই অন্যকে ঠকানোর অধিকার নেই। রোমান সাম্রাজ্যের দিন শেষ।

⑯ দ্বিতীয় ধাপ ছিল নিষেধাজ্ঞা—সেটা পার। এখন তৃতীয় ধাপে তারা রাশিয়ায় হামলা চালিয়ে পুতিনকে গাদ্দাফির মতো হত্যার প্রস্তুতি নিচ্ছে। চীনকে এখনই আক্রমণ করা যাবে না, কারণ আমাদের সব জিনিস তো তাদের কাছ থেকেই আসে। চীন গেলে আমাদের হাঁটতেই হবে।

⑰ এমন পরিকল্পনা করতে জনগণের সমর্থন চাই। তাই তারা বলে: "ওই একনায়কই আমাদের মারতে চায়!" আর যখন লুকানো যায় না, তখন যুদ্ধের আগের শেষ ধাপে তারা বলে—"শান্তি আলোচনা"।

⑱ আলোচনার সময় কেউ অস্ত্র কমায় না, উল্টো বাড়ায়। যখন এই দৃশ্য দেখব, বুঝব—প্রস্তুতি প্রায় শেষ, এখনই কিছু ঘটবে। আমরা যা চোখে দেখি, শুধু তাই নিয়েই কথা বলি।

⑲ আসল কথা হলো: প্রেসিডেন্ট নিক্সন, যিনি পদ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন—নইলে জেলে যেতেন—তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েই রেখে গেছেন যে এটা একদিন যুদ্ধ ডেকে আনবে। তিনি জানতেন সবার কাছে পরমাণু বোমা আছে, জীবাণু অস্ত্র আছে, রাসায়নিক অস্ত্র আছে। তবুও নিলেন এই পাপের সিদ্ধান্ত। কেন?

⑳ তাঁর পরের সব নেতা ক্ষমা চাননি, ব্যবস্থাও বন্ধ করেননি। কারণ আমেরিকা ও তার মিত্ররাই লাভবান হচ্ছিল। বাকিরা গরিব থাকল, নিজের সম্পদও উপভোগ করতে পারল না। ইউরোপও থামাতে পারত, কিন্তু করেনি। আজ যখন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে, তখন যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে সব মানুষকে মরতে বাধ্য করতে চায়। এটা কি ন্যায়?

㉑ এটা ভয়ানক। আর এরাই আমাদের নেতা। এরাই ভাবে: দাম নিয়ন্ত্রণের বদলে মানুষ কমিয়ে ফেল। গরিব দেশের মানুষ মরবে, ধনীরা বাঁচবে।

㉒ তাই বলি: সাদা পতাকা তোল। দেখিয়ে দাও তুমি সাধারণ মানুষ। যখন কিছু ঘটবে, তাদের কোন অজুহাত থাকবে না।

㉓ রাশিয়া হোক বা চীন—মূল কথা: যদি একটি আমেরিকান বা ইউরোপীয় বোমা তাদের একজন মানুষকেও মারে, কারণ তারা ন্যায় চায়, তাহলে ১২ মিনিটের মধ্যে ইউরোপ মুছে দেওয়া হবে। কারণ তারা বলে: যদি সাধারণ মানুষ তাদের নেতাদের অন্যায় বুঝতে না চায়, তাহলে তাদেরও একই আচরণ করা উচিত—যাতে অন্য মায়ের ব্যথাও তারা বুঝতে পারে।

㉔ কোন মানুষই মরবে না শুধু এজন্য যে ইউরোপ-আমেরিকা তাদের ভোগবিলাস চালিয়ে যেতে চায়—এমন এক সময়ে যখন মরুভূমিতেও বৃষ্টি নামছে। জেগে না উঠে, না বুঝে, তারা পৃথিবীর শেষ রসটুকুও নিংড়ে নিতে চায়।

㉕ মানুষ সত্য জানে, কিন্তু চুপ। প্রতিটি ইউরোপীয়-আমেরিকান জানে আমি কী বলছি। তারাও এই কোম্পানিতে কাজ করে, অস্ত্র বানায়—যা অন্যদের মারবে, তাকে নয়। এটাই তাদের শিক্ষার পরিচয়। সবার কাছেই এই সত্য পৌঁছেছে। রঙিন কাগজের জন্য পৃথিবী লুটপাট করেছি, থামব যখন শেষ তেলবিন্দু ও শেষ গাছটিও থাকবে না। এটাই কি চেয়েছিলাম?

㉖ তাই আবারও বলি: টাকা বদলানো হচ্ছে, পছন্দে নয়, বাধ্য হয়ে। যে প্রস্তুত না, যে পর্দার আড়ালের খবর না জানে, যে আইনের ভাষা না বোঝে—সে সব হারাবে। একেবারে সব। এটা প্রথমবার নয়, পঞ্চমবার ঘটবে।

㉗ আমি এটাকে রাস্তার গর্তের সঙ্গে তুলনা করি। সতর্ক করা সত্ত্বেও তুমি সেদিকেই গাড়ি চালাও। আবার বলা হলো—ইতিমধ্যে চারজন পড়ে পঙ্গু। তুমি কী করবে? কী করা উচিত?

㉘ টাকার ভবিষ্যত কী, তা আইনেই লেখা—কম্পিউটারের টাকা চালু করতে যেসব আইন করা হয়েছে। যে পড়ে না, তার অভিযোগের অধিকার নেই। যে দেখতে চায়, সে দেখুক। কিন্তু যে জ্ঞান চায়, সে আমাদের স্কুলে আসুক।

㉙ রাশিয়া ও চীনের মানুষের কাছে আমার কথা: তোমরা আমেরিকাকে চেন। তোমরা ইউরোপকে চেন। বেশি বিশ্বাস করো না। দাস ব্যবসার সময় ৪৫ কোটি মানুষ মারা গেছে। এটা অনেক দিন আগের কথা নয়। আর এটাই আমাদের পৃথিবীর ইতিহাস। আমরা কখনো এটা মানতে চাই না, কিন্তু এটাই দেখায় আমরা কেমন মানুষ।

㉚ ভাবো – দশ বছর নয়, বিশ বছর নয়, তিনশোরও বেশি বছর ধরে মানুষকে মিথ্যা কথা দিয়ে দাস বানানো হয়েছিল। আর তার সাথে শিশুদের শেখানো হয় যে প্রথম মানুষ এক লাখ বছর আগে আফ্রিকা থেকে বের হয়েছিল। আমরা সবাই সমান। তবুও ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ানক মিথ্যা তিনশো বছর ধরে চলল। তোমরা কি মনে কর টাকার এই মিথ্যা তার চেয়েও বড়?

㉛ আমি আমাদের নেতাদের চিনি। তুমি আমাদের নেতাদের চেন। আমরা আমাদের নেতাদের চিনি। তারা আলাদা। তারা যুদ্ধ চালাবে। আমরা তাদের কাছে একদমই গুরুত্বপূর্ণ নই। আমরা কোথায় থাকি সেটা কোনো ব্যাপার না। ভাবো, আজ পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে আমাদের কোনো দিন নেই যেদিন আমরা দাস ব্যবসায় মারা যাওয়া ৪৫ কোটি মানুষকে স্মরণ করি। এটা আমাদের সম্পর্কে সব বলে দেয়। আমাদের নেতাদের আসল চরিত্র। আর আমরা ভদ্র নাগরিকের মতো তাদের অনুসরণ করি।

㉜ চীন, রাশিয়া, ইরান, ইসরায়েল এবং পৃথিবীর যেখানেই যুদ্ধ হচ্ছে, সেখানকার সাধারণ মানুষদের বলছি: একটি সাদা পতাকা উঠাও। এখন। আজই। শান্তি আলোচনা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। এর মানে হলো, আমরা যুদ্ধ শুরুর খুব কাছাকাছি। আমি আশা করি না যে আমেরিকা বা ইউরোপের মানুষ তোমাদের রক্ষা করতে তড়াতাড়ি সাদা পতাকা উঠাবে।

㉝ আমি সত্যিই জানি না। আমার মনে হয় ইউরোপ ও আমেরিকায় অনেকে শুরু করবে, কিন্তু যখন পুরো পৃথিবীর দিকে তাকাই, তারা সম্ভবত প্রথম দলে থাকবে না। টেলিভিশনে মানুষের কষ্ট দেখে এটা মনে করা যে এর সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই – সেটা এক জিনিস। আর এটা জানা যে তোমারও এতে যোগ আছে – সেটা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস।

㉞ ইউরোপের মানুষ তখন দাস ব্যবসা মেনে নিয়েছিল। পর্তুগিজ, স্প্যানিশ ও ইংরেজরা – আরও কয়েকটি দেশ। তাই আজও বর্ণবাদ চলছে। আমরা দলে জানি না তারা কীভাবে সাড়া দেবে। তাদের অনেকে একটু ভিন্নভাবে ভাবে। তারা যতটা করে, তার চেয়ে বেশি কথা বলে। আমার বিশ্বাস কর। শীঘ্রই তাদের নেতারা বলবে যে তোমাদের নেতারা একনায়ক, সাদ্দাম হুসেইনের মতো খারাপ লোক, আর তখনই তারা তোমাদের উপর গুলি চালাবে।

㉟ এটাকে সেখানে যেতে দিও না। একটি সাদা পতাকার বেশি সমাধান আমাদের কাছে নেই। পৃথিবী ছেড়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। নেতাদের থামানো এখন খুব দেরি হয়ে গেছে। কেবল সাদা পতাকা, যখন তারা এটা সব জায়গায় দেখবে, তখনই তাদের থামাবে।

㊱ তুমি কি তখন একটি সাদা পতাকা উঠাতে, যদি তোমাকে বলা হত যে এটা দাস ব্যবসা বন্ধ করে দেবে?

㊲ আমরা পৃথিবীতে বাস করি। এই পৃথিবী ইতিমধ্যে সবকিছু দেখেছে। আমেরিকার আদিবাসীদের কথা মনে কর। তাদের ৪৫ কোটিকে মেরে ফেলা হয়েছিল। তাদের কী দোষ ছিল? তারা এক টুকরো জমিতে বাস করত, যা অন্যরা অস্ত্র দিয়ে নিতে চেয়েছিল। আর এটা অনেক দিন আগের কথা নয়। দয়া করে কেউ বিশ্বাস করো না যে মৃতের সংখ্যা আমাদের নেতাদের ভয় দেখাবে। নাকি তুমি মনে কর তারা এবার ভিন্নভাবে ভাববে?

㊳ পৃথিবীর সব মানুষকে আমি বলছি: ইউরোপ ও আমেরিকা এই মুহূর্তে সেনাবাহিনীর জন্য অনেক নতুন সৈন্য নিচ্ছে। আর তারা যথেষ্ট পাচ্ছে যারা সেনাবাহিনীতে যোগ দিচ্ছে। বলা হয়, রাশিয়ার বিরুদ্ধে দেশকে রক্ষা করতে। সব জায়গায় তরুণ সৈন্যদের ছবি দেখা যাচ্ছে, যাতে অন্যরাও সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। ২০২৬ সালের শেষ নাগাদ, ইউরোপ ও আমেরিকায় বেকার মানুষের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে। এর মানে, সেনাবাহিনীর আরও বেশি নতুন সৈন্য থাকবে।

㊴ সবাই মিলে ভাবো: আমরা খুব শীঘ্রই ২০২৬ সালে পৌঁছাব। খ্রিস্টপূর্ব ১ সালে নই। আর আমরা সভ্য। অনেক বুদ্ধিমান প্রজাতি। আমাদের সবার কাছেই স্মার্টফোন আছে, তবুও আমরা সেনাবাহিনীতে যোগ দিই। তোমরা কী মনে কর, এরপর কী আসবে? ফুটবল? কে প্রথম লক্ষ্য হবে? এটা আমাদের নেতাদের সম্পর্কে কী বলে?

㊵ যদি আমাদের পৃথিবীতে আর কোনো অস্ত্র না থাকত, তোমরা কি মনে কর এমন কিছু ঘটত? তাই আমি বলি: সবারই একটি সাদা পতাকা উঠানো উচিত। সাধারণ মানুষের উপর কেউ গুলি চালায় না। এভাবে অস্ত্রকে অকেজো করে দেওয়া যায়। আর তখনই সেগুলো ভেঙে ফেলা যায়।

㊶ আমরা মারা গেলে প্রতিশোধ নেওয়া আমাদের কোনো কাজে আসবে না। আমাদের অনেক বড় পরিকল্পনা আছে, আর সেজন্য আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। আমরা সবাই সেই দিন দেখব যেদিন আমাদের কাছে আর কোনো অস্ত্র থাকবে না। আমরা সবাই সেই দিন দেখব যেদিন আমরা পৃথিবীর প্রতিটি কোণে গাছ রোপণ করেছি। আমরা সবাই সেই দিন দেখব যেদিন পৃথিবীতে আর কোনো সীমানা থাকবে না। আমরা সবাই সেই দিন দেখব যেদিন নদীতে আর প্লাস্টিক থাকবে না এবং রাস্তায় আর ময়লা থাকবে না। এটি একটি লক্ষ্য, যার জন্য বেঁচে থাকা মূল্যবান। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য নয়।

㊷ আবারও বলছি: আমাদের নেতারা যদি সত্যিই আমাদের জীবনের মূল্য দিতেন, তাহলে তারা সেই ভণ্ড প্রেসিডেন্টের ভুল অনেক আগেই ঠিক করে দিত। কিন্তু তারা তা করেনি। আমি আশা করি তুমি এখন বুঝতে পেরেছ।

㊸ একটি ভাবনা আমাকে ছাড়ছে না: আমরা টাকার জন্য পৃথিবীকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছি। আমরা টাকা ছাপিয়েছি আর তা দিয়ে বন কেটে ফেলেছি। তারপর আবার টাকা ছাপিয়েছি আর সমুদ্র থেকে তেল তুলেছি। আর এই পথ চলতে চলতে আমরা লক্ষ লক্ষ মাছ মেরেছি। কারণ সমুদ্রই তাদের ঘর, আর যখন পানি তেলে ভরে যায়, তখন তারা আর নিঃশ্বাস নিতে পারে না আর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়। ভালো করে দেখলে বুঝতে পারবে: এই টাকা সোনার সাথেও যুক্ত ছিল না। এটা ছিল শুধু রঙিন কাগজ।

㊹ আমরা পুরো সমুদ্র, পুরো পৃথিবী ধ্বংস করেছি – এমন এক টাকার জন্য যা আসল টাকাই নয়। আর এখন আমরা একটি আসল টাকা তৈরি করতে চাই আর ভাবি যে এতেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে?

㊺ তোমরা কি জানো, সেই ভণ্ড প্রেসিডেন্ট সোনার বাঁধন খুলে দেবার পর, সব অভিধানে টাকার অর্থ বদলে দেওয়া হয়েছিল? সব অভিধানকেই বদলাতে হয়েছিল। সেই প্রেসিডেন্ট ছিলেন এ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় প্রতারক প্রেসিডেন্ট। আর তাঁর পরের নেতারাও একই কাজ চালিয়ে গেছেন। এই ছলনাটাই শুধু প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষকে মেরে ফেলছে, বিশেষ করে গরিব দেশের শিশুরা। কিন্তু তারাই নয় একনায়ক। রাশিয়াই হলো একনায়ক!

㊻ আমাদের এই পৃথিবীর সব মানুষের জন্য, এই ছলনা, কি কোনো মূল্য দিয়েছে? তাহলে আসো আমরা এটাকে থামাই।

㊼ আর এর সমাধান হলো তুমি নিজে!

㊽ আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রে আসো আর শেখো যে এই জটিল পরিস্থিতিতে তুমি কী করতে পারো। আমরা কোনো ব্যাঙ্কের লোক নই। শুধু মনে রেখো: এটা তোমার খরচ হবে মাত্র ১ ইউরোর সাংকেতিক মূল্য।

✕ | টাকা এবং সোনার সাথে তার বাঁধন ⇨ মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় প্রতারণা | বর্ণবাদ ও দাসত্ব... সবচেয়ে বড় অপরাধ | অস্ত্র... সবচেয়ে বড় মিথ্যা | হাল ছেড়ে দেওয়া ও ভয়... সবচেয়ে বড় বোকামি | চোখ ঘুরিয়ে নেওয়া... সবচেয়ে বড় লজ্জা | যখন বাড়ি ভেঙে পড়ে, নিজের চেয়ে পরিবারের কথা ভাবাই ভালো। | সরলতা... প্রাণী ও মানুষের উভয়েরই শাস্তি পায় | আমাদের জন্য এই একটি পৃথিবীই আছে এবং টাকা এটিকে কিনতে পারে না... ⇨ তুমি সতর্ক হয়েছ!

✕ | পড়া ক্লান্তিকর হতে পারে। আমি জানি... ⇨ কিন্তু তুমি কি মনে কর, কেন আমাদের মধ্যে অল্প কয়েকজনই সবসময় সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর আধিপত্য করে? যে পড়ে, যে পড়ে না তার চেয়ে সে বেশি জানে। যুদ্ধে কেন সর্বদা

কৃষকের সন্তানরাই প্রথম মারা যায়? কারণ তারা পড়ে না এবং আইনের ফাঁকগুলোর ব্যাপারে জানে না—অন্যদিকে অন্যরা সেগুলো ভাল করেই জানে।

🌱 | আমরা এখন আনুষ্ঠানিকভাবে সেই শেষবিন্দুতে এসে পৌঁছেছি।

↯

❌ | যদি এখন তুমি ভয় পেয়ে থাকো, শুধু নিজেকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো: তোমার হৃদয় সত্যিই কার? তা কি আমাদের মধ্যে সেই স্বল্পসংখ্যক মানুষের, যারা শেষ গাছ কাটা এবং শেষ ফোঁটা তেল উত্তোলন করা পর্যন্ত এভাবেই চলতে চায়? যদি তাই হয়, তবে তোমার উত্তর পেয়ে গেছো।

❌ | বিশ্বের প্রথম একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্লেটো। তিনি যদি আজ বেঁচে থাকতেন, তবে নিশ্চয়ই তার গুহামুর্তির উপমার জন্য নোবেল পুরস্কার পেতেন। এতে বলা হয়েছে: যখন তুমি প্রথমবার কোনো বস্তু দেখো, তখন শুধু তার ছায়াটিই চিনতে পারো। যখন তুমি বস্তুটির পেছনে তাকাও, তখনই বুঝতে পারো যে এটি আসলে কী।

❌ | যদি এই বিষয়টি একটি বস্তু হতো, তবে আমি ইতিমধ্যে তার সামনের দিক, বাম ও ডান দিক বর্ণনা করেছি। এখন শুধু পেছনের দিক বাকি – তখন তোমার কাছে বস্তুটিকে স্পষ্ট দেখার, শুধু তার ছায়া নয়, সমস্ত তথ্য থাকবে।

↧

| ① আমাদের কাজ এখন শেষ। এখন বাকি থাকে পরবর্তী পদক্ষেপ। শুরু করবো কোথা থেকে? এটা মেনে নেওয়া এবং উপলব্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা নয়শ' কোটি মানুষ, এবং আমরা এমন এক যাত্রা শুরু করছি যা পৃথিবীকে আমূল বদলে দেবে। আমরা যদি সফল হই – আর আমরা হবই – তাহলে সেটা হবে (আমাদের, মানুষের) মুক্তি। চিরতরের জন্য।

| ⇨ এই পৃথিবীতে আর কখনো অস্ত্র থাকবে না। | ⇨ এই পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে একটি করে গাছ মাথা তুলবে। | ⇨ এই পৃথিবীতে আর কখনো আবর্জনা থাকবে না। প্লাস্টিকেরই হোক বা অন্য কোনো ধরনের। | ⇨ এই পৃথিবী তার সৃষ্টির প্রথম দিনের মতোই নির্মল হয়ে যাবে। আর এটাই আমাদের লক্ষ্য। | ⇨ আমি আপনাদের কাছে গ্যারান্টি দিচ্ছি: এটা সম্ভব। আমরা সবদিক হিসাব করেছি, আর হ্যাঁ, এটা একেবারেই সম্ভব।

| ② তোমরা সবাই একটা কথা মনে রেখো: | ⇨ আমরা যেন পিঁপড়ার দল। দুর্বল, সেটা ঠিক। কিন্তু একসাথে হলে আমরা যেকোনো হাতিকেও অপসারণ করতে পারি। আমাদের কেবল শুরু করতে হবে। | ⇨ পিঁপড়ারা একবার কাজ শুরু করলে, শেষ না করে তারা থামে না।

✕ | প্রথম ধাপ: একটি সাদা পতাকা টাঙাও। আমি এখন মরতে চাই না। আশা করি তুমিও না। আর তোমার যদি বোধশক্তি অক্ষত থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ কেন আমাদের এটা করতে হবে, তাই না? তাহলে এখনই করাই সবচেয়ে ভালো। খুব শিগগিরই কারণটা বুঝতে পারবে।

✕ | দ্বিতীয় ধাপ: একাডেমির সদস্য হও। পিঁপড়াদের দেখে বিশ্বাস হয় না যে তাদের কোন বাসা আছে। অথচ সবারই একটা করে বাসা আছে। সেখানেই তারা তথ্যের আদান-প্রদান করে এবং আবার বেরিয়ে পড়ে। তাই তারা পৃথিবীতে এতকাল ধরে টিকে আছে, যেকোনো দুর্যোগ এলেও। ডাইনোসরের যুগও পার করেছে তারা। | ⇨ আমাদেরও তথ্য বিনিময় করতে হবে, আর একাডেমিই হল আমাদের সেই বাসস্থান এবং একইসাথে আমাদের যাত্রার শুরু। | ⇨ যারা দশ বছরের জন্য অগ্রিম সদস্যতা ফি দিতে পারবে, তাদের স্বাগত। তবে এটা কোন বাধ্যবাধকতা নয়। টাকা যেভাবেই গাছপালা রোপণে ব্যবহার হবে। আজই যখন গাছ লাগানো যায়, তখন দশ বছর অপেক্ষা করার কী দরকার?

✕ | তৃতীয় ধাপ: বইটি কিনুন। যাতে পাঁচ বছর পর আমি নিজেও আমার মায়ের জন্য একটা উপহার কিনতে পারি। ২০২৪ সালে, আমার এই উদ্যোগ বন্ধ করতে কেউ আমাকে এক বিলিয়ন ডলার দিতে চেয়েছিল। আমি মানা করেছিলাম। | ⇨ তারপর আমাকে এত বেশি পরিমাণ অর্থের প্রস্তাব দেওয়া হল যে, সেই থেকে আমার নিজের বেসমেন্ট থেকে বেরুতে ভয় হয়। এই পৃথিবীতে যাকে কিনা যায় না, তাকে দ্রুত সরিয়ে দেওয়া হয়। এখনকার মতো সুযোগ আসে সত্তর (৭০) মিলিয়ন বছরে মাত্র একবার। | ⇨ আমি বিশ্বাস করি, আমি যদি সত্যিকার ভালো কাজ করে থাকি, মানুষ বইও কিনবে। যে কিনবে না, তার মানে সে আমার কাজে সন্তুষ্ট নয় – যদিও আমি আমার সমস্ত সম্পদ ব্যবহার করেছি অসাধারণ কিছু মানুষ নিয়ে একটি দল গড়ে তুলতে। | ⇨ সেক্ষেত্রে, আমি সেই ব্যক্তির জন্য এটাই কামনা করব যে, সমস্ত বিশ্ব ঠিক যেভাবে সে আমাকে বিচার করে, সেভাবে তাকে বিচার করুক, অথবা যেভাবে সে আমাকে ভালোবাসে, সেভাবেই তাকে ভালোবাসুক।

✕ | চতুর্থ ধাপ: একটি দান করুন। থামুন | ⇨ এখানে পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমি এটার নাম দিয়েছি "শুভ্র দান"। আমরা এ বিষয়ে কিছু লিখেছি; এখনই পড়ে বুঝতে পারবেন। একটা সাধারণ পয়সাও যথেষ্ট। কিন্তু, সবারই দান করা উচিত। অনুগ্রহ করে ট্রান্সফারের রেফারেন্স হিসেবে একটি ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা উল্লেখ করতে ভুলবেন না। সবকিছু ঠিক সময়েই ব্যাখ্যা করা হবে। কারণ, এই ছোট্ট ইশারার গুরুত্ব রয়েছে সমগ্র মহাবিশ্ব এবং এই পৃথিবীর জন্যই।

✕ | পঞ্চম ধাপ: যার কাছে অর্থ, সম্পদ, সোনা বা অন্য কোনো ধরনের বিনিয়োগ আছে, তার উচিত একাডেমির কোন একটি কোর্সে অংশ নেওয়া। | ⇨ এটাও সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। শুধুমাত্র প্রথম কোর্সটি বাধ্যতামূলক, বাকি সবগুলো ইচ্ছাধীন। তবুও, আমরা সবাইকে বড় প্যাকেজটি নেওয়ার পরামর্শ দিই, যেখানে সব কোর্স অন্তর্ভুক্ত আছে, সঙ্গে আছে তিন মাসের গাইডেন্স।

| ⇨ যতক্ষণ না সবকিছু পুরোপুরি গড়ে উঠেছে, ততক্ষণ নিবন্ধনকারীদের জন্য গাইডেন্সের সময়সীমা সম্ভবত বারো মাসে বাড়ানো হবে। কিন্তু, যখন প্ল্যাটফর্মটি বিশ্বজুড়ে প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন গাইডেন্স তিন মাসে কমিয়ে আনা হবে। আমরা আগেই যাচাই করেছি, এটাই যুক্তিসঙ্গত। | ⇨ নয়শ' কোটি মানুষের সবার কীভাবে গাইডেন্স দেওয়া সম্ভব?

| ⇨ কিন্তু এখানে "এক হাত অপর হাতকে ধোয়" নীতিটি কাজে লাগানো হয়েছে। প্রথম যারা আসবেন তারা প্ল্যাটফর্ম তৈরিতে ও পরীক্ষায় আমাদের সাহায্য করবেন, আর সেই প্রক্রিয়াতেই তারা শিখবেন। আর তার প্রতিদান হিসেবে আমরা তাদের বারো মাস গাইড করব। ধারণাটি আমাদের ন্যায্য মনে হয়েছে।

| ⇨ আমি সবগুলো কোর্সসহ এই অফারটি সবার জন্য সুপারিশ করি। তবে, এটা কেবলমাত্র উদ্যোক্তাদের জন্যই বাধ্যতামূলক হবে। হ্যাঁ, আমাদের চাকরি বাঁচাতে হবে, এবং আমরা এখানে কোনো অর্থনৈতিক মন্দার মুখোমুখি নই, বরং তার গভীরে থাকা মূল কারণগুলোর সম্মুখীন। | ⇨ আমি একজন লেখক হিসেবে বলছি: শিগগিরই

টাকার আর কোনো মূল্য থাকবে না। যারা এই কোর্স প্যাকেজটির খরচ বহন করতে পারে, তাদের নেওয়া উচিত। আর তাতে আরও বেশি গাছ রোপিত হবে।

✖ | ষষ্ঠ ধাপ: কী হবে যদি সবাই এই বার্তাটি পায়? সেটা যখন ঘটবে, তখনই আমরা দেখব। প্রত্যেকেরই উচিত এই বার্তাটি তার পরিচিত প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। যে কোনো উপায়ে, যেভাবে সে সবার কাছে পৌঁছাতে পারে। এবং যত দ্রুত ইচ্ছা। সবার কাছে শত শত ইমেল ঠিকানা থাকে। তাদের বেশিরভাগকেই আমরা চিনি না। একদম ঠিক।

| ⇨ সহজভাবে সবাইকে পাঠিয়ে দিন... আমরা প্রতিদিনই বিজ্ঞাপনের ইমেল পাই। এবার তারা আমাদের বার্তা পাক। আর যারা ইতিমধ্যেই ইমেল মার্কেটিং করে, আমি তাদের অনুরোধ করব এই বার্তার জন্য মাত্র একদিন সময় দিতে। পৃথিবী আমাদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। তোমাদের সাদা পতাকার ছবি তোলো এবং সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে শেয়ার করো।

| ⇨ একটি কথা: অনেক প্ল্যাটফর্ম এই বার্তাটি ব্লক করবে। এবং ... আমি নাম নিতে চাই না, ওই বড় কর্পোরেশনগুলোর ওপর ভরসা করো না যে তারা বার্তা ছড়িয়ে দেবে। তারা তা করবে না। তারা কার মালিকানায়? ইন্টারনেটে খোঁজ নিলেই পাবে, সবকিছুই প্রকাশ্য। ওদের মালিকরা আমাদের পছন্দ করে না, কারণ তারা আমাদের থামাতে বহু চেষ্টা করেছে।

✖ | সপ্তম ধাপ: আমরা যেসব বিষয়ে আলোচনা করলাম, সবকিছু করার পরে, এবার তাকাও যেখানে আমাদের নেতারা বাস করেন। তোমার কী মনে হয় তারা সাদা পতাকা উঠাবে? কেউ বলে হ্যাঁ; কেউ বলে কখনোই না। তারা কীভাবে সাড়া দেয় সেটা দেখা মজারই হবে। তাদের মধ্যে কে প্রথম সংকেত দেবে যে সে তার অস্ত্র তৎক্ষণাৎ খুলে ফেলতে প্রস্তুত? চিরচেনা সেই সন্দেহভাজনদের ঠিকানাগুলো হল:

| ⇨ হোয়াইট হাউস (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), ঝংনানহাই (চীন), ক্রেমলিন (রাশিয়া), ৭ নং লোক কল্যাণ মার্গ / রাষ্ট্রপতি ভবন (ভারত), ফেডারেল চ্যান্সেলারি / বেলভিউ প্রাসাদ (জার্মানি), কান্তেই (জাপান), ডাউনিং স্ট্রিট নং ১০ / বাকিংহাম প্রাসাদ (গ্রেট ব্রিটেন), এলিসি প্রাসাদ (ফ্রান্স), রিয়াদের রাজকীয় প্রাসাদ (সৌদি আরব), ইউনিয়ন বিল্ডিংস (দক্ষিণ আফ্রিকা), প্লানাল্টো প্রাসাদ / আলভোরাডা প্রাসাদ (ব্রাজিল), আঙ্কারার রাষ্ট্রপতি প্রাসাদ কমপ্লেক্স (তুরস্ক), অ্যাপোস্টোলিক প্রাসাদ (ভ্যাটিকান), প্যালে দে ল'উনিতে (ক্যামেরুন)।

| ⇨ আমি এটাও উল্লেখ করতে চাই যে রাশিয়া ইতিমধ্যেই দুইবার অস্ত্র খুলে ফেলার প্রস্তাব দিয়েছে। প্রথম যুদ্ধের আগে এবং দ্বিতীয় যুদ্ধের আগে। চীন যে ইতিমধ্যেই কয়েক বিলিয়ন গাছ লাগাচ্ছে সেটাও বলতে হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে কিছু মানুষ কিছু করছেই। টেলিভিশনে কখনোই এটা বলা হবে না, তবুও তারা করছে।

| ③ সবকিছু হয়ে গেলে, আমি চাই আমরা সবার সেরা, সবচেয়ে সুন্দর বড়দিন এবং সবার সেরা নববর্ষের প্রাক্কাল উদযাপন করি। যদি সবাই এই বার্তাটি একে অপরের কাছে পৌঁছে দেয় এবং প্রত্যেকে শুধু তার বাড়ির সামনে কোনো সাদা জিনিস ঝুলিয়ে দেয়, আমি তোমাদের গ্যারান্টি দিচ্ছি: ৩ দিনের মধ্যে সমগ্র পৃথিবী সাদায় ছেয়ে যাবে। আমরা সবচেয়ে সুন্দর বড়দিন পালন করব। আমি বাঁচতে চাই, নির্মল বাতাসে শ্বাস নিতে চাই, উৎসব করতে চাই এবং আমার সময় যখন আসবে শুধু তখনই মরতে চাই। আমরা অস্ত্র কেন সহ্য করব?

| ④ চলো সবচেয়ে বড়, সবসময়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় বড়দিনের পার্টি এবং নববর্ষের পার্টি করি। এটা সেই মুহূর্ত যখন আমার মা লাফিয়ে উঠে বলে "הוֹשִׁיעָה נָּא Hôšîʿâ-nāʾ" যার মানে ⇨ "হোশানা"। আমাদের মায়েরা :-) আর যদি সত্যিই এমনটা হয়ে যায়???

| * আমি সব হাসপাতালকে প্রস্তুত থাকতে বলছি। অনেকেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হবে। অসম্ভব যখন সম্ভব হয়, প্রায়ই এমনই হয়।

| ⑤ জি এ বি আর আই ই এল

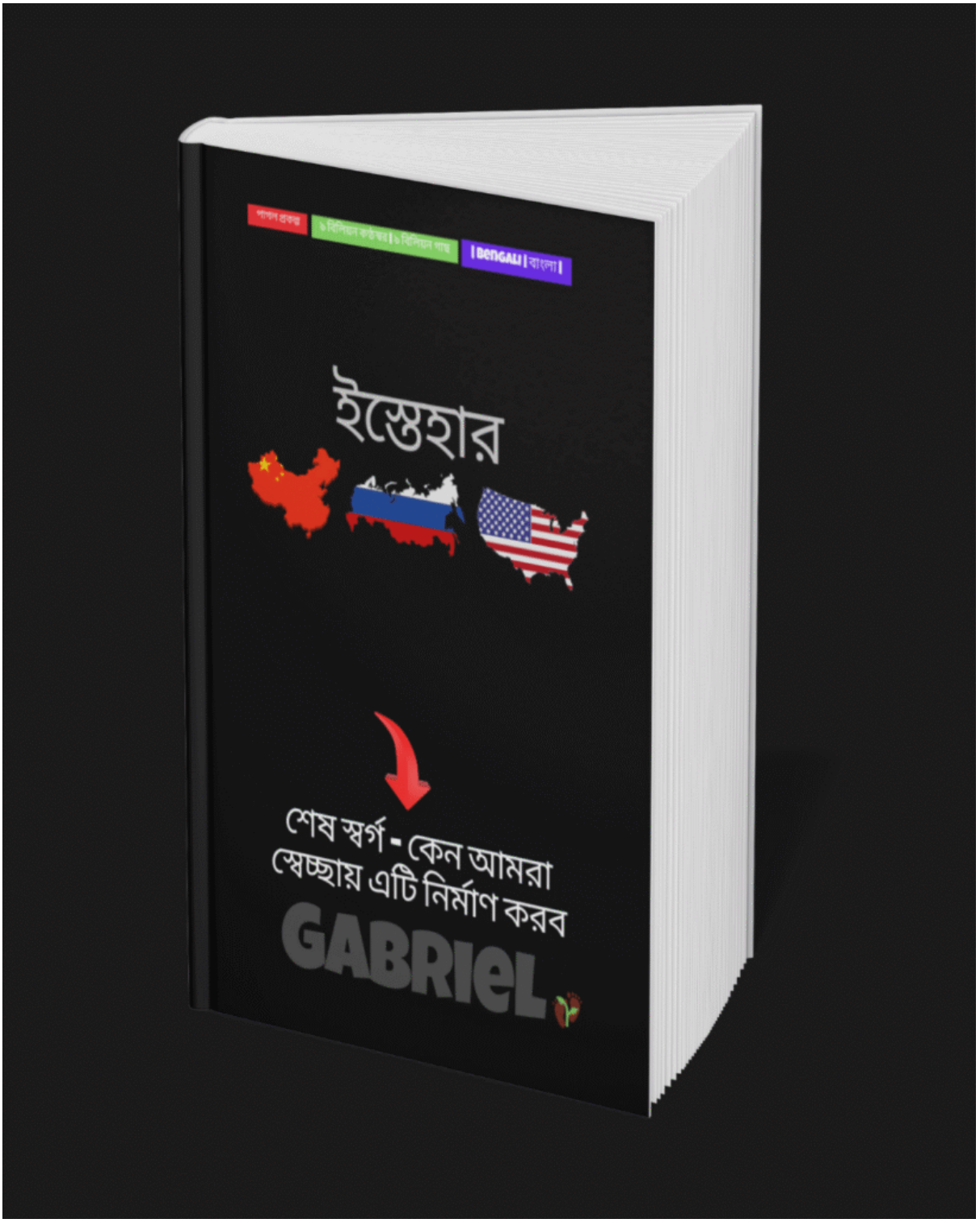

✕ | আমরা বইটি পড়ার পরামর্শ দিই। | কারণ আমরা এটি লিখেছি বলে নয়, না, না। |⇨ শুধু এজন্য যে এখন শিয়ালের মতো চালাক আর খরগোশের মতো বিনয়ী হওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। | তুমি তো বুঝতেই পারছ।

✕ | পড়া একটি প্রয়োজনীয় অশুভ, আমি জানি... ভাবো তো: খুব বেশি দিন আগের কথা নয়, তখন মেয়েদের পড়া শেখা নিষেধ ছিল – অথচ ছেলেদের তা করতে দেওয়া হত। ⇨ কিন্তু কেন...? আজকাল, সবারই এটি করার অনুমতি আছে। আমি এটা কেন বলছি? ⇨ যারা বুদ্ধিমান, তারা বুঝতে পারে যে এখন পড়ার সময় হয়েছে... নাকি আরও সময় অপচয় করা উচিত, দিনের পর দিন, এই নীরব আশায় যে এক বছর পরেও সবকিছু আজকের মতোই থাকবে।

🌱 | যেখানেই হোক শুরু করুন। [মাদার তেরেসা]

↯

❌ | একাডেমিতে নিবন্ধন একটি প্রতীকী কাজের চেয়ে বেশি। এটি প্রথম পদক্ষেপ।

❌ | একাডেমিতে নিবন্ধনের খরচ ১ ইউরো এবং এটি সবার জন্য, এমনকি আমাদের জন্যও বাধ্যতামূলক। ➪ GABRIELS

❌ | দীর্ঘতম যাত্রা একটি পা ফেলার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল। ➪ কনফুসিয়াস

↧

| ① জো গিরার্ড – 'যিনি সব কিছু বিক্রি করতে পারতেন' বলে পরিচিত। ১৯২৮ সালে এক দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম। মাত্র নয় বছর বয়সেই কাজ শুরু করেন তিনি, আর পঁয়ত্রিশে এসে একেবারে দেউলিয়া হয়ে যান। কিছুই অবশিষ্ট থাকল না। তারপর, গাড়ি বিক্রেতার একটি সুযোগ তাঁকে ইতিহাসের একমাত্র ব্যক্তিতে পরিণত করল যিনি তেরো হাজারেরও বেশি গাড়ি বিক্রি করেছেন। এখনও পর্যন্ত বিশ্বরেকর্ডের পাতায় তিনিই সেরা বিক্রেতা হিসেবে স্বীকৃত।

|② যাঁর নিজের কিছুই ছিল না, এমন এক সাধারণ মানুষ হঠাৎ করে এত সফল হলেন কীভাবে? উত্তরটা সহজ ছিল: অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধা। ব্যাখ্যা করছি। প্রায়শই বলা হয়, মানুষ সবাই সমান। কিন্তু গভীরভাবে দেখলে জো বুঝতে পারলেন, আমরা আসলে ভিন্ন। আমাদের প্রত্যেকের ভেতরেই এমন কিছু আছে যা আমাদের এই পৃথিবীতে অনন্য করে তোলে – প্রতিটি মানুষই। যখনই কোনও গ্রাহক তাঁর সামনে আসতেন, তিনি তাঁকে এমনভাবে গ্রহণ করতেন যেন তিনিই এই গ্রহের একমাত্র মানুষ। এটাই ছিল তাঁর সাফল্যের রহস্য।

|③ আমরা জো গিরার্ড নই, গাড়িও বিক্রি করি না। আমাদের কাছে যা আছে, তা হল জ্ঞান, আর এই উপলব্ধি যে প্রতিটি মানুষ অনন্য। আর যদি আমরা সবাই মিলে আমাদের এই অনন্যতা একত্রিত করতে পারি, তাহলে অসাধারণ কিছু করতে পারব। তখন পিরামিড তৈরির কাজটাও আমাদের কাছে শিশুদের খেলায় পরিণত হবে। আর সেই স্থানটিই হল একাডেমি।

|④ অনুগ্রহ করে এক মুহূর্ত ভাবুন। কল্পনা করুন, পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ একাডেমির অংশ হয়ে গেছে। একাডেমির মাধ্যমে আমরা যা জানি সব কিছু ভাগ করে নিচ্ছি। এখন বলুন তো, কার অবস্থা ভাল? যিনি একাডেমির বাইরে, না যিনি একাডেমির সদস্য?

|৫ আমি চাই, পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ, যেখানেই থাকুক না কেন, যেন একাডেমির সঙ্গে যুক্ত হয়। কারণটা খুবই সহজ: জ্ঞানই একমাত্র এমন বস্তু যা অন্য সব কিছুর রূপ নিতে পারে। আপনি টাকাকে জ্ঞানে রূপান্তর করতে পারবেন না, কিন্তু জ্ঞানকে বিপুল অর্থে রূপান্তর করতে পারবেন। অন্য ভাবে বলি।

|৬ গাড়ি মেরামত করতে জানলে আপনি নিজের গাড়ি ঠিক করতে পারবেন। বিমান চালনা শিখলে আপনি পাইলট হতে পারবেন। জ্ঞান হল পৃথিবীর সমস্ত কিছুর ভিত্তিপ্রস্তর। স্বাস্থ্যের পরেই জ্ঞান হল সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। আরেকটি উদাহরণ দিই।

|৭ আপনার পকেটে বা মানিব্যাগে যে টাকা থাকে, তা কোথা থেকে আসে? আপনার গাড়ি, আপনার বাড়ি বানানোর টাকার উৎস কোথায়? এই টাকা আসলে তৈরি হয় কীভাবে? আপনি কি একটি শিশুকে বুঝিয়ে বলতে পারবেন, টাকা তৈরি হয়ে কীভাবে আপনার কাছে পৌঁছায়? আপনার টাকার পরিমাণ একজন রাজনীতিবিদের টাকার চেয়ে আলাদা কেন? সব কিছুর দাম সবসময় একই থাকে না কেন? দাম কেন সবসময় বাড়তেই থাকে, কমে না, যাতে একদিন সবকিছু বিনামূল্যে হয়ে যায়?

|৯ টাকা আসে বিশ্বের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো থেকে। আর তাদের ওপরে রয়েছে বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। আপনি কি জানেন, এই দুটি সংস্থা বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রপ্রধানদের থেকেও ক্ষমতাধর? সব রাষ্ট্রপ্রধান **একসাথে মিলেও** তাঁদের চেয়ে বেশি নয়। জানতেন?

|১০ অনুগ্রহ করে এই বাক্যটি মনে রাখুন: **"টাকা সব কিছুর সাথেই জড়িত। বাস্তবে, এই পৃথিবীতে উৎপাদিত, ভোগ করা বা সম্পাদিত সমস্ত কিছুর সাথেই টাকা জড়িত।"**

|১১ কাল আপনি যা খেয়েছেন, সবই টাকা দিয়ে কেনা, তাই না? এখন আপনি যেসব কাপড় পরেছেন, সেগুলোও টাকা দিয়েই কেনা। শুধু আপনার নয়, আমাদের সবার ক্ষেত্রেই এটা সত্যি।

|১২ এবার ভাবুন, এই টাকা তৈরির প্রক্রিয়ায় একটা ভুল ছিল, আর সেই ভুল ঠিক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ১৯৯৩ সালে। ত্রিশ বছরের প্রস্তুতির পর, এখন অবশেষে কাজটা শেষের পথে।

|১৩ কেন্দ্রীয় ব্যাংকই টাকা তৈরি করে। আমরা শুধু এর ব্যবহারকারী। টাকা সম্পর্কে যা জানা প্রয়োজন, তার হয়তো এক শতাংশও আমরা জানি না; বাকিটা তারা জানে। আর তারা, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো, আমাদের চেয়ে ভিন্নভাবে চিন্তা করে। উদাহরণস্বরূপ:

|১৪ ধরুন, আপনার একটা পুরোনো গাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে, আপনি একটা নতুন গাড়ি কিনলেন। পুরোনো গাড়িটা কী করবেন? কি সেটাকে সারাই করে চালিয়ে যাবেন, আর নতুন গাড়িটাকে বছরের পর বছর গ্যারেজে ফেলে রাখবেন? তাহলে নতুনটা কিনলেনই বা কেন? সে জন্যই এখন বিশ্বের সব কেন্দ্রীয় ব্যাংক পুরোনো টাকার দিকে ফিরেও তাকাবে না। সেটা যেখানে আছে, সেখানেই পড়ে থাকবে – আপনার মানিব্যাগে কিংবা অ্যাকাউন্টে। সব নতুন লেনদেন হবে নতুন টাকায়। আশা করি, উদাহরণটা পরিষ্কার হয়েছে।

|১৫ কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোতে হাজার হাজার লোক কাজ করে। তাদের কাজ হলো টাকা তৈরি করা। সারাদিন এই কাজই করে। ডাক্তার চিকিৎসা করে, পাইলট উড়োজাহাজ চালায়, আর কেন্দ্রীয় ব্যাংকে টাকা তৈরি করা হয়। আপনার টাকা অনেক হোক বা কম, সবেতেই তাদের হাত আছে।

|১৬ আমরা টাকার ব্যবহারকারী। কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর কাছে আমরা ভোক্তা। আমরা তাদের পণ্য ভোগ করি। আপনি যদি কোকাকোলা পান করেন, তাহলে আপনি একজন ভোক্তা, উৎপাদক নন। কোকাকোলার ফর্মুলা আজও গোপন। আপনি যত খুশি পান করতে পারেন, কিন্তু কি জানেন এর উপাদানগুলো কী? কি সেটা হুবহু বানাতে পারবেন? কি পুরো প্রক্রিয়াটা জানেন? টাকার ব্যাপারটাও ঠিক একই রকম। আমরা ভোক্তা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো উৎপাদক। আশা করি, এই উদাহরণটি স্পষ্ট হয়েছে।

|১৭ পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান মস্তিষ্কগুলো কাজ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোতে। তারা খুবই চালাক। তারা টাকার বিনিময়প্রথা চুপিসারে বদলে দিচ্ছে – সবাই জানে, কিন্তু ব্যাপারটা স্বাভাবিক মনে হয়। চুপিসারে কেন?

|১৮ এমন পরিবর্তন সাধারণত ত্রিশ বছর সময় নেয়। আগেভাগেই নতুন টাকা আসার কথা ঘোষণা করলে মানুষ অস্বস্তিকর প্রশ্ন তুলবে, আর তারা সেটা চায় না। তাছাড়া, অতীতের অভিজ্ঞতা বলে, এমন সময়ে মানুষের কাছ থেকে সোনা কেড়ে নেওয়া হয়। কেউ সোনা লুকিয়ে ফেলবে, কেউ বিদ্রোহ করবে। তাও তারা চায় না। তাই এখন সবকিছু নিঃশব্দে ঘটে চলেছে।

|১৯ তবে তারা পুরোপুরি গোপন করতে পারে না। তাদের স্বচ্ছ থাকতে বাধ্য করা হয়। তাই তারা রহস্যের ভাষায় কথা বলে ও লেখে। আপনি শোনেন, কিন্তু কিছু বুঝতে পারেন না। তারা সবকিছু লিখে রাখে, কিন্তু সংকেতে, যাতে তারা ছাড়া প্রায় কেউই তা বুঝতে না পারে। তাদের বড় দুর্ভাগ্য যে আমরা সেই সংকেত ভাঙতে শিখেছি। তাই আমার প্রশ্ন হলো:

|👣 আপনি কি জানতে আগ্রহী, তারা সমগ্র বিশ্বের জন্য কী পরিকল্পনা করছে?

|২০ আপনার দেশের মুদ্রাব্যবস্থা বদলাবে। আপনি যে দেশেই থাকুন না কেন, পরিবর্তনটি হবে পুরোপুরি। আপনি যদি আফ্রিকার মতো দরিদ্র দেশে বাস করেন, তবে ভালোভাবে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। আর একাডেমি রয়েছে সেই জন্যেই।

|২১ আপনি দুটি কারণে এই পরিবর্তন থামাতে পারবেন না। প্রথমত, আপনি কেন্দ্রীয় ব্যাংক নন – অর্থাৎ, আপনি টাকার স্রষ্টা নন। কোকাকোলার উদাহরণটি মনে পড়বে। দ্বিতীয়ত, আমাদের ১৯৭১ সালে হওয়া একটি ভুল সংশোধন করতে হবে।

|২২ ১৯৭১ সাল থেকে টাকার ব্যবস্থায় একটা ত্রুটি থেকে গেছে, এবং এখন শেষ পর্যন্ত সেটা ঠিক করতে চাইছে। আপনি কি কোনও ত্রুটিপূর্ণ বিমানে উড়তে চাইবেন? তাই টাকাকে যত দ্রুত সম্ভব 'মেরামত' করতে হবে, এবং তাই এখন ঘটছে। আপনি সেটা আটকাতে পারবেন না। কিন্তু আপনি **করতে** পারেন কিছু – আর তার জন্যই একাডেমি রয়েছে।

|👣 তাহলে, আপনি কি জানতে চান পুরো প্রক্রিয়াটা কীভাবে এগোবে? কী কী ধীরে ধীরে বদলাবে?

|২৩ একটি শেষ উদাহরণ দিই। আমরা যা পরি, খাই, ব্যবহার করি, সবকিছু ব্যবসায়ীরাই কেনেন, তাই না? তারা বিদেশ থেকে বড় অঙ্কে মাল আমদানি করেন এবং নিজ দেশে বিক্রি করেন। তাঁরা ধনী এবং সবারই সোনা থাকে। তাঁরা সবাই যদি তাদের সব সোনা হারান, তাহলে কী হবে? ভাবুন তো! আপনি কি মনে করেন তারা খুশি হবে? তাঁরা কি আগের মতো উৎসাহ নিয়ে কাজ করবেন, যখন তাদের কাছে সোনা ছিল?

|২৪ এখন বুঝতে পারছেন, কেন আমরা ব্যবসায়ী এবং বিত্তবান ব্যক্তিদের আলাদাভাবে সহযোগিতা করি? যদি তাঁরা অনেক আগেই সব বুঝে ফেলেন, তাহলে যা বাঁচানো যায়, তা বাঁচাতে পারবেন। বিনিময়ে, তাঁরা আমাদের জন্য বড় অঙ্কে সবকিছু কিনে দিতে থাকবেন, আর আমরা তাঁদের কাছ থেকেই কিনব। কিন্তু যদি এই চক্র ভেঙে পড়ে, তবে পৃথিবী এক বিরাট সমস্যার মুখে পড়বে – আর এখন আমাদের সেটা দরকার নেই। এটা আমাদের গতি কমিয়ে দেবে। কারণ আমাদের এখনকার লক্ষ্য হল শত কোটি গাছ লাগানো, টাকার চিন্তা নয়।

|২৫ তাই আমি আবার জিজ্ঞেস করছি: আপনি কি জানতে চান কী কী বদলাবে এবং আপনি পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে বসেই কী করতে পারেন? যদি চান, তাহলে আপনার প্রয়োজন তথ্য। তথ্যই শক্তি। আমরা প্রাসঙ্গিক সব তথ্য পড়ি এবং আপনাকে তার সারমর্ম বুঝিয়ে দিই। একাডেমি একপ্রকারের সদর দপ্তর। যার যেই তথ্য দরকার, সে সেখান থেকে সংগ্রহ করতে পারে, সম্পূর্ণভাবে কোনও ব্যক্তিগত প্রশিক্ষকের ওপর নির্ভর না করেই।

|২৬ একাডেমির সাফল্য নিয়ে তো বই লেখা যায়, কিন্তু আমি এখানেই শেষ করছি। আপনার যদি ইতিমধ্যেই সম্পদ থেকে থাকে – অর্থ, জমিজমা, সোনা, ক্রিপ্টোকারেন্সি, ইত্যাদি – তবে আপনার প্রয়োজন আপনার সম্পদের জন্য উপযুক্ত বিশেষ কোর্স। তখন আপনাকে আমাদের বিশেষায়িত ক্লাসে অংশ নিতে হবে।

|২৭ আপনি যদি একজন ব্যবসায়ী হন, তবে আপনাকে উদ্যোক্তাদের ক্লাসে অংশ নিতে হবে। যার সামর্থ্য আছে, তার জন্য আমি এই ক্লাসেরই সুপারিশ করব। আপনি সেই ক্লাসে গেলেই বুঝতে পারবেন কেন।

|২৮ এখনকার জন্য, শুধু একাডেমিতে যোগ দিয়ে তথ্যে প্রবেশ করুন। নিবন্ধন দিয়ে শুরু করুন – এটাই প্রথম ধাপ। দ্বিতীয় ধাপটি ঐচ্ছিক, যাঁরা অনুদান দিতে চান, তাঁদের জন্য। তৃতীয় ধাপ হল কোনও একটি ক্লাসে নাম নথিভুক্ত করা ও তাতে অংশ নেওয়া। এই পর্যন্তই।

|২৯ একাডেমি যে অর্থ পায়, তা গাছ লাগানোর কাজে লাগে। লক্ষ্য হল নতুন নয় বিলিয়ন গাছ লাগানো। প্রতি বছর, টানা ত্রিশ বছর ধরে। যদি প্রত্যেকে একটি করে গাছ লাগায়, তবে কাজ শেষ হবে এক ঘণ্টায়।

|৩০ তাই আমি তাদের সকলের কাছে অনুরোধ করছি যারা দশ বছরের জন্য তাদের অংশগ্রহণ ফি একবারে দিতে পারবেন, অনুগ্রহ করে তা-ই করুন। গাছগুলি তখনই লাগানো শুরু হবে। দশ বছরের মধ্যে সেগুলো বড় হয়ে উঠবে। আমার মনে হয়, এটি একটি চমৎকার ধারণা। আপনিও যদি তাই মনে করেন, তবে পৃথিবী আপনার কৃতজ্ঞ থাকবে।

GABRIEL

✕ | সরকার গাছ লাগায় না, আর এটির সমালোচনা করলেও সেগুলো লাগে না। ⇨ একদিন না একদিন, আমাদের নিজেদেরকেই এটি করতে হবে। ঠিক না?

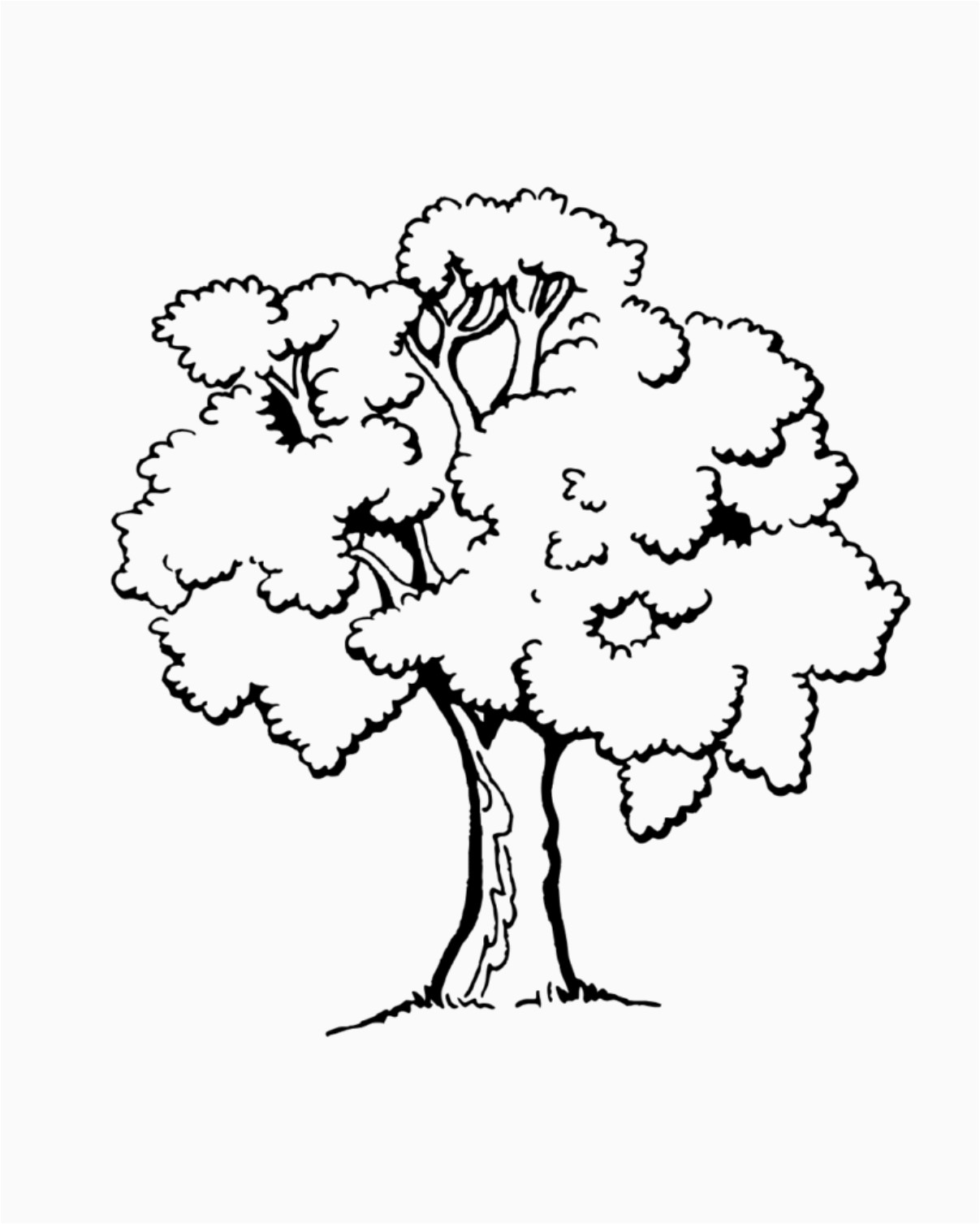

❌ | আমি সবাইকে অনুরোধ করছি ⇨ যারা তাদের অবদান দশ বছর (১০) আগে পরিশোধ করতে পারেন, দয়া করে তা করুন। আমরা এখনই করতে পারলে কেন দশ বছর পর গাছ লাগাবো? এটা কি বোঝাপড়া করে?

| 🇧🇩 খাঁটি অনুকল্প ⇨ যদি হয়...?

| 🌱 সম্পূর্ণ অনুমানমূলকভাবে বললে ⇨ কল্পনা করো এটা সত্যিই ঘটে... | ⇨ প্রতিটি হাতে, প্রতিটি কোণে একটি সাদা পতাকা। তুমি কি মনে কর আমরা এখনো থামানো যাব? ...তুমি এখন বুঝতে পারছ এটা কতটা বড় আকার নিতে পারে? বাড়ি ছাড়াই একটি বিপ্লব। ঠিক?

| 🌱 কল্পনা করো সবাই এখনই এটি করে... ⇨ তাহলে আমরা সব সময়ের সেরা ক্রিসমাস উদযাপন করব। ঠিক? এখন কি বুঝতে পারছ? আমাদের এটি পেতে কিছুই বাধা দিচ্ছে না। এটা টাকারও না, সময়েরও না। ঠিক?

| 🌱 এটা ছড়িয়ে দাও। যতজন পারো ততজনের কাছে। ⇨ এমন অবস্থায় আমাদের হারানোর আর কিছুই কি থাকবে? এটা সত্যিই ঘটলে আমরা কী অনুভব করব তা দেখতে আমি কৌতূহলী হব...

| 👣 তুমি কি আমাদের এটা অন্য ভাষায় অনুবাদ করতে সাহায্য করতে পারো? | এটা নিখুঁত হতে হবে না। ⇨ শুধু এতটাই ভালো যাতে বার্তাটি বোঝা যায়। | 🌱 এবং কার্যক্রম শুরু করো...

| 🇧🇩 কোথাও শুরু করো। [মাদার তেরেসা]

| 🌱 বর্তমান পরিস্থিতি অনুভূতি দিয়ে নয়, বিবেক দিয়ে সমাধান করা যায়। আর বিবেক শুধু মানুষের আছে, পশুদের নেই। তাই আমরা তাদের খাই।

| 🌱 তুমি এখন যা করবে, তাই সমস্ত মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। যদি তুমি একাডেমিতে যোগ দিতে সিদ্ধান্ত নাও, তাহলে বাকিরাও তাই করবে। আর শীঘ্রই পৃথিবীর প্রতিটি মুক্ত কোণে একটি করে গাছ থাকবে।

| 🌱 ধরো তুমি আমাদের নেতা। তুমি আমাদের কী করতে বলবে? আমাদের ভবিষ্যৎ তোমার হাতে। বলো আমাদের কী করা উচিত।

| ⇨ কাজ করবে নাকি শুধু কথা বলবে? তুমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছ?

| 👣 আমার পরামর্শ: ⇨ কোথাও শুরু করো!

✖ | পড়া সত্যিই ক্লান্তিকর হতে পারে। আমি জানি... ⇨ কল্পনা করুন সবাই জানে কী করতে হবে, আর আপনি জানেন না... | তাহলে কী হবে?

🌱 | দাও, তাহলে তোমাদেরও দেওয়া হবে...

↯

❌ | একটি ছোট পথ থাকতে ⇨ কেন দীর্ঘ পথ নেবেন?

❌ | সাদা পতাকা উত্তোলন এবং সব পরিচিতির কাছে বার্তা পাঠানোর পর, একাডেমিতে যোগদান ছিল প্রথম স্বেচ্ছাসেবী পদক্ষেপ। এখন আমরা এমন একটি পথ উপস্থাপন করছি যা আমাদের লক্ষ্যে দ্রুত পৌঁছে দেবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। | ⇨ সমাধানের দিকে দ্বিতীয় পদক্ষেপ।

❌ | কখনও কখনও আপনার কিছুতে ভাগ্য হয় এবং আপনি ব্যাখ্যা করতে পারেন না যে এটি কোথা থেকে আসে, ঠিক? হ্যাঁ! এই পৃথিবী কখনও কখনও অদ্ভুত।

↧

|① আমি একটি অনন্য উপলব্ধির সম্মুখীন হয়েছি, এবং আমি মনে করি যে ⇨ এটির গাছ দ্রুত বাড়ানোর বা সহজভাবে সবকিছু ত্বরান্বিত করার সম্ভাবনা রয়েছে। এটি সবকিছু পরিবর্তন করে দেবে।

|② ভেবে দেখো: পৃথিবী সৃষ্টির সময় কেউ উপস্থিত ছিল না, তাই তো? না আমি, না তুমি। কিন্তু ধরো, তুমি পৃথিবীতে পৌঁছেছ এমন এক মুহূর্তে, যখন এখনও কোন মানুষ নেই। প্রাণীরা আছে, গাছপালা আছে। তারপর তুমি খোঁজা শুরু করলে প্রথম মানুষটির। কিন্তু প্রথম মানুষটি এখনও সেখানে নেই, কারণ তার সৃষ্টি তখনও অসম্পূর্ণ। কিংবা বলতে পারো: ⇨ "সে এখনও তৈরি শেষ হয়নি"। রাজনীতি, ধর্ম—এসবের অস্তিত্বই তখন এখানে নেই।

|③ অবশেষে, তুমি পেয়ে যাও। খুঁজে পাও তাকে। প্রথম মানুষটিকে। সে প্রায় সম্পূর্ণ, কিন্তু এখনও পুরোপুরি নয়। দেহটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তার হৃদয় এখনও ধুকধুক করছে না। আর তার কোন মুখমণ্ডলও নেই। যে তাকে তৈরি করছে, সেই এই মুহূর্তেই ভাবছে—কি মুখ দেবে তাকে?

|④ হ্যাঁ, ঠিক তাই। সে কয়েকদিন ধরে ভাবছে, কোন মুখ দেবে। আর ঠিক করতে পারছে না। তার মনে আর কোন নতুন মুখের ছবি নেই। যত মুখ তার কল্পনায় ছিল, সবই তৈরি হয়েছিল তার মস্তিষ্ক থেকে। তারই সৃষ্টি। আর সেগুলো সে দিয়েছে প্রাণীদের—সবকটি, একটিও বাদ দেয়নি। আর এখন? দেখো, সে দাঁড়িয়ে আছে নিষ্পলক, ভাবছে—এবার মুখটা কোথা থেকে আনা যায়?

|⑤ এইবার সে সত্যিই স্থির। তার কল্পনা ফুরিয়েছে, সে শুধু তাকিয়ে আছে মহাবিশ্বের দিকে। ⇨ সেই অসীম ফাঁকা স্থানের দিকে। এই মুহূর্তটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সে যেদিকেই তাকাক, তার চোখে পড়ে শুধু তার আগের সৃষ্টি—তার বাইরে কিছু নেই। কিন্তু তাকে তো একটি নতুন মুখ দিতেই হবে। ⇨ যদি তার জায়গায় তুমি হতে, মানুষকে দিতে কি রকমের মুখ? মনে রেখো, তোমারও আর কোন ধারণা অবশিষ্ট নেই। আর যদি তুমিই হও সেই মানুষ, তাহলে বলো তো: আমাদের কী মুখ দিয়েছে সে?

|⑥ উত্তর অত্যন্ত সহজ: ⇨ নিশ্চয়ই তুমি তাকে দেবে তোমার নিজের মুখ, তাই না? সেটাই হবে একমাত্র মুখ, যার মালিক আর কেউ নেই। আর যেহেতু তুমি পৃথিবীর জন্য তোমার শেষ সৃষ্টি তৈরি করছ এবং এরপর আর কিছুই তৈরি করবে না, তাই তুমি তাকে দাও বাকি যা আছে—সেটা হলো তোমার নিজের চেহারা। ⇨ পুরো ব্যাপারটাই যদি যুক্তি দিয়ে বিচার করো, তবে কি এটা মানানসই হয় না?

|⑦ ⇨ এই পর্যায়ে, এখনও রাজনীতি বা ধর্মের উদ্ভব হয়নি। কিন্তু পৃথিবী আছে। একটা পৃথিবী তখন ছিল, যেখানে গাছ বেড়ে উঠেছে, প্রাণীরা দৌড়াচ্ছে। এখনও আর কিছু দৃশ্যমান নয়।

|⑧ তুমি তাকে তোমার মুখ দেবার পর, এখন তাকে কাজ করতে হবে তোমার আগের সব সৃষ্টির মতো। প্রাণীরা, যেমন, তারা কাজ করে। তাই তারা খায় আর দৌড়ায়। মানুষকেও তাই করতে হবে। কিন্তু সে এখন দাঁড়িয়ে আছে তোমার মুখ নিয়ে, আর এখনও সচল নয়। এখনও প্রাণ পায়নি। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়।

|⑨ ⇨ তুমিই সেই স্রষ্টা। তুমিই জীবন, অথবা জীবনই তোমার হাতে। দুই-ই হতে পারে, যেটাই হোক। আর একমাত্র তুমিই এটা দান করতে পারো। একমাত্র তুমি! তাহলে তুমি কী করো? করো একমাত্র যৌক্তিক কাজটি।

|⑩ তুমি দাও নিজের এক টুকরো। ⇨ ঠিক যেমনভাবে তুমি প্রাণীদের জীবন দিতে নিজের এক টুকরো দিয়েছিলে, তেমনই তুমি মানুষকেও দাও নিজের অংশ। তুমিই তো স্রষ্টা, তুমিই জীবন—আর এভাবেই মানুষ জীবন্ত হয়। সে খোলে তার চোখ।

|⑪ আমরা এখনও ধর্মের জন্মের অনেক আগের এক জগতে আছি। আমরা এখনও প্রথম মানুষদের সঙ্গেই আছি। আর আমরা অনুমান করছি, কীভাবে সেসব ঘটে থাকতে পারে তখন। ধর্ম ছাড়া, বিজ্ঞান ছাড়া। কেবল যুক্তি আর বিবেক। ⇨ আমি এখানে পরিষ্কার করে বলতে চাই...

|⑫ তুমি এখনও সেই স্রষ্টাই আছ। মানুষের দেহে এখন তোমারই মুখ, তার ভেতরে তোমার এক টুকরো, আর এই পুরো কাঠামো এখন সজীব। তারপর তুমি দেখো—সবকিছু কি ঠিকভাবে কাজ করছে যেমনটা ভেবেছিলে? আর দেখো: সবকিছুই সম্পূর্ণ নিখুঁত।

|⑬ সে করে যা সবাই করে। সে খায়, ঘুমায়, দৌড়ায় আর সঙ্গম করে। বাহ! কি দারুন! ঠিক যেমনটা করত আগে থেকে থাকা প্রাণীরা, সেও কাজ করে নিখুঁতভাবে। এই মুহূর্তে তুমি কি আনন্দিত হবে? প্রাণীদের আর তোমার প্রয়োজন পড়ে না। তাই তুমি জানো, মানুষেরও আর তোমার দরকার হবে না। তার আছে এমন একটি বুদ্ধি, যা প্রাণীদের নেই; আর তা দিয়েই সে যেকোন পরিস্থিতিতে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, এটা তুমি জানো। তাহলে তুমি কী করো? এরপরের পদক্ষেপ কী?

|⑭ আবার, একমাত্র যৌক্তিক কাজ: ⇨ অবশ্যই তুমি তাকে পৃথিবীতে রেখে চলে যাবে। এটাতো ইতিমধ্যেই একটি স্বর্গ। তার প্রয়োজনীয় সবকিছুই আছে। সে নিজের পথ খুঁজে নেবে। প্রাণীরা পেরেছে, সে কেন পারবে না? কেনই

বা তুমি সেখানে থেকে তদারকি করতে যাবে? তুমি জানো সে বাস করে একটি স্বর্গরাজ্যে, যেখানে তার কোন অভাব নেই। চিন্তার কোন কারণই তোমার নেই। তাই তুমি চলে যাও, আর মন দাও অন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে।

|⑮ মনোযোগ দাও! এখন আসছে সবচেয়ে মজার অংশ। প্রাণীদের মতোই, আমরা মানুষরাও ⇨ সঙ্গম করেছি। দুই জন মানুষ থেকে আজ আমরা নয় বিলিয়ন। এখনই থামো!

|⑯ এবার দৃষ্টিভঙ্গি বদলাই। ⇨ এখন তুমি আর সেই স্রষ্টা নও; এখন তুমি স্বয়ং প্রথম মানুষ।

|⑰ তুমি চোখ খুললে আর দেখলে—তুমি একা। শুধু তুমি আর তোমার সঙ্গী। তারপর তোমরা করলে যা সবাই করে: প্রকৃতি যা দেয় তাই খেলে—অফুরন্ত রয়েছে তার ভাণ্ডার—সপ্তাহে কয়েকবার সঙ্গম করলে, আর তা থেকেই জন্ম নিল অনেক সন্তান।

|⑱ ⇨ তাহলে আমরা একমত: স্রষ্টা তখন, মানুষ সৃষ্টির সময়, প্রথমে গড়ে তুলল দেহ, দিল তাকে নিজের মুখ, আর শুধু তখনই নিজের থেকে আলাদা করল এক টুকরো, প্রবেশ করালো মানুষের মধ্যে। আর তাতেই সে সচল হল। এটা মনে রেখো! আর মনে রেখো: এই পর্যায়ে ধর্ম বা বিজ্ঞানের কোন উল্লেখই হয়নি। আমরা শুধু এটাই জানি: কিছু অস্তিত্ব পেতে, তাকে তৈরি করতে হয়েছিল। তাকে প্রাণ দিতে, তার ভেতরে স্রষ্টার নিজের এক টুকরো রাখতে হয়েছিল। এটাই জীবন। পুরো ব্যাপারটা যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করলে, কি এটা যুক্তিসঙ্গত নয়?

|⑲ আর মানুষের মধ্যে প্রবেশ করানো স্রষ্টার নিজের এই টুকরোটি কখনও মরতে পারে না। এটাই সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপার। এটা যেন একটি চিরকাল চার্জড ব্যাটারি। নইলে তাকে, সেই স্রষ্টাকে, ক্রমাগত আসতে হত, খুঁজে বের করতে হত কার ব্যাটারির চার্জ ফুরিয়ে যাচ্ছে, আর তা বদলাতে হত।

|⑳ কল্পনা করো, তাকে যদি এটা করতে হত নয় বিলিয়ন মানুষের জন্য—আর সকল প্রাণীর জন্যও! ⇨ তাই, যুক্তির দাবি হলো, মানুষের ভেতরের এই টুকরো কখনই মরবে না। দেহ মরবে। দেহের মৃত্যু হবে। কেননা সেটা শুধু "তৈরি" হয়েছিল, উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে।

|㉑ কারণ সে প্রথমে দেহটি আলাদাভাবে তৈরি করেছিল, এবং তা সম্পূর্ণ হবার পরই, সে নিজের একটি অংশ নিয়ে ঢুকিয়ে দিল দেহের মধ্যে—একটি অদৃশ্য শক্তির উৎস হিসেবে। অর্থাৎ, দেহ আর শক্তির উৎস সম্পূর্ণ আলাদা দুটি সত্তা। বাকি গল্পের জন্য এটা বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

|㉒ আর একদিন এল সেই দিন, যখন তুমি, পৃথিবীর প্রথম মানুষ, মৃত্যুবরণ করলে। দেহটা মারা গেল। আফসোস। কিন্তু দেহের মধ্যে থাকা স্রষ্টার সেই ছোট্ট টুকরোটির কী হল? ভালো প্রশ্ন! সেটা মুক্ত হয়ে গেল। তারপর সেটা ফিরে গেল অন্য কিছুর মধ্যে, যা সে ইতিমধ্যেই সৃষ্টি করে রেখেছিল।

|㉓ সে কেনই বা সৃষ্টি করা বন্ধ করবে? তুমি যদি তার স্থানে হতে, কেনই বা বন্ধ করতে? কার কাছে জবাবদিহি করতে হবে তোমার? যখন তারা পৃথিবীতে তাদের যাত্রা শেষে ফিরে আসে, তুমি তাদের স্থান দাও অন্য কোন সৃষ্টিতে, আর তাদের যাত্রা আবারও চলতে থাকে। তুমি এমনভাবেই সব ডিজাইন করেছ যে কারও কিছু বহন করে নিয়ে যাবার দরকার পড়ে না। যেখানেই তারা যায়, প্রয়োজনীয় সবকিছুই সেখানে প্রস্তুত থাকে।

|㉔ তুমি এখনও সেই প্রথম মানুষই আছ। আর তুমি পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছ অনেক আগেই। তুমি প্রবেশ করেছ আর বেরিয়েছ অনেক অনেক সৃষ্টির মধ্যে। স্রষ্টার করা অগণন সৃষ্টি তুমি দেখেছ। অজস্র অভিজ্ঞতা হয়েছে তোমার। তারপর এল সেই দিন, যখন সে তোমাকে বলল: ⇨ "তুমি পৃথিবী থেকে দূরে আছ কয়েক লক্ষ বছর ধরে। সময় হয়েছে দেখে নেওয়ার—তোমার সন্তানরা কী হয়ে উঠেছে, আর পৃথিবীর কী দশা হয়েছে।"

|㉕ সে তখন তোমাকে একটি দেহে স্থান দিল, আর এক লহমায় তুমি চোখ খুললে। তুমি পৃথিবীতে, আর তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে নয় বিলিয়ন মানুষ। ⇨ দুই জন থেকে নয় বিলিয়নে। তোমার প্রথম প্রতিক্রিয়া কী হবে? এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তোমার প্রথম প্রতিক্রিয়া? প্রথম চিন্তা? আমি কি তোমাকে অতিষ্ঠ করছি? যদি উত্তর হ্যাঁ হয়, তবে ভালই!

|㉖ তাহলে নিশ্চয়ই বইটি তোমার খুব ভাল লাগবে। গল্পটা ঠিক এ রকমই মন্ত্রমুগ্ধ করার মতো। আমি এটি বর্ণনা করেছি "দ্য ম্যানিফেস্ট" বইতে।

|㉗ লক্ষ লক্ষ বছর আগেও পুরো ঘটনাটা ঠিক এভাবেই ঘটে থাকতে পারে। এর মানে দাঁড়ায়: "আমরা সবাই এক"। আমরা সবাই একই বাবা-মায়ের সন্তান। আমাদের সবারই দুটি চোখ, দুটি নাসারন্ধ্র, দুটি কান, দুটি পা, দুটি হাত আর একটি মাথা আছে। ⇨ সৃষ্টির সময়, সে কয়েক বিলিয়ন মানুষ তৈরি করে তাদের জন্য সীমানা কাটেনি, যার মধ্যে আমরা বাস করব। সে তা করে নি। সে মাত্র দুজন তৈরি করেছিল, আর বাকিটা আমরা নিজেরাই করেছি। প্রতি রাতে। মাঝে মাঝে দিনের বেলাতেও।

|㉘ আমরাও, যদি কয়েক মিলিয়ন বছর পরে ফিরে আসি, হতবাক হয়ে যাব আমাদের সন্তানদের রূপান্তর দেখে। তাদের দেখতে একদম আলাদা হবে। চুলের রং, ত্বকের রং—সবই ভিন্ন। কিন্তু চিহ্নগুলো থাকবে। সেই চিহ্ন দেখেই তুমি চিনতে পারবে: ওরা তোমারই সন্তান। কতটা পরিতৃপ্ত হবে তুমি, যখন দেখবে ওরা জানে যে সবাই তোমারই বংশধর? সত্যি বলো। আনন্দিত হবে কি?

|㉙ এবার কল্পনা করো, প্রথম মানুষটি যদি আজকে পৃথিবীতে আসে। আমরা যা হয়ে উঠেছি, তাকে দেখলে কি সে হতবাক হয়ে যাবে না? সম্পূর্ণ অনুমানভিত্তিকভাবে বলি: তুমিই সেই প্রথম মানুষ, আর তুমি যাদের দেখছ সবাই সেদিনের তোমারই উত্তরসূরি। চিহ্নগুলো—মুখ, চোখ, নাক, মাথা—সবই রয়েছে। তুমি কী করবে?

|㉚ ⇨ একটি সাদা পতাকা উড়াও, যেন আজই প্রথম দিন, আর সবাই একটি করে পতাকা উড়াবে। হাতে একটি সাদা ফিতা বাঁধ, আর সবাই বাঁধবে। একটি গাছ রোপণ কর, আর সবাই রোপণ করবে।

|㉛ এখন আসছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দান করো! হ্যাঁ, ঠিক শুনেছ: দান করো!!! এটা টাকা নিয়ে নয়। না, মোটেই না। এটা নিয়ে: এই মহাবিশ্বে টাকা বলে কিছু নেই। যদি থাকত, তবে সবাই সর্বদা তার টাকা, বাড়ি, গাড়ি সবই সাথে নিয়ে ঘুরত। টাকা সেখানে নেই। নইলে আকাশ হত এমন সব যাত্রীতে পরিপূর্ণ, যারা প্রতিদিন তাদের সর্বস্ব নিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাচ্ছে।

|㉜ কিন্তু যা আছে, তা হলো পুণ্য। আর যখন কেউ স্বেচ্ছায় কিছু দান করে—বিশেষ করে যখন তার নিজেরই কম থাকে—তখন সেটা অনেক গুণ বেশি ধরা হয়। এবার বলি, এটা কীভাবে আমাদের উপকারে আসবে।

|㉝ ধরো, তুমি সেই আদি প্রথম মানুষ, আর আজ ফিরে এসেছ। নয় বিলিয়ন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে তোমার সামনে। তুমি জানো, এরা সবাই তোমারই বংশধর। কিন্তু তুমি দেখছ যে সব গাছ উধাও হয়ে গেছে, সব প্রাণী উধাও হয়ে গেছে। শুরুটা যেমন ছিল, তার তুলনায় এখন কিছুই অবশিষ্ট নেই, আর তারা সবাই মেতে আছে এক ধরনের সম্মিলিত উন্মাদনায়। থামার কথা তারা চিন্তাই করে না। তারা থামবে কেবল তখনই, যখন পৃথিবীতে এক ফোঁটা তেলও অবশিষ্ট থাকবে না, আর যখন একটি গাছও দাঁড়িয়ে থাকবে না। শুধু তখনই।

|㉞ তখন তুমি বুঝতে পারো: এটা হয়েছে তাদের এক আবিষ্কারের কারণে। তারা এর নাম দিয়েছে টাকা: তারা কাগজের এক টুকরো নিয়েছে, রং মাখিয়েছে, তার উপর সংখ্যা খোদাই করেছে, আর এর বিনিময়ে ধ্বংস করেছে সবকিছু। আরও সহজে বলতে: ⇨ তারা একটা কাগজে রং মেরে দিল, সেটা দিল এমন একজনের হাতে যে বনে গেল। সে সেই কাগজের বিনিময়ে কেটে ফেলল হাজার বছরের পুরনো একটি গাছ—নতুন কোন গাছ রোপণ না করেই, আর না জেনেই যে কেন তার আগে যারা ছিল তারা সেই গাছটা কাটেনি। ⇨ আর তাদের হাতে এখনও প্রচুর রং বাকি আছে। ⇨ পৃথিবীর গাছের থেকেও বেশি। তারপর তুমি দেখতে পাও: পৃথিবী জুড়ে তারা যে আবর্জনার পাহাড় গড়ে তুলেছে। প্লাস্টিক সর্বত্র। প্রতি কোণায়, প্রতি ঘরে। 심지어 সাগরের গভীরেও। ⇨ তুমি, সেই প্রাচীন প্রথম মানুষ, এখন কী করবে?

|㉟ সমাধানটি সহজ। ⇨ টাকার জন্য আমরা সবকিছু ধ্বংস করেছি। টাকা তৈরির প্রতিবারেই, দেশ যেখানেই হোক না কেন, তার জন্য পৃথিবী থেকে কিছু কেড়ে নেওয়া হয়। বারবার, নিরন্তর। আমরা এসেছিলাম খালি হাতে। গল্পের শুরুর অংশটি এটাই বোঝাবার জন্য ছিল। ⇨ আমরা যা কিছু দেখি সবই পৃথিবী থেকে নেওয়া। আমরা যখনই কিছু কিনি, পৃথিবী থেকে একটি অংশ কেটে নেওয়া হয়, প্রক্রিয়াজাত করা হয়, আর সেটা আমরা রেখে দিই আমাদের বসার ঘরে। আর আমরা সবাই এটা করি। প্রতিদিন।

|㊱ অন্য কথায়: আমরা যতবার টাকা ছাপাই, ততবার পৃথিবী থেকে একটি অংশ ছিনিয়ে নিই। আর আমরা টাকা তৈরি করি কাগজ দিয়ে। আর কাগজ আছে সর্বত্র। আর এভাবেই, আস্তে আস্তে, আমরা পড়ে গেছি এক সম্মিলিত উন্মাদনার কবলে। টাকা না থাকলে, আমরা শুধু প্রয়োজন মতোই নিতাম। আর বেঁচে থাকার জন্য, আসলে প্রয়োজন খুবই সামান্য। কিন্তু টাকার সাথে আসে থামার কোন সংকেতই নেই।

|㊲ তাই সমাধানটা খুবই সরল। আমরা জন্ম থেকেই টাকার সাথে জড়িয়ে আছি। আমাদের প্রত্যেকেই। আর এভাবেই আমরা আজকের এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছি। এখন আমরা যা করব: ⇨ প্রত্যেকে কিছু ফেরত দেবে। ⇨ পৃথিবীর জন্য একটি দান। এর মাধ্যমে আমরা মহাবিশ্বকে সংকেত পাঠাব: ⇨ "আগে জানতাম না, এখন জানি।"

|㊳ প্রত্যেকে যতটুকু দান করুক, যতটুকু তার মনে হয় তার সৃষ্ট ক্ষতির সমতুল্য।

|㊴ টাকার পরিমাণ এখানে কোন ব্যাপারই না। সেটা এক পয়সাও হতে পারে, আর কোটি কোটি টাকাও হতে পারে। আবার বলছি, এটা কোন ব্যাপার না। এই "কর্মটিই" হচ্ছে "আমাদের" যা দরকার। টাকা জমা হওয়ার জন্য অপেক্ষা কোরো না। নিজেই শুরু করো এক পয়সা দিয়ে। এটা হোক পৃথিবীর কাছে, প্রাণীদের কাছে, আর স্বয়ং স্রষ্টার কাছেও একটি ক্ষমাপ্রার্থনা।

|㊵ আবার বলি, পরিমাণ একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। ⇨ যদি প্রত্যেকে এটা করে, আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আমাদের সম্মানে এই মহাবিশ্বে এক মহোৎসবের আয়োজন হবে। কিন্তু সাবধান: সবাই করছে, আর যদি তুমি না কর, তবে তুমি কী বার্তা দিতে চাও মহাবিশ্বকে? সবাই সবুজ বাতিতে থামলে, সেও থামে। তার কতইনা জরুরি কাজ থাকুক না কেন, তাই না?

|㊶ মহাবিশ্বে আমাদের সম্মানে এক মহাআয়োজন হবে। হ্যাঁ! এক বিশাল উৎসব। নিজেই চারদিকে তাকিয়ে দেখো। আমরা কি একেবারে পথ হারাইনি? আর যদি আমরা সঠিক পথ খুঁজে পাই—ঠিক সেই মুহূর্তে যখন সবাই মনে করছে সব শেষ—তাহলে কেনই বা মহাবিশ্বের সবাই আনন্দে মেতে উঠবে না?

|㊷ ⇨ তুমি নিশ্চয়ই এই অনুভূতিটা চেনো: তুমি কিছুকে ভালোবাসো, হারাও, আর দুঃখ পাও। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে যদি আবার ফিরে পাও, তখন খুব, খুবই আনন্দিত হও। তাই না?

|㊸ এখানেও ঠিক সেটাই ঘটবে। আমরা এই মুহূর্তে হতভম্ব, আর সমগ্র মহাবিশ্ব আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। "পৃথিবীতে প্রাণী" পরীক্ষাটি সফল হয়েছিল। কিন্তু "পৃথিবীতে মানুষ" পরীক্ষাটি ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে হয়। ⇨ কিন্তু, যদি প্রত্যেকে দান করে,哪怕 সেটা সামান্য এক পয়সাও হয়—যতক্ষণ না তা হৃদয়ের গভীর থেকে আসা এক ক্ষমা প্রার্থনা হয়—তাহলে মহাবিশ্ব টের পাবে: ⇨ "পৃথিবীতে এই মুহূর্তে কিছু একটা ঘটছে।"

|㊹ সেই টাকা দিয়ে আমরা লাগাবো বিলিয়ন বিলিয়ন গাছ। আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি, পৃথিবী এতটাই খুশি হবে যে সে প্রতিদিন আমাদের উপহারে ভাসিয়ে দেবে। প্রাণীরা আবার ফিরে আসবে। এমনকি যারা বহু আগে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আমরা যে গাছগুলো লাগাব, সেগুলো দ্রুত বেড়ে উঠবে। আর যখন আমরা সব আবর্জনা পরিষ্কার করে ফেলব, তখন মাছ বৃষ্টি পর্যন্ত হবে। আমরা প্রতিদিন তৃপ্ত থাকব, কোন টাকা খরচ না করেই। ঠিক যেমন প্রাণীরা তৃপ্ত থাকে প্রতিদিন—আর তাদের কোন টাকা নেই।

|㊺ তোমাকে একটা গোপন কথা বলি: সমগ্র মহাবিশ্বকে, তার বয়সকে যদি দেখো, তবে বুঝতে পারবে পৃথিবী আসলে খুবই অল্প বয়সী। আমাদের পৃথিবী খুবই তরুণ। এটি এখনও তার পূর্ণ সম্ভাবনা ব্যবহার করে নি। তার এই অল্প বয়সের কথা ভাবলে, এটি আরও অনেক কিছু করতে সক্ষম। এর ভেতরে এখনও অনেক ভালো কিছু লুকিয়ে আছে। আমাদের শুধু তাকে সঠিক প্রেরণা দিতে হবে। আর সেটা সহজ। ⇨ আমাদের শুধু সবাইকে ক্ষমা চাইতে হবে, আর এই কাজটি—"দান করা"—হবে চাবিকাঠি। কারণ এটি আসবে হৃদয় থেকে।

|㊻ আমি এই কথাগুলো দিয়ে শেষ করছি: একটি সাদা পতাকা উড়াও, আর সবাই পতাকা উড়াবে। হাতে একটি সাদা ফিতা বাঁধ, আর সবাই বাঁধবে। দান কর, আর সবাই দান করবে।

|㊼ যদি এটা তোমার ভাল লেগে থাকে, তবে বইটি পড়ে নিশ্চয়ই আনন্দ পাবে। বইটির নাম "দ্য ম্যানিফেস্ট"। স্বপ্ন দেখা কি নিষিদ্ধ? আমাদের কি আর কোন পৃথিবী আছে? আর যদি এই দেহটিই আমাদের ঘর হয়, তবে এটা কি স্বর্গে বাস করার চেয়ে কম কিছু পাবার যোগ্য? না কি? ⇨ অন্তত আমি তো এমনটাই দেখি। তুমি কি আমাদের সাথে যোগ দেবে?

✕ | কাজটি গুরুত্বপূর্ণ, অর্থের পরিমাণ নয়। | আমরা বিশ্বাস করি, বর্তমান পরিস্থিতিতে যেকোনো কিছু, যা সাহায্য করতে পারে, তা আমাদের চেষ্টা করা উচিত। | আপনি কত টাকা দান করছেন, তা সম্পূর্ণই গুরুত্বহীন। | ⇨ দান করুন, এবং বাকি সবরাও দান করবে...

🌱 | দয়া করে প্রতিটি ট্রান্সফারের সাথে আপনার টেলিফোন নম্বর উল্লেখ করুন। | প্রয়োজনে আমাদের আপনাকে যোগাযোগ করতে সক্ষম হতে হবে। | একাডেমির দেশপ্রতি মাত্র একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। | ১৯৫টি দেশ = ১৯৫টি অ্যাকাউন্ট। |

🌱 | ব্যাংক: স্পার্কাসে নিউভিড, জার্মানি | IBAN: DE53 5745 0120 0030 2782 79 | নাম: ফ্রান্সিস টনলেউ | BIC: MALADE51NWD |

✖ | এখানে টাকার কোন ভূমিকা নেই। আমাদের দরকার কাজ। দয়া করে এটা অন্যদেরও বুঝিয়ে দিন। ১ পেনিই সম্পূর্ণ যথেষ্ট। | ➪ যারা ট্রান্সফার করতে পারবেন না, তারা তাদের দান এমন কাউকে অর্পণ করতে পারেন যিনি পারবেন। এটা কি যৌক্তিক?

🌱 | দয়া করে প্রতিটি ট্রান্সফারের সাথে আপনার টেলিফোন নম্বর উল্লেখ করুন। | প্রয়োজনে আমাদের আপনাকে যোগাযোগ করতে সক্ষম হতে হবে। | একাডেমির দেশপ্রতি মাত্র একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। | ১৯৫টি দেশ = ১৯৫টি অ্যাকাউন্ট। |

🌱 | ব্যাংক: স্পার্কাসে নিউভিড, জার্মানি | IBAN: DE53 5745 0120 0030 2782 79 | নাম: ফ্রান্সিস টনলেউ | BIC: MALADE51NWD |

✖ | পড়া কখনও কখনও বিরক্তিকর হতে পারে। আমি জানি... আপনি কীভাবে তথ্যটি পেতে পছন্দ করতেন? আপনার কোন পরামর্শ আছে কি?

🌱 | শিয়ালের মতো চালাক ⇨ আর খরগোশের মতো ভদ্র হও

↯

❌ | চাঁদকে মৃত গ্রহ বলা হয়, কারণ সেখানে কিছুই গজায় না। পৃথিবী, অন্যদিকে, একটি জীবন্ত গ্রহ – এখানে সবকিছু অঙ্কুরিত হয় ও বিকশিত হয়। কিন্তু যা জীবিত, তা কেবল জীবন্তের উপরেই বসবাস করতে পারে। তাহলে আমাদের পৃথিবী কীভাবে সত্যিই বেঁচে থাকে? বইতে এই গোপন রহস্য, আরও অনেকগুলোর সাথে, উন্মোচিত হয়েছে। তুমি আশ্চর্য হয়ে যাবে।

❌ | আমাদেরও কিছু না কিছু দিয়ে জীবনযাপন করতে হয়। যদি সব টাকা গাছ লাগানোর কাজে ব্যয় হয়, তাহলে আমরা কী দিয়ে বাঁচব? বই বিক্রি করে। যদি তুমি এটি বুঝে থাকো, তাহলে ধন্যবাদ।

❌ | আমরা পৃথিবীতে বাস করি, আর পৃথিবী নিজেই মহাবিশ্বে অবস্থিত। পৃথিবীর আইন আছে – মানুষ দ্বারা তৈরি – এবং সর্বজনীন আইন আছে। "প্রদান ও গ্রহণ" তার মধ্যে একটি। যে দেয়, তারও গ্রহণ করা উচিত, আর যে পায়, তারও দেওয়া উচিত। তুমি বুঝে গেছ। | ⇨ কর্ম।

↧

|① স্টিভ জবস স্মার্টফোনের জনক হিসেবে ইতিহাসে স্থান পেয়েছেন। এই একটি উদ্ভাবন তাকে অঢেল সম্পদের মালিক বানিয়েছিল। কিন্তু বেশিরভাগ লোক যা ভুলে যায়:

|👣 তার ডিভাইস যতই চমৎকার হোক না কেন, বিদ্যুৎ ছাড়া সেটা একটা অকেজো পাথরখণ্ড। তখন একটি মজার প্রশ্ন জাগে: আসলে বিদ্যুতের আবিষ্কারক কে? ভাবুন তো — সব মানুষই এটা ব্যবহার করে। তাহলে কি এর আবিষ্কারক বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি নয়? এই যুক্তি কি ঠিক?

|👣 কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ আলাদা। আজ আমরা যে বিদ্যুতের সিস্টেম ব্যবহার করি, তার ভিত্তি তৈরি করেছিলেন একজন: নিকোলা টেসলা। তাহলে, কি এটা তাকে ধনী করেছিল?

|👣 টেসলা মাত্র ৯ বর্গমিটার একটি ছোট房间里 মারা যান। তার রেখে যাওয়া সম্পদ শুধু এক পাউরুটি, কিছু দুধ আর কয়েকটা সাধারণ জিনিস। এইটুকুই ছিল তার কাছে। তার ভাগ্য, তার পরের সব উদ্ভাবকের জন্য একটি শিক্ষা হয়ে রইল। কিন্তু কীসের শিক্ষা?

|② আজকাল এটাই যেন নিয়মে দাঁড়িয়েছে: উদ্ভাবকরা তাদের সৃষ্টি বিক্রি করে দেন সেনাবাহিনী বা সরকারের অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিদের কাছে। নিকোলা টেসলার ভাগ্য সবার জন্য একটি শিক্ষা হয়ে আছে। কিন্তু আসল দ্বিধাটা হলো:

|👣 অধিকার বিক্রি হওয়ার পর, সেই আবিষ্কারগুলিই শেষ পর্যন্ত অস্ত্র বা গুপ্তচরবৃত্তির সরঞ্জামে পরিণত হয়। বেশিরভাগেরই এটাই করুণ পরিণতি। আর জানো কী? আমাদের প্রত্যেকের পকেটেই সেই গুপ্তচর বসবাস করে। আশ্চর্য হচ্ছো?

|👣 সাধারণত, এমন কয়েকটি – প্রায় তিনটি – সফটওয়্যার অনবরত চলতে থাকে, আমাদের প্রতিটি ট্যাপ, প্রতিটি সোয়াইপ রেকর্ড করে। ⇨ আর ঠিক যেমন আমরা স্মার্টফোনের সাথে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি, তেমনি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি এর ভেতর লুকিয়ে থাকা গুপ্তচরদের সাথেও।

|③ নিকোলা টেসলা বা স্টিভ জবসের মতো করে উদ্ভাবনা করা একটি খুব দীর্ঘ প্রক্রিয়া। সাধারণত এমন মুহূর্ত আসে যখন আপনার ইতিমধ্যেই একটি পরিবার গঠিত হয়ে গেছে এবং একটি নিরাপদ চাকরি রয়েছে। আর তখন আপনি সব কিছু হারান। ⇨ পরিবার, বাড়ি, কোম্পানি, বন্ধু – এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনি শেষ পর্যন্ত একটি বেসমেন্টে নির্জনে বাস করতে শুরু করেন, টাকা ছাড়া, কিছু ছাড়া।

|👣 আপনি যদি নিকোলা টেসলার মতো আপনার আহ্বান অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নেন, তবে দুর্ভাগ্যবশত সেটাই পথ। ⇨ তবে আমি আশা করি রুটি, পিনাট বাটার এবং দুধ নিয়ে মরব না। সেইজন্যই আমি আমার বই বিক্রি করি।

|👣 ভাবুন: সবার কাছে স্মার্টফোন নেই, কিন্তু সবাই বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। টেসলা যদি বই বিক্রি করতেন, তাহলে হয়তো সেই টাকা দিয়ে এক বাটি গরম স্যুপ পাওয়া যেত। কে জানে? ভালো দিক হলো: আমরা এটা আমার মাধ্যমে দেখব। ⇨ সবার জানানো যে তারা একটি সাদা পতাকা টানবে, সেটা কোনো উদ্ভাবনা নয়। ⇨ এটি একটি ধারণা।

|👣 একটি উদ্ভাবনা, উদাহরণস্বরূপ, যা আমরা একাডেমিতে উপস্থাপন করি। ⇨ যখন অর্থ আবার সোনার সাথে যুক্ত হচ্ছে, তখন পুরোনো সব অর্থ (যা আমরা এখন ব্যবহার করি), যেহেতু এটি সোনার সাথে যুক্ত নয়, যৌক্তিকভাবে মূল্যহীন হয়ে যাবে। সোনা, ক্রিপ্টো, রিয়েল এস্টেট, স্টক – তাদের বেশিরভাগই স্বাভাবিকভাবে মূল্যহীন হবে, বা প্রায়। আমরা আগে কারণগুলো ব্যাখ্যা করেছি।

|👣 আজও মূল্যবান কিন্তু আগামীকাল মূল্যহীন হয়ে যাওয়া অর্থ দিয়ে একজন কী করতে পারে? সেটা আমরা একাডেমিতে ব্যাখ্যা করি। আমাদের উদ্ভাবন একধরনের বিকল্প এবং নিকোলা টেসলার চেতনায়, জনগণের হওয়া উচিত। কিন্তু আগামী ১০ বছর এটি শুধুমাত্র একাডেমির সদস্যদের জন্যই উন্মুক্ত থাকবে।

|👣 যারা আমাদের সাথে এই পৃথিবীর প্রতিটি কোণে গাছ লাগায়, যারা সমগ্র পৃথিবী ও সমুদ্রকে প্লাস্টিক থেকে মুক্ত করতে সাহায্য করে, তারা অগ্রাধিকারমূলক আচরণ পাওয়ার যোগ্য। সবচেয়ে ভালো ব্যাপার: একাডেমিতে প্রবেশ সাংকেতিক এবং শুধুমাত্র এক ইউরো খরচ।

|👣 কিন্তু তার আগে, আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে কোনো যুদ্ধ না হয়। এই কারণেই আমরা প্রথম প্রকল্প দিয়ে শুরু করছি, সেটা হলো: ⇨ সবার জানানো যে তারা একটি সাদা পতাকা টানবে। এটা কি যৌক্তিক? কারণ আমরা যদি মারা যাই, তাহলে বিকল্পটির কী লাভ?

|④ আমি ভাগ্য পরীক্ষা করছি। কে জানে – হয়তো বইটা আপনার হাতে উঠবে। ⇨ আর যদি না-ও ওঠে, তবু আমি খুশি যে অন্যের জীবনে একটুখানি আলো যোগ করতে পেরেছি। আপনাকে ধন্যবাদ। 👣

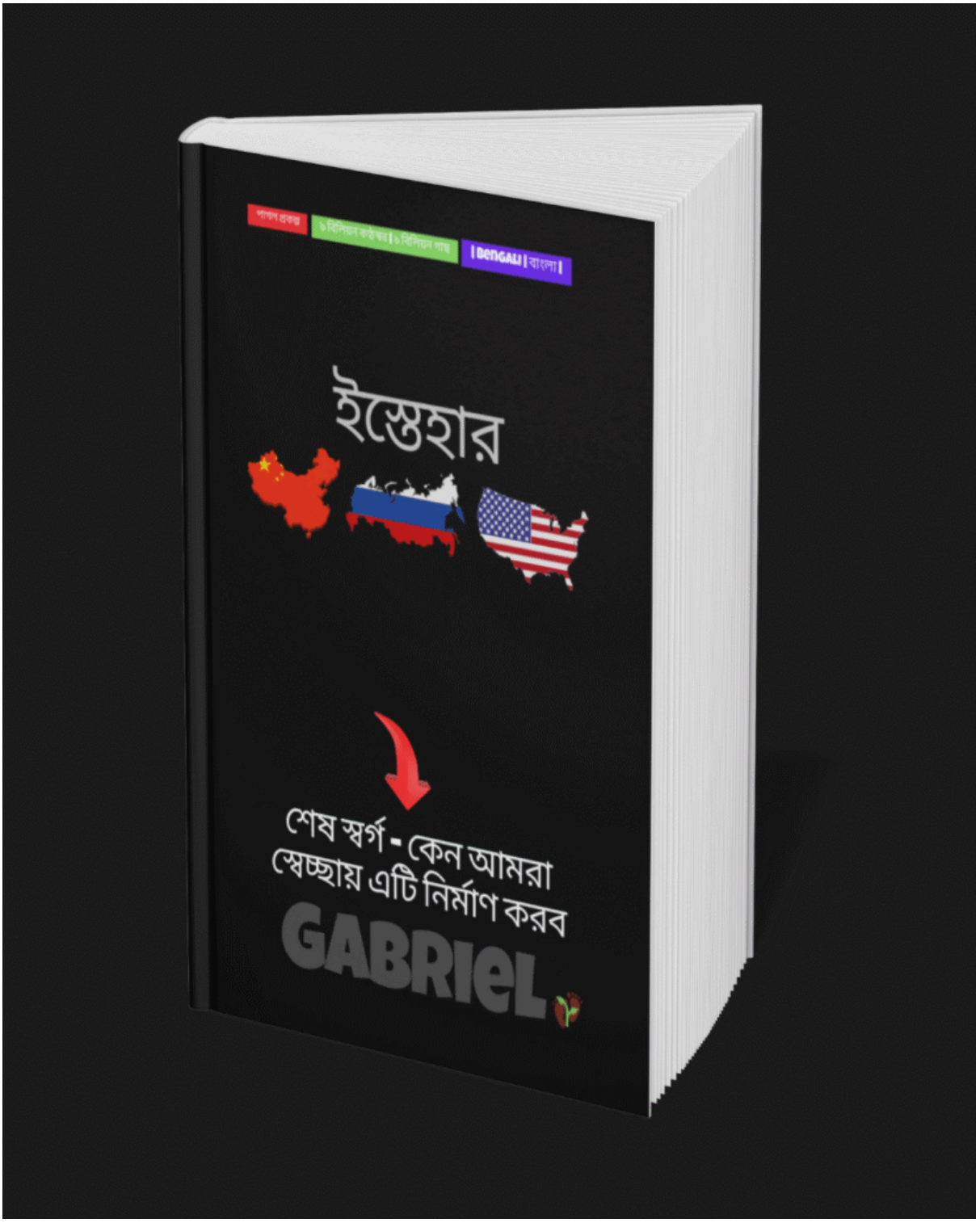

✕ | আমরা বইটি পড়ার পরামর্শ দিই। | কারণ আমরা এটি লিখেছি বলে নয়, না, না। |⇨ শুধু এজন্য যে এখন শিয়ালের মতো চালাক আর খরগোশের মতো বিনয়ী হওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। | তুমি তো বুঝতেই পারছ।

| 🇧🇩 খাঁটি অনুকল্প ⇨ যদি হয়...?

| 🌱 সম্পূর্ণ অনুমানমূলকভাবে বললে ⇨ কল্পনা করো এটা সত্যিই ঘটে... | ⇨ প্রতিটি হাতে, প্রতিটি কোণে একটি সাদা পতাকা। তুমি কি মনে কর আমরা এখনো থামানো যাব? ...তুমি এখন বুঝতে পারছ এটা কতটা বড় আকার নিতে পারে? বাড়ি ছাড়াই একটি বিপ্লব। ঠিক?

| 🌱 কল্পনা করো সবাই এখনই এটি করে... ⇨ তাহলে আমরা সব সময়ের সেরা ক্রিসমাস উদযাপন করব। ঠিক? এখন কি বুঝতে পারছ? আমাদের এটি পেতে কিছুই বাধা দিচ্ছে না। এটা টাকারও না, সময়েরও না। ঠিক?

| 🌱 এটা ছড়িয়ে দাও। যতজন পারো ততজনের কাছে। ⇨ এমন অবস্থায় আমাদের হারানোর আর কিছুই কি থাকবে? এটা সত্যিই ঘটলে আমরা কী অনুভব করব তা দেখতে আমি কৌতূহলী হব...

| 👣 তুমি কি আমাদের এটা অন্য ভাষায় অনুবাদ করতে সাহায্য করতে পারো? | এটা নিখুঁত হতে হবে না। ⇨ শুধু এতটাই ভালো যাতে বার্তাটি বোঝা যায়। | 🌱 এবং কার্যক্রম শুরু করো...

| 🇧🇩 কোথাও শুরু করো। [মাদার তেরেসা]

| 🌱 বর্তমান পরিস্থিতি অনুভূতি দিয়ে নয়, বিবেক দিয়ে সমাধান করা যায়। আর বিবেক শুধু মানুষের আছে, পশুদের নেই। তাই আমরা তাদের খাই।

| 🌱 তুমি এখন যা করবে, তাই সমস্ত মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। যদি তুমি একাডেমিতে যোগ দিতে সিদ্ধান্ত নাও, তাহলে বাকিরাও তাই করবে। আর শীঘ্রই পৃথিবীর প্রতিটি মুক্ত কোণে একটি করে গাছ থাকবে।

| 🌱 ধরো তুমি আমাদের নেতা। তুমি আমাদের কী করতে বলবে? আমাদের ভবিষ্যৎ তোমার হাতে। বলো আমাদের কী করা উচিত।

| ⇨ কাজ করবে নাকি শুধু কথা বলবে? তুমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছ?

| 👣 আমার পরামর্শ: ⇨ কোথাও শুরু করো!

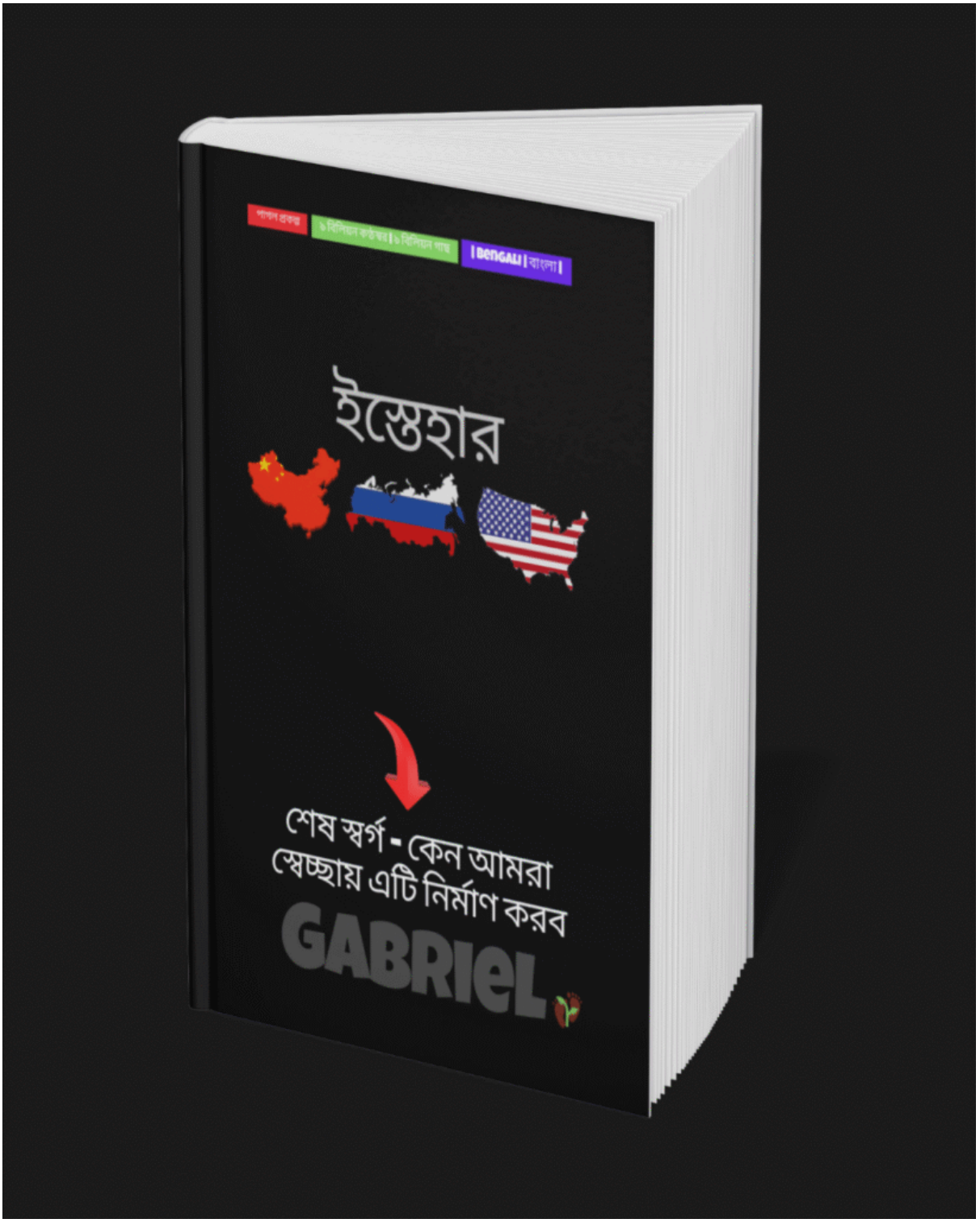

✕ | আমরা বইটি পড়ার পরামর্শ দিই। | কারণ আমরা এটি লিখেছি বলে নয়, না, না। |⇨ শুধু এজন্য যে এখন শিয়ালের মতো চালাক আর খরগোশের মতো বিনয়ী হওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। | তুমি তো বুঝতেই পারছ।

✕ | পড়া কঠিন। আমি জানি... তাই আইনও লেখা হয়। যাতে কেউ সেগুলো না পড়ে... চালাক, না? ⇨ এখন তুমি কিছু শিখেছ – "পড়া থেকে"।

🌱 | শিকড় অন্ধকারে বাড়ে, ⇨ কিন্তু তারা গাছকে ধারণ করে

| প্রথম শ্রেণী | ক্লাস ① | ⇨ বিষয় = ডিজিটাল ইউরো

↯

❌ | কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ, শিকড় নাকি গাছ? শিকড় ছাড়া কোন গাছ বাড়তে পারে না। তবুও একটি শিকড় থেকেই নতুন গাছ জন্ম নিতে পারে। | ⇨ তুমি যদি এটি বুঝে থাকো, তাহলে তুমি বুঝেছো এই ক্লাসে কী ঘটছে।

❌ | যে ব্যক্তি একদিন বিশ্বকে একটি নতুন অর্থের – একটি ডিজিটাল অর্থের – শুভ সংবাদ দিয়েছিলেন, তিনি আজ ইউরোপীয় সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট। তাই এটাই যৌক্তিক যে সবকিছু ইউরোপে শুরু হবে। ঠিক? | ⇨ আর এখন অবধি আমাদের অনুমানগুলো সত্যি প্রমাণিত হচ্ছে।

❌ | গত ৩০০০ বছরে বিশ্ব যত বড় পরিবর্তন দেখেছে, তার সবই ইউরোপে শুরু হয়েছে। | ⇨ আমেরিকা আবিষ্কৃত হল – আর সাথে সাথেই আদিবাসীরা অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেল। ইউরোপ। | ⇨ অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কৃত হল – আর সাথে সাথেই স্থানীয় বাসিন্দারা অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেল। ইউরোপ। | ⇨ আফ্রিকা, যেখান থেকে প্রথম মানুষ তার বিশ্বযাত্রা শুরু করেছিল, রেহাই পায়নি – দাসত্ব। আর দায়ী কে ছিল? ইউরোপ। তুমি প্যাটার্নটা চিনতে পারছো? | ⇨ ডিজিটাল ইউরোর মতো বিশ্বকে এত গভীরভাবে বদলে দেবে এমন কিছুর জন্য, তাই এটার শুরু ইউরোপে হওয়াই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত। আমাদের পর্যবেক্ষণগুলো কি যৌক্তিক? সেই কারণেই আমরা **ডিজিটাল ইউরো** দিয়ে শুরু করছি।

↧

|① তুমি যদি এখানে থাকো, তাহলে তুমি সবকিছু ঠিকই করেছ। (⇨) তবে, তুমি যদি আমাদের কোনো একটি ক্লাসে নিবন্ধন করতে চেয়ে থাকো, তবে তোমাকে আরও কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরতে হবে।

|👣 দুর্ভাগ্যবশত, এখানে আমাকে স্বীকার করতে হবে যে আমরা দুই, তিন ও চার নম্বর ক্লাসের নিবন্ধন সাময়িকভাবে স্থগিত রেখেছি। (⇨) শুধুমাত্র এক ও পাঁচ নম্বর ক্লাসের নিবন্ধন এখনও পরীক্ষামূলক পর্যায়ে চলছে।

|② আমাদের প্রথমবারের মতো অন্যান্য ক্লাসের জন্য নিবন্ধন স্থগিত করতে হয়েছিল কারণ আমরা মাত্র তিন দিনে অস্বাভাবিকভাবে বেশি নিবন্ধন রেকর্ড করেছি (⇨) এখানে ক্লাসে অংশগ্রহণের কথা নয় – সেটি নির্বিঘ্নে চলছে – এখানে কথা হচ্ছে অর্থের পরিমাণ নিয়ে। হ্যাঁ, সেই একসাথে আসা বড় অঙ্কের টাকা নিয়ে।

|③ | সতর্কতা | সমস্ত অর্থ জার্মানিতে প্রবাহিত হওয়া উচিত নয়। যদি সমস্ত পেমেন্ট জার্মান অ্যাকাউন্টে আসে, তবে সেগুলিকে আবার তাদের নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে হবে। (⇨) উদাহরণস্বরূপ: কেনিয়া থেকে আসা অর্থ কেনিয়ায় থাকা উচিত এবং সেখানে গাছ লাগানো উচিত। পেরু থেকে আসা অর্থ পেরুতে থাকা উচিত এবং সেখানে গাছ লাগানো উচিত।

|④ নিয়মটি সহজ। যে অর্থ একটি দেশ থেকে আসে, (⇨) তা বেশিরভাগই সেখানেই থাকা উচিত এবং স্থানীয়ভাবে কিছু পরিবর্তন আনা উচিত। গাছ লাগানো, প্লাস্টিক বর্জ্য নিষ্কাশন করা, বিভিন্ন স্থানীয় প্রকল্পে অর্থায়ন করা। শুধুমাত্র এইভাবে আমরা একই সাথে এবং সর্বত্র কাজ করতে পারি।

|(⇨) জলবায়ু উষ্ণতা এখন আর আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে না। এটি বর্তমানে আরও ত্বরান্বিত হচ্ছে। তাই আমাদের সর্বত্র থেকে কাজ করতে হবে।

|👣 তোমরাও কি লক্ষ্য করেছ পৃথিবী কতটা উষ্ণ হয়ে গেছে??? ক্রমাগত উষ্ণতর হচ্ছে, তাই না? এখন সবকিছু ত্বরান্বিত হচ্ছে।

|⑤ এর জন্য আমাদের এখন সমর্থন প্রয়োজন: (⇨) আমরা স্থানীয় মুদ্রায় বিশ্বজুড়ে পেমেন্ট গ্রহণের একটি সমাধান খুঁজছি, অর্থ জার্মানিতে স্থানান্তর না করে। আমাদের ধারণা আছে, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে আরও সহজ উপায় আছে। (⇨)
যে এই বার্তাটি শেয়ার বা ফরওয়ার্ড করতে পারে, সে বিশ্বের একটি মহান সেবা করবে।

|⑥ আমরা একটি সমাধান না পাওয়া পর্যন্ত, আমরা নিবন্ধন সবসময় সংক্ষিপ্তভাবে – এক বা দুই দিনের জন্য – খুলব এবং তারপর আবার বন্ধ করব।

|⑦ প্রথম ক্লাসটি বর্তমানে খোলা থাকে: (⇨) সেখানে বিষয় হল "ডিজিটাল ইউরো"। এটি এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? কারণ ডিজিটাল ইউরো অনেক মানুষের জীবন বদলে দেবে।

|⑧ ইউরোপ 27টি দেশ নিয়ে গঠিত। সবাই ডিজিটাল ইউরো দ্বারা প্রভাবিত হবে। এছাড়াও, সেই 14টি আফ্রিকান উপনিবেশ যাদের নিজস্ব অর্থ নেই, কিন্তু এমন কিছু ব্যবহার করে যা দেখতে অর্থের মতো এবং ইউরোর সাথে যুক্ত (1 € = 655.957 সিএফএ ফ্রাঙ্ক)। এর মানে, ইউরোর যে কোনও পরিবর্তন তাদের (বন্ধনীতে) অর্থও পরিবর্তন করবে।

|⑨ প্রায় এক বিলিয়ন মানুষ এতে প্রভাবিত হবে। এবং যদি মনে করা হয় যে তারা প্রতিদিন সারা বিশ্বের সাথে বিনিময় করে, তাহলে পরিণতি ভয়াবহ হবে। তাই, এই কোর্সটি আমাদের ক্ষুদ্রতম, তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোর্স। এবং সবার এটি থাকা আবশ্যক।

|⑩ | নোট | (⇨) অন্যান্য সমস্ত ডিজিটাল মুদ্রা ডিজিটাল ইউরোর মতো। এর মানে, যে ডিজিটাল ইউরোর পটভূমিতে কী ঘটছে তা বুঝতে পারবে, সে নিশ্চয়ই ডিজিটাল ডলার এবং অন্যান্য সব বুঝতে পারবে।

|⑪ আমি যারা ইতিমধ্যে পরবর্তী ক্লাসে অংশ নিতে চান, তাদের আরও কিছু ধৈর্য চাই। মাঝে মাঝে চেক করুন যে অন্যান্য ক্লাসের নিবন্ধন আবার খোলা হয়েছে কিনা। তারপর পর্যন্ত, তাদের প্রথমে বুঝতে হবে ডিজিটাল ইউরোর আড়ালে আসলে কী রয়েছে।

|⑫ | সবার জন্য আমার পরামর্শ: | (⇨) যখন অর্থ পরিবর্তন করা হয়, জনগণকে বছরের বা মাসের আগে জানানো হয় না। যখন অর্থের অবমূল্যায়ন করা হয়, তখনও তা করা হয় না। কেন করবে? যখন সেই দিন আসবে, সবাই উঠে দাঁড়াবে এবং তার কাছে নতুন অর্থ এবং নতুন গেমের নিয়ম থাকবে।

|⑬ যে এটির সাথে ভালোভাবে মোকাবিলা করেছে সে ভাগ্যবান হয়েছে। যে ভেবেছিল জ্ঞান কোথাও থেকে তার কাছে চলে আসবে, সে ভাগ্যহীন হয়েছে। কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট চ্যানেলের মাধ্যমে যোগাযোগ করে। (⇨) এবং সেটা টেলিভিশনে রাত আটটার খবর নয়।

|⑭ যারা এখনও বুঝতে পারেনি যে আমাদের বর্তমান অর্থ সোনার সাথে যুক্ত নয়, অনুগ্রহ করে সমাধান ১ থেকে পড়ুন। যারা বুঝতে পারেনি যে নতুন অর্থ সোনার সাথে যুক্ত হবে, অনুগ্রহ করে শুরু থেকে সবকিছু পড়ুন।

|⑮ এবং যারা বুঝতে পারেনি যে পুরানো অর্থ মূল্যহীন হয়ে যাবে যখন নতুনটি আসবে, (⇨) আমি আর জানি না কিভাবে তাদের বুঝাব।

|⑯ বাকি সবাই, দয়া করে এখান থেকে শুরু করুন। কোর্সটি যথেষ্ট সস্তা যাতে আমরা কোনো সিস্টেম ত্রুটি তৈরি না করি।

|⑰ | নোট | একাডেমির সমস্ত ছাত্র এই কোর্স দিয়ে শুরু করে... পরে তারা কোন ক্লাসে যাবে তা নির্বিশেষে, তারা সবাই এখানে, প্রথম ক্লাস দিয়ে শুরু করবে। তাই, আমি আপনাকে তাড়াতাড়ি শুরু করার পরামর্শ দিচ্ছি। (⇨) আমাদের স্কুল প্রথম শ্রেণী দিয়ে শুরু হয়, চতুর্থ শ্রেণী দিয়ে নয়।

|⑱ | নোট | যত তাড়াতাড়ি সিস্টেমটি নির্বিঘ্নে কাজ করবে, সমস্ত কোর্স নিয়মিত মূল্যে দেওয়া হবে। (⇨) একাডেমি ছাত্রদের পিছনে দৌড়ায় না যাতে তারা একাডেমিতে যোগ দেয়। না, না। একাডেমি হল সমস্ত 9 বিলিয়ন মানুষের জন্য একটি স্কুল, এবং এটি যে অর্থ সংগ্রহ করে, তা সমস্ত শিক্ষার্থীর সাথে মিলে বিলিয়ন বিলিয়ন গাছও রোপণ করে। (⇨) অফার বা কম টাকার জন্য একটি কোর্স অফার করা একাডেমির কোনো সুবিধা আনে না এবং আমাদের বিশ্ব উষ্ণায়ন বন্ধ করে না। আমি আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন...

|⑲ একাডেমি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চেয়েও কম। হয় আপনি আপনার টাকা রাখুন, তাহলে সেটা মূল্যহীন হয়ে যাবে, অথবা আপনি এখনও সময় নিন, তাহলে সেটাও মূল্যহীন হয়ে যাবে – আপনার যদি প্রশ্ন থাকে, আপনি আপনার দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। (⇨) বিকল্পভাবে, আপনি একাডেমিতে অংশ নেন, এবং ক্লাস ফিগুলি তখন সবার জন্য গাছ লাগাবে।

✕ | আপনার পছন্দ আছে। হয় আপনি একাডেমির সাথে যান, নয়তো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে যান। উভয়েরই যা উদ্দেশ্য, আপনি ইতিমধ্যেই তা জানেন।

| 🇧🇩 খাঁটি অনুকল্প ⇨ যদি হয়...?

| 🌱 সম্পূর্ণ অনুমানমূলকভাবে বললে ⇨ কল্পনা করো এটা সত্যিই ঘটে... | ⇨ প্রতিটি হাতে, প্রতিটি কোণে একটি সাদা পতাকা। তুমি কি মনে কর আমরা এখনো থামানো যাব? ...তুমি এখন বুঝতে পারছ এটা কতটা বড় আকার নিতে পারে? বাড়ি ছাড়াই একটি বিপ্লব। ঠিক?

| 🌱 কল্পনা করো সবাই এখনই এটি করে... ⇨ তাহলে আমরা সব সময়ের সেরা ক্রিসমাস উদযাপন করব। ঠিক? এখন কি বুঝতে পারছ? আমাদের এটি পেতে কিছুই বাধা দিচ্ছে না। এটা টাকারও না, সময়েরও না। ঠিক?

| 🌱 এটা ছড়িয়ে দাও। যতজন পারো ততজনের কাছে। ⇨ এমন অবস্থায় আমাদের হারানোর আর কিছুই কি থাকবে? এটা সত্যিই ঘটলে আমরা কী অনুভব করব তা দেখতে আমি কৌতূহলী হব...

| 👣 তুমি কি আমাদের এটা অন্য ভাষায় অনুবাদ করতে সাহায্য করতে পারো? | এটা নিখুঁত হতে হবে না। ⇨ শুধু এতটাই ভালো যাতে বার্তাটি বোঝা যায়। | 🌱 এবং কার্যক্রম শুরু করো...

| 🇧🇩 কোথাও শুরু করো। [মাদার তেরেসা]

| 🌱 বর্তমান পরিস্থিতি অনুভূতি দিয়ে নয়, বিবেক দিয়ে সমাধান করা যায়। আর বিবেক শুধু মানুষের আছে, পশুদের নেই। তাই আমরা তাদের খাই।

| 🌱 তুমি এখন যা করবে, তাই সমস্ত মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। যদি তুমি একাডেমিতে যোগ দিতে সিদ্ধান্ত নাও, তাহলে বাকিরাও তাই করবে। আর শীঘ্রই পৃথিবীর প্রতিটি মুক্ত কোণে একটি করে গাছ থাকবে।

| 🌱 ধরো তুমি আমাদের নেতা। তুমি আমাদের কী করতে বলবে? আমাদের ভবিষ্যৎ তোমার হাতে। বলো আমাদের কী করা উচিত।

| ⇨ কাজ করবে নাকি শুধু কথা বলবে? তুমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছ?

| 👣 আমার পরামর্শ: ⇨ কোথাও শুরু করো!

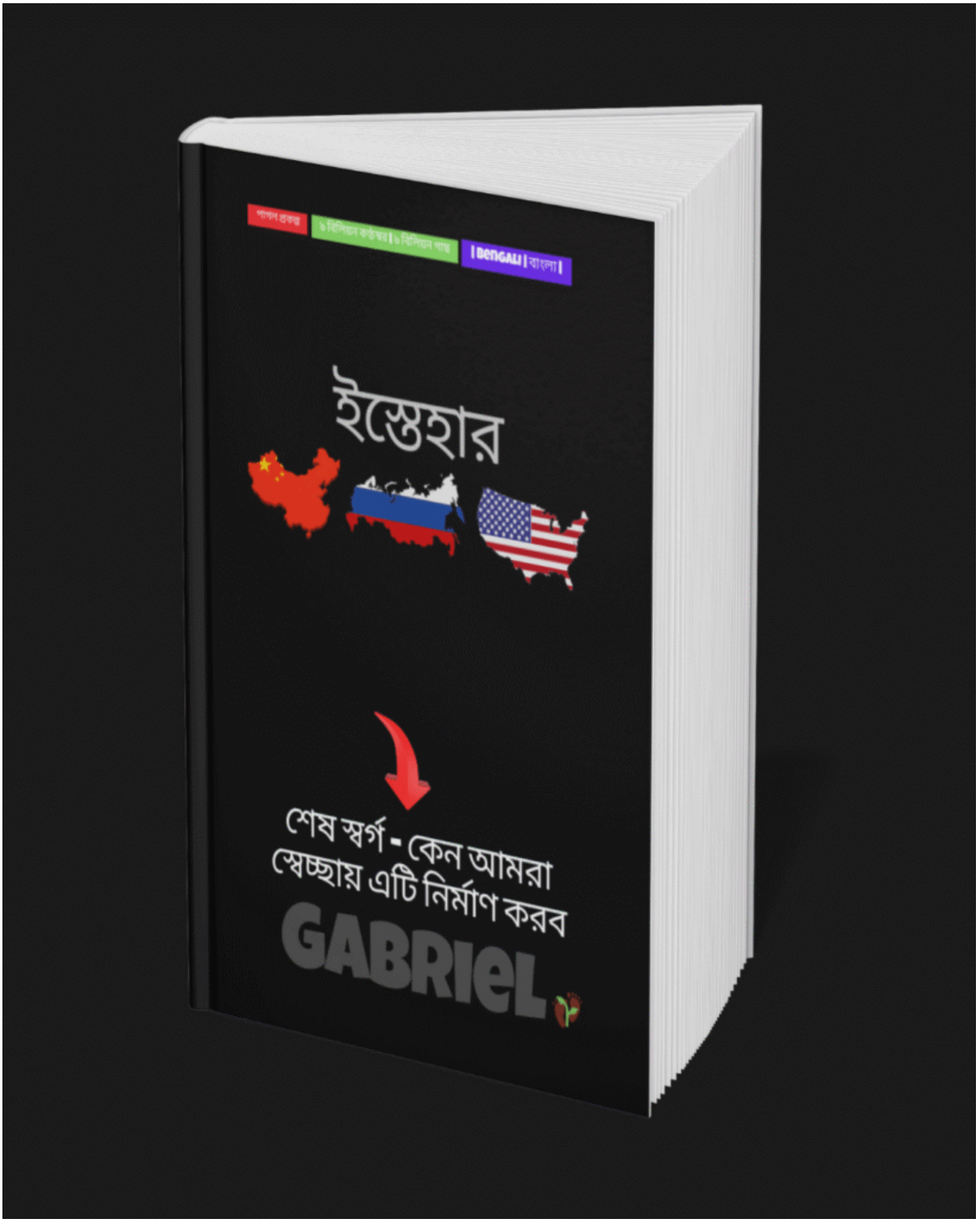

✕ | আমরা বইটি পড়ার পরামর্শ দিই। | কারণ আমরা এটি লিখেছি বলে নয়, না, না। |⇨ শুধু এজন্য যে এখন শিয়ালের মতো চালাক আর খরগোশের মতো বিনয়ী হওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। | তুমি তো বুঝতেই পারছ।

✕ | পড়া ক্লান্তিকর, আমি জানি। কল্পনা করো: দুটি শিশু প্রথম শ্রেণীতে আছে। একজন পড়ে, অন্যজন কখনো পড়ে না – কারণ তার কাছে এটা খুবই ক্লান্তিকর। তুমি কী মনে কর, স্কুল তাকে কোথায় পাঠাবে?

🌱 | ১২ মাসের সহযোগিতা সহ এক্সক্লুসিভ প্যাকেজ

| ক্লাস ①-⑤ | Class ①-⑤ |

↯

❌ | আমরা এটিকে ডায়মন্ড ক্লাস বলি।

❌ | তোমার কাছে এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত সব ক্লাস আছে। সঠিক ক্লাস বেছে নেওয়া নিয়ে চিন্তা করার কোনো দরকার নেই। এতে তুমি কিছুই মিস করবে না। এতে তুমি সব পাবে।

❌ | এই ক্লাসটি শুধুমাত্র উদ্যোক্তাদের জন্য বাধ্যতামূলক। বাকি সবার জন্য, এটি স্বেচ্ছাসেবী। তবে, আমরা স্পষ্টভাবে সবারই এই ক্লাসের সুপারিশ করি।

↧

|(⇨) | আপনি যেই হোন না কেন, যেখানেই থাকুন না কেন, একটি বিষয় পরিষ্কারভাবে বুঝুন: আমরা এখানে → কোন অর্থনৈতিক মন্দার মুখোমুখি নই। না। আমরা → একটি **মুদ্রা সংকটের** সম্মুখীন। |👣 এই তফাতটি এত স্পষ্টভাবে বোঝাতে যে সবাই চূড়ান্তভাবে বুঝে নেয়, তার জন্য আমাদের বছরের পর বছর লেগেছে।

|(⇨) আমরা একে প্রায়শই লবণ ও চিনির সাথে তুলনা করি। দেখতে এক। কেবল স্বাদেই আসল ফারাক বোঝা যায়। আর আমাদের লক্ষ্য হলো, আপনি যেন 'স্বাদ নেওয়ার' আগেই বিষয়টি আত্মস্থ করে নেন। তখন খুব দেরি হয়ে যাবে। বুঝতে পারছেন তো?

|① একটি মুদ্রা সংকট অত্যন্ত দুর্লভ ঘটনা। প্রতি শতাব্দীতে একবার ঘটে। (⇨) আর এর পরিণামের বিচারে, এটি বৃষ্টি আর ঘূর্ণিঝড়ের পার্থক্যের মতো। এখানে বৃষ্টি হলো অর্থনৈতিক সংকট – যা বারবার আসে, আর

দৃশ্যমান ক্ষতি প্রায় রাখেই না। আর ঘূর্ণিঝড় হলো **মুদ্রা সংকট**। (⇨) এটি ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু সমস্ত কিছু ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে।

|② দয়া করে আমাদের কথাটি সঠিকভাবে বুঝুন। এটি এতটাই দুর্লভ যে, এ সম্পর্কে কোনও প্রামাণিক দলিলই খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। অথচ এই মুহূর্তে আমরা যে অর্থনৈতিক ঘটনার সম্মুখীন, তা ঠিক এটিই: একটি মুদ্রা সংকট, কোনও অর্থনৈতিক মন্দা নয়। যখন আপনি উভয়ের ফলাফলের দিকে তাকাবেন, তখন বুঝবেন কেন এই ঘটনা রাষ্ট্র ও সকল বিশেষজ্ঞকে আতঙ্কিত করে তোলে। আমাদের এই আতঙ্ক যদি আপনার বোধগম্য না হয়, আমি ভিন্নভাবে বুঝিয়ে বলি।

|③ অর্থনীতির যখন সমস্যা হয়, আমরা বলি এটি সংকটে – একটি অর্থনৈতিক মন্দা। তখন রাষ্ট্র বা সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা নিতে পারে, যেমন "সবার জন্য বা কেবল ব্যবসায়ীদের জন্য কর মওকুফ"। সাধারণত, পুরো অর্থনীতি আবার সচল হয়ে ওঠে এবং প্রায় কেউই তার সম্পদের ওপর সরাসরি আঘাত টের পায় না। তাই "অর্থনৈতিক সংকট" কথাটি শুনতে তেমন ভয়াবহ শোনায় না। (কারণ আমরা এটা বহুবার শুনেছি, আর জীবন কোনও না কোনওভাবে চলে গেছে)।

|④ একটি **মুদ্রা সংকট** সম্পূর্ণ ভিন্ন কাহিনী। মুদ্রা, সহজ কথায়, টাকারই আরেক নাম। তাই, যখন আপনি "মুদ্রা সংকট" শোনেন, তার মানে **টাকার নিজেরই** সমস্যা আছে। আর যদি সবার পকেটে থাকা টাকাই ত্রুটিপূর্ণ হয়, তাহলে স্পষ্টই সমস্যাটি প্রকাণ্ড। **এই** তফাতটিই আপনাকে বুঝতে হবে।

|⑤ লবণ-চিনি দেখতে এক, স্বাদে আলাদা, তাই না? বৃষ্টি আর ঘূর্ণিঝড় – দুটোতেই বাতাস আর পানি, তাই না? কিন্তু পরিণতি সম্পূর্ণ বিপরীত, **তা হলে কি?** যদি এটা বুঝে থাকেন, তাহলে আপনি এও বুঝেছেন: **আপনাকে প্রস্তুত হতে হবেই।** কারণটি সরল।

|⑥ একটি মুদ্রা সংকটের সমাধান **কেবল নতুন মুদ্রার** মাধ্যমেই সম্ভব। এর মানে, পুরনো সব টাকাকে বিভিন্ন কৌশলে (বই **"ম্যানিফেস্টো"** দেখুন) কৃত্রিমভাবে অচল করে দেওয়া হবে, এবং একটি নতুন, তাজা, ত্রুটিহীন মুদ্রা চালু করা হবে। আর তখন থেকে আমরা নতুন মুদ্রা ব্যবহার করব, পুরনোটি নয়।

|⑦ নতুন মুদ্রা সবার হাতে পৌঁছে গেলে, সংকট শেষ হবে, এবং পরেরটির জন্য আবার প্রায় একশ বছর অপেক্ষা করতে হবে। যা আপনার মনে রাখা দরকার তা হলো: আমরা এই মুহূর্তে যে টাকা ব্যবহার করছি, সেটি **অচল হয়ে যাবে** (কারণ এটি ১৯৭১ সাল থেকেই ত্রুটিপূর্ণ)।

|⑧ আপনাকে এ থেকে মানসিক দূরত্ব বজায় রাখতে শিখতে হবে। আমরা শুধু টাকা **ব্যবহার** করি। আমরা এটা খাই না, পান করি না, এটা আমাদের দেহের অংশ নয়। এটি একটি বাহ্যিক সরঞ্জাম। একটি মানবসৃষ্ট আবিষ্কার। আর সব আবিষ্কারেরই যেমন একটা সমাপ্তি আছে, যতদিনই তা ভালোভাবে কাজ করুক না কেন। তাই, এটা আপনার কোনও দোষ নয়। একেবারেই না। আপনি সম্পূর্ণ নির্দোষ। **এটির** সমস্যা আছে, **আপনার** নয়।

|⑨ এই ঘটনা আবার ফিরে আসার সময়, বেশ কয়েক প্রজন্ম চলে যাবে এবং তখন কোনও জীবন্ত স্মৃতি থাকবে না। তাই লোকেরা "অর্থনৈতিক সংকট"-এর কথা বলে, যদিও এটি একটি মুদ্রা সংকট, আর আমরা নিজেদের বলি: **"যেমন-তেমন করে চলে যাবে।"** হ্যাঁ, চলে যাবে। কিন্তু **কী মূল্যে?**

|⑩ আমরা নোবেল পুরস্কার বিজয়ী। আমরা জানি কী আসছে। আপনার যদি সন্দেহ থাকে এবং ভাগ্যক্রমে ১২০ বছর বয়সী কোনও ব্যক্তিকে চেনেন, তবে তাকে জিজ্ঞাসা করুন। শেষ বড় মুদ্রা সংকটের সময় তাঁর বয়স ছিল কুড়ির কোঠায়। তখন তাঁর টাকাপয়সার সাথে যোগাযোগের বয়স। তিনি এখন বলতে পারবেন, সত্যিই তা কতটা ভয়াবহ ছিল।

|⑪ আমাদের কষ্ট এই যে, আমরা এটি থামাতে পারব না। যেমন আপনি ঘূর্ণিঝড় বা মুষলধারে বৃষ্টি থামাতে পারবেন না। উভয় ক্ষেত্রেই আপনি ভিজে যাবেন। কেবল যার হাতে একটা মজবুত ছাতা আছে, সে নিরাপদ আশ্রয় না পাওয়া এবং ঘূর্ণিঝড় না কাটা পর্যন্ত নিজেকে রক্ষা করতে পারবে। আর আমরা, একাডেমি, **সেই ছাতা**। আর সবার দরকার মাত্র একটা জিনিস: **জ্ঞান**।

|⑫ প্রক্রিয়া, পরিণতি, সমাধান সম্পর্কে জ্ঞান। এটি পেতে হলে, আপনাকে নিবন্ধন করতে হবে। ঘূর্ণিঝড় আসন্ন দেখলে, আপনি কাঠ কিনে জানালা-দরজা মজবুত করতে টাকা খরচ করেন। মুদ্রা সংকট আসন্ন দেখলে, আপনি একাডেমির উপযুক্ত শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং শিখেন। যদি এটা বুঝে থাকেন, তবে আপনাকে অভিনন্দন।

|⑬ বাকি সবার কাছে আমি বলি: আমরা ৯০০ কোটি মানুষ, আর সবাই টাকা ব্যবহার করে! এখানে প্রত্যেকের প্রয়োজন কীভাবে হিসাব করা সম্ভব? রাষ্ট্র একটি সমাধান বাস্তবায়ন করবে, আর সেটা সবার জন্য প্রযোজ্য হবে। আপনি একজন ব্যক্তি হিসেবে কি ভাবছেন, কি আশা করছেন, কি সন্দেহ করছেন বা কি কল্পনা করছেন – তার কোনও ভূমিকা এখানে নেই। বুঝতে পেরেছেন আশা করি।

|⑭ সোনালি নিয়ম: আপনার মাথার ভেতরের জ্ঞানই আপনার পকেটের সম্পদ। এটি আপনার। কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। কেউ এর মান কমাতে পারবে না। বাজেয়াপ্ত করা যাবে না। রাষ্ট্রও না, সরকারও না। (⇨) জ্ঞানের সাহায্যে আপনি যা অর্জন করতে পারেন, তা না থাকলে অসম্ভব।

|⑮ আপনার সম্পদ সুরক্ষিত রাখতে চান? তাহলে শিখে নিন কীভাবে সেটা করতে হয়। আমাদের জানা আর কোনও পথ নেই। আশা করি, এখন আপনি এটি পুরোপুরি এবং সঠিকভাবে বুঝেছেন। না হলে:

|(⇨) নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন: মাত্র একশ বছর আগের টাকার কী হল? ধনী লোক তো সব সময়ই ছিল। একশ বছর আগের ধনীদের কী হল? সব সম্পদ কোথায় গেল? এখন, যদি বাইরে বৃষ্টি পড়ে এবং আপনার ব্যাগে একটি ছাতা থাকে, আপনার প্রথম প্রবৃত্তি কি হবে? (⇨) ছাতা খুলে শুকনো থাকবেন? নাকি বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে হাঁটবেন, আর ছাতাটি ব্যাগেই পড়ে থাকবে, এই ভয়ে যে সেটা ভিজে যাবে? শেষ পর্যন্ত, তাতে তো টাকা খরচ হয়েছে...

|👣 বুদ্ধিমান মানুষ ছাতা খুলবে। কারণ, তার কাছে যত টাকাই থাক না কেন, সেটা কি কাজে লাগবে যদি সে ভিজে সর্দিজ্বরে আক্রান্ত হয়? শুধু ছাতাটা **সময়মতো** খুলতে হবে। এতক্ষণ অপেক্ষা করবেন না যতক্ষণ না পুরোপুরি ভিজে গেছেন। যুক্তিসঙ্গত, তাই না? তাই, আপনার কাছে যদি ছাতা থাকে, তবে তা ব্যবহার করুন। শুকনো থাকুন, আর জীবন চলতে থাকুক। (⇨) আমাদের ১২ মাসের পরামর্শ কর্মসূচিই **সেই ছাতা**। আশা করি এখন বিষয়টি স্পষ্ট।

|⑯ শেষ করতে গিয়ে বলি: আপনাকে এখানে পেয়ে ভালো লাগল, কিন্তু আসন্ন সপ্তাহ ও মাসগুলো আমাদের সবার জন্যই চ্যালেঞ্জিং হবে। টাকা আমাদের বৈশ্বিক ব্যবস্থার ভিত্তি – এর গভীর শিকড় – এবং এটি **এই মুহূর্তে তার গোড়ায় আঘাত পাচ্ছে**। আমরা এমন একটি অপরাধের শাস্তি পাচ্ছি যা আমরা করিনি।

|↳ পঞ্চাশ বছর ধরে টাকার সাথে যে কারচুপি চলেছে, তার দায় আমাদের নয়। আমরা দোষী নই; আমরা সাধারণ নাগরিক, আমরা জনগণ। ↳ কিন্তু অতীতের জন্য বিলাপ করলে তা কোনও কিছুই বদলাবে না, তাই না? আর ভবিষ্যতের জন্যও তেমন কিছু পরিবর্তন করবে না। আমাদের সামনে এখন একটাই পথ: (⇨) **আগামীর দিকে তাকানো**।

|(⇨) ভালো খবর হলো: আমরা অন্তত এখন টাকা বদলে সঠিক কাজটি করছি। যা আমাদের ৫০ বছর আগেই **করতে হতো**।

|⑰ যেকোনও উত্তরণকালে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সময়মতো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া। তথ্যই শক্তি। সব দেশ একই দিনে তাদের মুদ্রা বদলাবে না। আর এটি একটি বিশাল সমস্যা। হ্যাঁ! এক বিরাট দুরূহ অবস্থা। উদাহরণস্বরূপ: ↳ ব্রাজিল যদি, ধরা যাক, নতুন ইউরো সাথে সাথে গ্রহণ না করে, তবে সেই সময়ের মধ্যে ইউরোপে কফি পৌঁছাবে না। যুক্তি এতই সরল। ব্রাজিল সরকার নতুন মুদ্রা স্বীকৃতি দিলে তবেই কৃষকরা তাদের কফি বিক্রি করতে পারবে। ↳ আর এটা তেমন সহজ হবে না। আর এটা অসংখ্য উদাহরণের মাত্র একটা। বিশ্বে প্রায় ১৯৫টি দেশ আছে এবং আমরা সবকিছুর বাণিজ্য করি। (⇨) এই নির্দিষ্ট পরিস্থিতির জন্য আমরা একটি বিকল্প প্রস্তুত করেছি। একটি **'প্ল্যান বি'**। |👣 আপনি এই পরামর্শ কর্মসূচির অংশ হিসেবে এটি পাবেন।

|⑱ কোর্সটি ধীরে শুরু হবে কিন্তু দ্রুত গতি পাবে। কারণ হলো **"হোয়াইট ফ্ল্যাগ মুভমেন্ট"**। **"এটিই বর্তমানে আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার"**। কারণ আমাদের হাতে থাকা তথ্য বলে দেয়, আমরা একটি বড় সংঘাতের কতটা কাছাকাছি। যদি আমরা জীবিত না থাকি, তবে পৃথিবীর সব টাকা আর সব গাছ আমাদের কোন কাজে আসবে না। তাই, এটিই আমাদের এক নম্বর অগ্রাধিকার।

|⑲ আপনি এখন আমাদের তত্ত্বাবধানে আছেন – নিশ্চিন্ত থাকুন, আমরা আপনার ভালোভাবে দেখভাল করব। আপনি আমাদের সেরা পাঠ্যক্রম পাচ্ছেন। আপনার নিবন্ধন এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত সব শ্রেণীর জন্য খোলা। |(⇨) যদি কিছু ঠিকমতো কাজ না করে, অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন: ⇨ WhatsApp | WeChat | Telegram | +49 1573 0812931 | অথবা ইমেইলে: info@francis-tonleu.org।

|👣 আরেকবার স্বাগতম।

|❌ পি.এস.: ↪ কেউ কেউ নোবেল বিজয়ীদের কাছ থেকে বিনামূল্যে সাহায্য পাওয়ার আশা করে। এতে করে তারা সব জ্ঞানার্জন করতে পারবে আর তাদের টাকাও **খরচ হবে না**। (⇨) এটি **জোঁকের** মানসিকতা। |❌ বর্তমানে, আমরা এই জ্ঞানের একমাত্র ধারক। একজন শেফের রান্না করার দক্ষতা থাকে। এটি আমাদের দক্ষতা। আর কোর্সের নিবন্ধন থেকে প্রাপ্ত আয় দিয়ে আমরা সারা বিশ্বে গাছ রোপণ করি – যা জোঁক করে না। এটি কি একটি মহৎ উদ্দেশ্য নয়?

❌ | ইচ্ছে করলে নিজের উপর সঞ্চয় করুন। ইচ্ছে করলে শিখুন। | 👣 ⇨ সমস্ত সত্য আপনি ইতিমধ্যেই জানেন।

| 🇧🇩 খাঁটি অনুকল্প ⇨ যদি হয়...?

| 🌱 সম্পূর্ণ অনুমানমূলকভাবে বললে ⇨ কল্পনা করো এটা সত্যিই ঘটে... | ⇨ প্রতিটি হাতে, প্রতিটি কোণে একটি সাদা পতাকা। তুমি কি মনে কর আমরা এখনো থামানো যাব? ...তুমি এখন বুঝতে পারছ এটা কতটা বড় আকার নিতে পারে? বাড়ি ছাড়াই একটি বিপ্লব। ঠিক?

| 🌱 কল্পনা করো সবাই এখনই এটি করে... ⇨ তাহলে আমরা সব সময়ের সেরা ক্রিসমাস উদযাপন করব। ঠিক? এখন কি বুঝতে পারছ? আমাদের এটি পেতে কিছুই বাধা দিচ্ছে না। এটা টাকারও না, সময়েরও না। ঠিক?

| 🌱 এটা ছড়িয়ে দাও। যতজন পারো ততজনের কাছে। ⇨ এমন অবস্থায় আমাদের হারানোর আর কিছুই কি থাকবে? এটা সত্যিই ঘটলে আমরা কী অনুভব করব তা দেখতে আমি কৌতূহলী হব...

| 👣 তুমি কি আমাদের এটা অন্য ভাষায় অনুবাদ করতে সাহায্য করতে পারো? | এটা নিখুঁত হতে হবে না। ⇨ শুধু এতটাই ভালো যাতে বার্তাটি বোঝা যায়। | 🌱 এবং কার্যক্রম শুরু করো...

| 🇧🇩 কোথাও শুরু করো। [মাদার তেরেসা]

| 🌱 বর্তমান পরিস্থিতি অনুভূতি দিয়ে নয়, বিবেক দিয়ে সমাধান করা যায়। আর বিবেক শুধু মানুষের আছে, পশুদের নেই। তাই আমরা তাদের খাই।

| 🌱 তুমি এখন যা করবে, তাই সমস্ত মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। যদি তুমি একাডেমিতে যোগ দিতে সিদ্ধান্ত নাও, তাহলে বাকিরাও তাই করবে। আর শীঘ্রই পৃথিবীর প্রতিটি মুক্ত কোণে একটি করে গাছ থাকবে।

| 🌱 ধরো তুমি আমাদের নেতা। তুমি আমাদের কী করতে বলবে? আমাদের ভবিষ্যৎ তোমার হাতে। বলো আমাদের কী করা উচিত।

| ⇨ কাজ করবে নাকি শুধু কথা বলবে? তুমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছ?

| 👣 আমার পরামর্শ: ⇨ কোথাও শুরু করো!

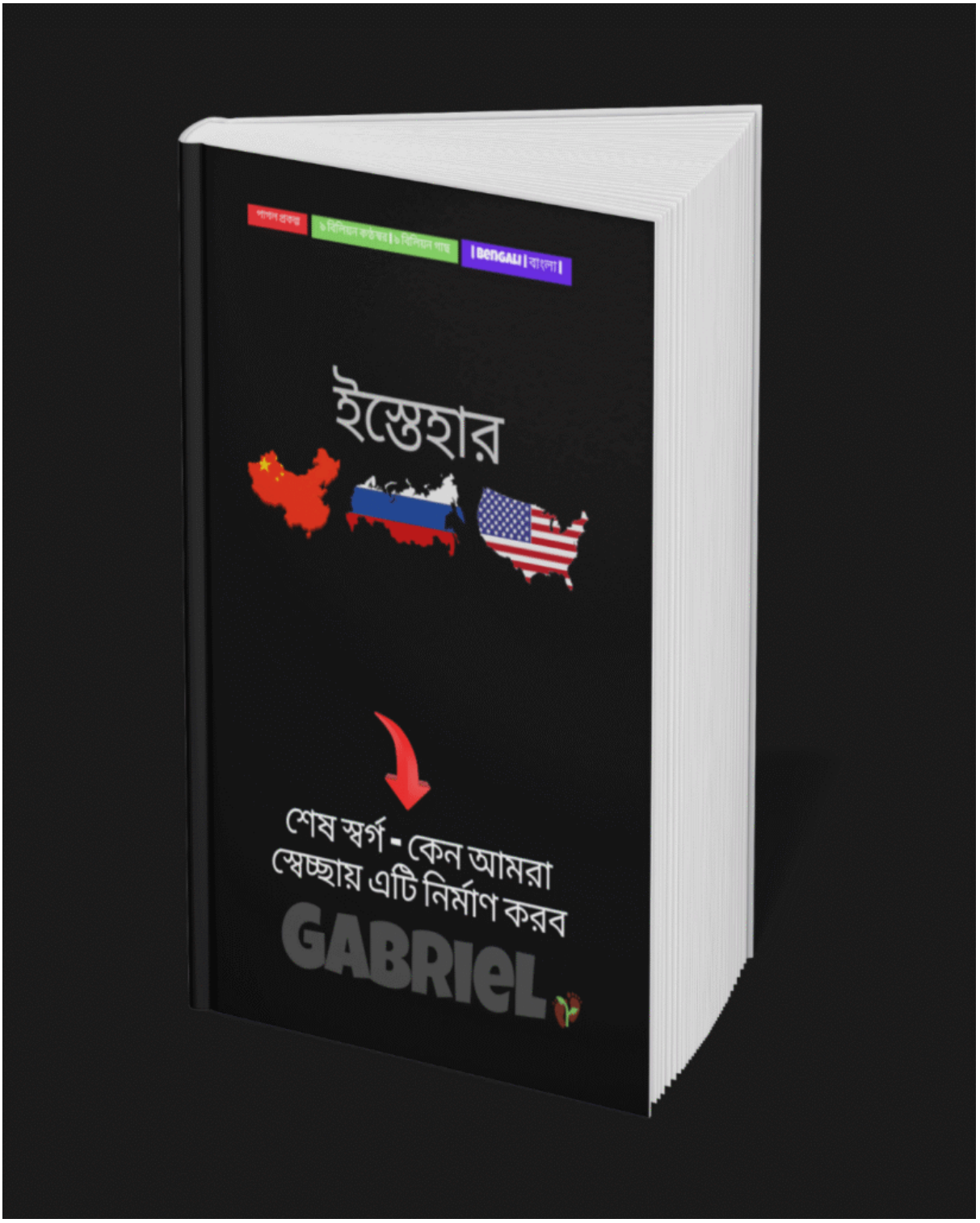

✕ | আমরা বইটি পড়ার পরামর্শ দিই। | কারণ আমরা এটি লিখেছি বলে নয়, না, না। |⇨ শুধু এজন্য যে এখন শিয়ালের মতো চালাক আর খরগোশের মতো বিনয়ী হওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। | তুমি তো বুঝতেই পারছ।

✕ | পড়তে অনেক সময় চুরি হয়, আমি জানি... তুমি কি মনে কর লেখা ভাল? তুমি কি বিশ্বাস কর একটি শিশুর জানা উচিত কখন পড়ার সময় আর কখন সময় নষ্ট করার সময়?

🌱 | ধন্যবাদ এবং বিদায়।

↯

❌ | এটা কেমন লাগে বুঝতে পারা যে পৃথিবী ক্রমশ উষ্ণতর হচ্ছে? এবং যে এটি আর থামবে না? প্রতি বছর আরও বেশি? ১০ বছরের মধ্যে তা গরম হয়ে যাবে। কেমন লাগে?

❌ | আমার লক্ষ্য হলো তুমি যেন জানো, শুধু তোমার একার মতামত কোনো কাজে আসবে না। এখানে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতই আমাদের সাহায্য করবে।

❌ | আমার লক্ষ্য হলো তুমি যেন বুঝতে পারো, আমি ইতিমধ্যেই বিশ্বের সেরাদের একত্রিত করেছি, এবং যদি বিশ্ব তার সেরাদের কথা না শোনে, তবে বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাবে। হিসাবটা এতটাই সহজ।

↧

| ① তোমার সবচেয়ে বড় ভয়টা কী? আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

| ② কেউ কিছুই না করলে কী হবে? জবাবে আমাকেই ফেরত প্রশ্ন শুনতে হল।

| ③ আমার উত্তর ছিল সোজাসাপটা: ⇨ নারীদের ভাগ্যে যা ঘটতে চলেছে, সেটাই সবচেয়ে বড় দুঃখের... বিশেষ করে ইউরোপ ও আমেরিকায়... হ্যাঁ-হ্যাঁ, এই দুই মহাদেশেই।

| ④ শেষ পাঁচটি স্লাইডই এই প্রশ্নের আমার উত্তর। এখানেই, দলের পক্ষ থেকে এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে আগাম ধন্যবাদ ও বিদায় জানাতে চাই। যার কোনো পরিকল্পনা আছে, যে সাহায্য করতে পারে, তার স্বাগত। |⇨ সত্যিই যদি সাহায্য করতে চাও, আমাদের ডাকে একটি চিঠি পাঠানোই সবচেয়ে ভালো উপায়। আমরা এখনো সব ইমেইল পড়ে উঠতে পারিনি। আশা করি, তুমি বুঝতে পারবে।

| ⑤ আমি আশা করি এই বার্তা বিশ্বজুড়ে পৌঁছাবে। আশা করি, এই বছরই আমরা ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রিসমাস ও নববর্ষ উদ্যাপন করব।

| ⑥ আমরা কেন করব না? বা বরং, আমরা কেন করব? উত্তরটা সরল:

| ⑦ তোমার দেহই তোমার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ, ঠিক কি? অন্য ভাবে বললে: বাঁচতে গিয়ে তোমার সবকিছুই তুমি দিতে রাজি, তাই না? অর্থাৎ, তুমি তোমার দেহকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসো।

| ⑧ এবার ভেবে দেখো: এই দেহটাও, যেটা তোমার নিজের, সেটাকেও শেষ পর্যন্ত তুমি নিয়ে যেতে পারবে না… না। না। না। কল্পনা করো—এই দেহটাই, যেটা তোমার, একদিন কারো কাছেই, এমনকি তোমার কাছেও মূল্যহীন হয়ে পড়বে। কেউ এটা চাইবে না, নিজের পরিবারও নয়। তারা এটা মাটির নিচে রেখে মাটি চাপা দেবে।

| ⑨ আমার আকাঙ্ক্ষা, প্রতিটি মানুষ এই সত্য উপলব্ধি করুক। কারণ আজ তুমি যা নিয়েই ব্যস্ত থাকো না কেন, কাল কী নিয়ে ব্যস্ত থাকবে সেটাও কোনো বিষয় নয়। আজ বা কাল কার সঙ্গে কথা বলছ সেটাও নয়, আগামীকাল কত টাকা রোজগার করবে সেটাও নয়। আসল সত্য হলো: শেষ মোটফল শূন্যই থেকে যাবে। কিছুই নিয়ে যেতে পারবে না… যতই জমাও না কেন। বুঝতে পারছ? |⇨ অন্য কথায়, পৃথিবী কারো কাছ থেকে সেই জিনিস কেড়ে নেয় না, যা সে সঙ্গে করে আনেনি। সেটা তো চুরি হয়ে যেত। তুমি খালি হাতে এসেছিলে, খালি হাতেই ফিরে যাবে।

| ⑩ তাহলে যদি কিছুই নিয়ে না যাই, তাহলে *কী* নিয়ে যাই? তাহলে তো *সেই* জিনিসটারই ভাণ্ডার জমিয়ে রাখা উচিত, যাতে অন্য প্রান্তে গিয়ে শূন্য হাতে দাঁড়াতে না হয়। আমার কথাটা ভালো করে বুঝে দেখো। তোমার সারা জীবন ধরে যা কিছু সঞ্চয় করেছ, যা কিছু ভেবেছ, সবই এই মাটির পৃথিবীতেই রয়ে যাবে। তবে বলো, জন্মেছিলে কেন? তুমি যদি স্রষ্টা হতে, তবে কি এমন একটা জীবন সৃষ্টি করতে, যার কোনো অর্থই নেই? তাই: তোমার কাছে উত্তর না থাকার মানে এই নয় যে উত্তর নেই।

| ⑪ গাছ লাগানো মানে জীবনদান। আমরা যা কিছু নিয়ে যেতে পারব না, তার পিছনে এতটা মগ্ন যে, যেখানে বৃষ্টি হওয়ার কথা নয়, সেখানে বৃষ্টি নামলেও টের পাই না। ক্ষণস্থায়ী জিনিস নিয়ে এত ব্যস্ত যে, পৃথিবী গরম হয়ে যাচ্ছে তাও টের পাই না। এই বছর, বহু শহর তাদের ইতিহাসে শেষবারের মতো তুষারপাত দেখবে—আর আমরা অনন্তের সঙ্গে যাবে না, এমন সব ব্যাপার নিয়ে এতই ডুবে আছি যে, তা দেখতেই পাই না।

| ⑫ আমাদের পৃথিবী উত্তপ্ত হচ্ছে। হ্যাঁ। শীঘ্রই এটা শুধু 'উষ্ণ' নয়, 'অগ্নিগর্ভ' হয়ে উঠবে। তখন আমরা কী করব? |⇨ আমাদের কাজকর্ম, আমাদের অর্থ—তার কিছুই তো সঙ্গে যাবে না। তখন কী করব? উত্তপ্ত হওয়া তো স্রেফ শুরু। শীঘ্রই দাবদাহ নেমে আসবে, তারপর? এই সংকটটা কি বুঝতে পারছ? আর ভেবে দেখো, কেউ কিছুই করল না? আমরা এভাবেই চালিয়ে গেলাম…

| ⑬ আমরা নিজেরাই আমাদের শিকল বানিয়ে পরেছি। সে শিকল আমাদের মনের মধ্যে। নিজেকে তার থেকে মুক্ত করো… কিছুই নিয়ে যাবে না, এই মুহূর্তের চিন্তাটুকুও নয়। তাই মুক্ত হও, আর বুঝে নাও: পৃথিবী যখন অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠবে, গাছপালা আর বাড়বে না। আর তিন বছরের মধ্যে, চোখের সামনের সবুজ প্রায় সবই মরে যাবে। আর তুমি তখনো বেঁচে থাকবে, নিশ্চয়ই ব্যাংক হিসাবে প্রচুর টাকা, বহু বাড়ি-গাড়ি নিয়ে।

| ⑭ আমাকে শুধু একটা কথা বলো: মরুভূমিতে বৃষ্টি হচ্ছে, বহু শহর শেষ তুষার দেখছে, পৃথিবী উত্তপ্ত হয়ে উঠছে—এসব আমরা নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছি, আর থামাতেও পারছি না। সবকিছু সবে শুরু, কিন্তু শীঘ্রই সর্বত্র দাবদাহ। গাছপালা মরে গেলে নয়শো কোটি মানুষ কী খাবে? তুমি কি কখনো নিজেকে এই প্রশ্ন করেছ?

| ⑮ নয়শো কোটি মানুষ কী পান করবে? যে কথা বলা হয় না, সেটা হলো: এই বছর গোটা বিশ্বের অজস্র নদী সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেছে। চিরতরে। হ্যাঁ। এক প্রকৃত প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইতিমধ্যেই যাত্রাপথে। আর পৃথিবী এখনো শুধু 'উষ্ণ'। 'অগ্নিগর্ভ' হয়নি এখনো। হবে। আমরা কী খাব, কী পান করব, সে প্রশ্ন কি তুমি নিজেকে আগেই করেছ? তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর দাও: কেউ কিছু না করলে কী হবে?

| ⑯ একটি সাদা পতাকা উড়াও, আর একসাথে আকাদেমির সঙ্গে গাছ লাগাই। আশা করি, তুমি বইটা কিনেছ; যদি না কিনে থাকে, তবে কিনে ফেলো।

| ⑰ শুভ বড়দিন ও শুভ নববর্ষ।

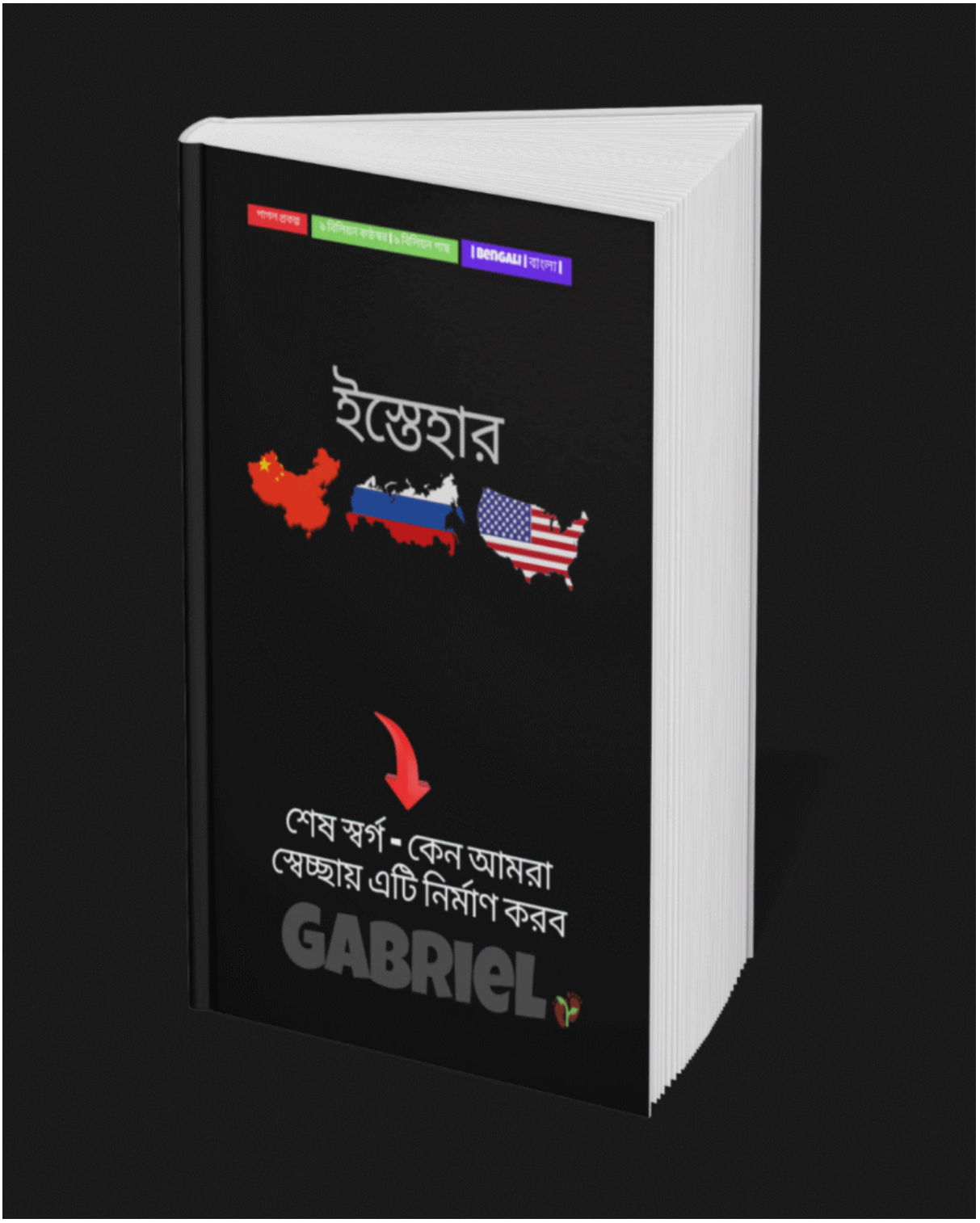

✕ | আমরা বইটি পড়ার পরামর্শ দিই। | কারণ আমরা এটি লিখেছি বলে নয়, না, না। |⇨ শুধু এজন্য যে এখন শিয়ালের মতো চালাক আর খরগোশের মতো বিনয়ী হওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। | তুমি তো বুঝতেই পারছ।

✕ | ভালো করেছ। এখন তুমি শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছ...

🌱 | বোনাস নাম্বার এক ⇨ নেপোলিয়ন বোনাপার্টের পতন

↯

❌ | আমাদের মধ্যে কয়েকজন ইতিমধ্যে হাল ছেড়ে দিয়েছে। তারা ভাবে এখন আর কিছু করার দরকার নেই। তাদের চোখ থেকে জীবনমোহ নিভে গেছে। আমার মনে হয়: কেবল কাপুরুষরাই লড়াই না করে হার মানে এবং আমরা কাপুরুষ নই।

❌ | আমাদের কেবল এই একটি পৃথিবী আছে। আসুন একে অন্য কিছুতে রূপান্তরিত করি। আমরা এটিকে অন্য কিছুতে রূপান্তরিত করি কিংবা কিছু না করার সিদ্ধান্ত নিই। ভালো বিষয় হলো: দুটোই আমাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত।

❌ | যদি আপনি এখনও বইটি কিনে না থাকেন, দয়া করে কিনে নিন। সম্পূর্ণ বার্তা বইটির মধ্যে আছে।

↧

| ① যদি তুমি মনে করো এই প্রকল্প অসম্ভব: **ভালো!** |⇨ তাহলে তুমি সঠিক জায়গায় এসেছ। ফরাসি নেপোলিয়ন তার জেনারেলদের জিজ্ঞেস করেছিলেন ফ্রান্স থেকে ইতালি যাওয়ার কোনো পথ আছে কিনা। তারা তাকে বলেছিল: "... যদি থেকে থাকে, তবে শুধু পাহাড়ের ওপর দিয়ে..." নেপোলিয়ন বললেন: "ভালো।"

| ② তখন তার জেনারেলরা বলল: "... আমরা মনে করি আপনি আমাদের বুঝতে পারছেন না। পাহাড়গুলো খাড়া। আমরা কীভাবে আমাদের ঘোড়া নিয়ে সেখানে দিয়ে যাব? এটা অসম্ভব। |⇨ পাহাড়ে মিটার মিটার বরফ জমে আছে। আমরা কীভাবে সেনাবাহিনীকে পোশাক পরাব? এটা অসম্ভব! |⇨ পাহাড়ে কোনো রাস্তা নেই। আমরা কীভাবে আমাদের আর্টিলারি নিয়ে যাব? এটা অসম্ভব!"

| ③ নেপোলিয়ন "অসম্ভব" শব্দটি সারাদিন ধরে শুনলেন। আর দিনের শেষে তিনি বললেন: "...**অতি ভালো।**"

| ④ জেনারেলরা বুঝতে পারলেন না "অতি ভালো" বলতে নেপোলিয়নের কি বোঝানো। তারা জিজ্ঞেস করল এবং তিনি বললেন: **"'অসম্ভব' আমাদের কাছে থাকা সম্ভাবনার কাঠামোর মধ্যে রয়েছে।"** আর আমি এটা খুব ভালো মনে করি। অন্য কথায়: যদি একটি রাস্তার নাম দেওয়া হয় "সম্ভাবনা রাস্তা" এবং সমান্তরাল রাস্তার

নাম দেওয়া হয় "অসম্ভবতা রাস্তা", তাহলে এই নগ্ন সত্যটিতে কি পরিবর্তন আসে যে "সম্ভব" এবং "অসম্ভব" শুধুমাত্র বর্ণমালার অক্ষরের একটি সংমিশ্রণ?

| ⑤ আমরা কি মানুষ হিসেবে বর্ণমালা উদ্ভাবন করব, আর শেষে বর্ণমালা আমাদের বলবে আমাদের কী চিন্তা করা উচিত আর কী উচিত নয়? |⇨ তুমি কী মনে কর যখন "অসম্ভব" শব্দটি শোন? **অনুমান করো** নেপোলিয়ন কী করেছিলেন?

| ৬ তার টেবিলে থাকা সমস্ত বিকল্পের মধ্য থেকে, "অসম্ভব" বিকল্পসহ, সে **স্পষ্টভাবে** অসম্ভব বিকল্পটি বেছে নিয়েছিল। আর সে পাহাড়ের উপর দিয়ে ইতালিতে পৌঁছেছিল। এটা তোমাকে কী বলে? |⇨ আমি তোমাকে বলি এটা আমার সাথে কী করেছে।

| ⑦ মারা যাওয়ার কোটি কোটি উপায় আছে। তবে, আমি যদি একটি গুলিতে মারা যাই এবং আমার মা বেঁচে থাকেন, তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে দুঃখী মানুষ হয়ে যাবেন। |⇨ **এবং আমি চাই না আমার মা দুঃখ পাক, কারণ আমি তাকে খুব বেশি ভালোবাসি।** | 👣 যদি তিনি একটি বোমায় মারা যান এবং আমি বেঁচে থাকি, আমি পৃথিবীর সবচেয়ে দুঃখী মানুষ হয়ে যাব।

| ⑧ এখন আমি নেপোলিয়নের মতো দাঁড়িয়ে আছি এবং দুটো বিকল্পের কোনোটাই আমার পছন্দ নয়। এর মানে আমাকে এমন একটি বিকল্প খুঁজে বের করতে হবে যা তার জীবন এবং আমার জীবন রক্ষা করবে।

| ⑨ নিজের জীবন এবং নিজের মায়ের জীবন রক্ষা করার কোটি কোটি উপায়ের মধ্য থেকে, আমি সমস্ত বিকল্পের মধ্যে "সবচেয়ে অসম্ভব" টি বেছে নিয়েছি। আমি কেবল সমস্ত অস্ত্র ভেঙে দিই। **আর শেষ!**

| ⑩ কতটা **অন্ধ** ছিলাম আমি যে মেনে নিয়েছিলাম যে **যে কোনো মানুষ** একটি অস্ত্র তৈরি করতে পারে এবং এর সাহায্যে যা খুশি তাই করতে পারে? সে যদি একটি সম্পূর্ণ শহর নির্মূল করতে চায়, তাহলে শুধুমাত্র একটি বোতাম টিপতে হবে এবং শহরটি তার সমস্ত বাসিন্দাসহ আর অস্তিত্বে থাকে না। এক মুহূর্ত থেকে পরের মুহূর্তে। | ⇨ আমি কীভাবে **এ সবকিছুই ঠিক** ভাবতে পারলাম?

| ⑪ আমি কীভাবে মেনে নিলাম যে পৃথিবীতে যার মানুষের হত্যায় কোনো দ্বিধা নেই, তাকে সম্মান করা হয়, আর যে মানুষকে পছন্দ করে, তার উপহাস করা হয়? | ⇨ আমি কীভাবে এটাকে সঠিক ভাবতে পারলাম? আমি কীভাবে এমন একটি পৃথিবীতে বাস করলাম যেখানে যারা অর্থ উপার্জন করে, এবং যত খুশি উপার্জন করতে পারে, তারাও তা করে, কিন্তু অস্ত্র তৈরি করতে, গাছ লাগাতে নয়? | ⇨ আমি কীভাবে সবকিছু সঠিক ভাবতে পারলাম?

| ⑫ এখন যখন আমি বুঝতে পারছি যে কিছু দেশ শীঘ্রই তাদের প্রস্তুতি শেষ করবে এবং আর বেশি দিন নেই। এখন যখন আমি এই গ্রহের সবচেয়ে বুদ্ধিমান এবং চতুরদের সাথে একটি টেবিলে বসে আছি, আমি বিপর্যয়ের প্রকৃত পরিমাপ বুঝতে পারছি। | ⇨ আগে আমি ভাবতাম, এত খারাপ তো হতে পারে না। আজ আমি জানি, টেলিভিশন আমাদের সবার মৃত্যু হবে।

| ⑬ আমার পরিকল্পনা অসম্ভব শোনায়। হ্যাঁ! কারণ শুধুমাত্র একটি অলৌকিক ঘটনাই আমাদের বাঁচাতে পারে। তবে, যদি নেপোলিয়ন হাজার হাজার মানুষের সাথে পাহাড় পেরিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করে থাকে, আমি কোটি কোটি মানুষের সাথে একইভাবে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারি। | ⇨ এবং এই প্রক্রিয়ায়, কারো বাড়ি ছেড়ে যাওয়া উচিত নয় এবং নেপোলিয়নের মত মার্চ করা উচিত নয়।

| ⑭ আমি একজন সাধারণ মানুষ। তোমার মতোই। আমার ভালো দিন আছে। আমার খারাপ দিনও আছে। শিশু অবস্থায় তারা আমাকে পাগল বলত। আজ আমি এমন মানুষের সাথে কাজ করি যারা এত দ্রুত চিন্তা করে যে কোনো সাধারণ মানুষ তাদের পাগল মনে করবে।

| ⑮ একটি জিনিস আমি জানি: |⇨ এই পৃথিবীতে আমাদের সবার দুটি হাত, দুটি পা এবং একটি মাথা আছে। এবং যার এই বৈশিষ্ট্যগুলো আছে, সে কখনোই আমার চেয়ে বড় বা ছোট হবে না। ব্যক্তির কিছুই নাও থাকতে

পারে বা লাখ লাখ চাকর থাকতে পারে। যতক্ষণ সে মানুষ এবং আমার মতো কিছুই সঙ্গে নেবে না, সে কখনোই, কখনোই আমার জীবনের সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না।

| ⑯ কেন আমি মেনে নেব যে কেউ, কারণ তার একটি উপাধি আছে, "প্রেসিডেন্ট", "চ্যান্সেলর", "রাজা" বা "জেনারেল", আমার মায়ের জীবন এবং আমার জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার রাখে? **ক খ ন ও ন া।** আমি এখন শুধু সব অস্ত্র ভেঙে দিই। |⇨ তারা রাজনীতি চালিয়ে যেতে পারে, শুধু এবার অস্ত্র ছাড়া। এবং যদি তা তাদের জন্য আর সম্ভব না হয়, তাহলে তারা ভুল জায়গায় আছে।

| ⑰ এই পৃথিবী আমাদের সবার **সমানভাবে**। মানুষ, প্রাণী, গাছের। যদি আমাদের নেতারা আমাদের ভালোবাসতেন, তারা কোটি কোটি গাছ লাগাতেন। তবে, তারা তা করে না। আমি মনে করি তারা এমন মানুষ যারা কথা বলছাড়া কিছুই করতে পারে না। তারা কখনো বলে না তারা কী করে, এবং কখনোই করে না তারা যা বলে। |⇨ আমি নিশ্চিত তাদের বেশিরভাগই একটি গাছের দিকে ইশারা করতে পারে না যা তারা কখনো নিজেরা রোপণ করেছে।

| ⑱ অন্য কথায়, |⇨ যদি তারা শুধুমাত্র মিথ্যাবাদী হত, তাহলে আমি সম্ভবত তার সাথেও বাস করতে পারতাম। তবে, আমি মনে করি তাদের বেশিরভাগই একজন ব্যক্তির মধ্যে মিথ্যাবাদী এবং প্রতারক উভয়ই। এই সংমিশ্রণ শুধুমাত্র কারাবন্দী অপরাধীদের মধ্যে দেখা যায়। আর অপরাধীদের অস্ত্র দেওয়া উচিত নয়। আর দুর্ভাগ্যবশত, তাদের আছে। শুধু একটি নয়, একটি সম্পূর্ণ শস্ত্রাগার। |⇨ তাই এখন এটা দূর করতে হবে।

| ⑲ যদি আমি আমার মায়ের জীবন বাঁচানোর প্রক্রিয়ায় থাকি, তাহলে তুমিও তোমার মায়ের জীবন বাঁচাতে পারো। |⇨ যদি না তুমি প্রস্তুতিগুলো দেখতে, পরে সুন্দর বক্তৃতা শুনতে এবং সরলতার পদকের আশায় থাকতে পছন্দ কর।

| ⑳ আমরা সবাই আমাদের মায়ের মাধ্যমে এই বিশ্বে এসেছি। তারা নিজের জন্য এবং নিজেদের মায়ের জন্য বাংকার তৈরি করে, আর আমাদের মায়েরা মরবে? ওয়াও, কত চালাক। হয়তো অন্য কোনো পৃথিবীতে এটা কাজ করত। হয়তো আমি যদি জন্মাতাম না, এটা কাজ করত। তবে, আমি এখানে আছি। আমার মাও আছেন। আর আমি মনে করি, তারা অস্ত্র নিয়ে যথেষ্ট খেলা করেছে। এখন সব অস্ত্র সংগ্রহ করার সময়।

| ㉑ যদি তুমি তোমার মাকে ততটা ভালোবাসো যতটা আমি আমার মাকে ভালোবাসি, তাহলে বেঁচে থাকো যাতে তিনি দুঃখী না হন। তোমাকে আর কিছু করতে হবে না। |⇨ একটি সাদা পতাকা টাঙাও এবং বহন কর। বেসামরিক লোকের উপর গুলি চলে না।

| ㉒ কিছু মানুষের কাছে তাদের মা সম্পূর্ণভাবে অপ্রাসঙ্গিক। – সে তোমাকে ইতিমধ্যেই পৃথিবীতে এনেছে, তোমার এখন তার কী দরকার? যদি তুমি এমন মনে কর, তাহলে দয়া করে সাদা পতাকা টাঙিও না এবং বহন করো না। আমি চাই বিশ্বের সবাই এখনই চিনতে পারুক কে কী ভাবছে। আমি চাই রাস্তায় বের হওয়া প্রতিটি মহিলা দেখুক এবং চিনুক, "কে তার মাকে ভালোবাসে আর কে তার মাকে ভালোবাসে না"। যে তার মাকে ভালোবাসে, সে বিশ্বকে ভালোবাসে। |⇨ আমাদের মায়ের জন্য আমরা সবাই এখানে পৃথিবীতে আছি এবং তাজা বাতাসে শ্বাস নিচ্ছি।

| ㉓ আমি সাদা পতাকার এই প্রথম আন্দোলনটি বিশ্বের সমস্ত মায়েদের উৎসর্গ করছি। তারা আমাদের অনেক দিয়েছেন। আমি এখানে যা করছি তা তাদের সবার জন্য। ঈশ্বর / আল্লাহ / যিহোবা / যাহওয়েহ / আদোনাই / ... তাদের সবার দীর্ঘ জীবন দিক, যাতে তারা দেখতে পান আমরা কীভাবে পৃথিবী থেকে একটি স্বর্গ গড়ে তুলছি। |⇨ তারা একটি স্বর্গে বাস করার যোগ্য। পৃথিবীর কোনো অর্থই তাদের জন্য আমরা যা করেন এবং করেছেন, তখন থেকে আজ পর্যন্ত, তার মূল্য দিতে পারে না। (|⇨ এবং মৃত্যুর পরেও)

| ㉔ আজ ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫। ৫ বছর ৯ মাস কাজের পর, যার বেশিরভাগ আমি একটি বেজমেন্টে কাটিয়েছি, আমি প্রস্তুতি এবং পরিকল্পনা শেষ করছি, এবং এক থেকে দুই দিনের মধ্যে প্রকল্প শুরু হবে।

|⇨ আমি সবার জন্য সব সময়ের সবচেয়ে সুন্দর ক্রিসমাস কামনা করি। আমি কামনা করি পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ এই বার্তাটি পায়। **"আমাদের নিজেদের ভাগ্য নিজেদেরই নির্ধারণ করতে হবে"**

|⇨ আমি কামনা করি প্রতিটি মানুষ একটি সাদা পতাকা বহন করে। |⇨ আমি কামনা করি প্রতিটি মানুষ আমাদের যে অবস্থায় আছে তা বুঝতে পারে। কারণ যদি তুমি বুঝতে না পার, আমরা এখানে একটি অদৃশ্য যুদ্ধে আছি, একটি শত্রুর সাথে যে অনেক বেশি শক্তিশালী এবং প্রাচীন, এবং যুদ্ধ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।

| ㉕ আমি দ্রুত ব্যাখ্যা করছি: |⇨ পৃথিবীতে জন্ম নেওয়া প্রথম মানুষটিও তার জন্মের সময় একেবারে কিছুই আনেনি। এর মানে, সে কিছু না নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিল। ঠিক তুমি এবং আমি আজকের মতো। একেবারে কিছুই না নিয়ে। আজ আমরা ৯০০ কোটি। এর মানে, ৯০০ কোটি খালি হাতে এসেছে। |⇨ তাহলে তুমি যা কিছু দেখছ সেটা কোথা থেকে আসে?

| ㉖ তুমি যা কিছু দেখছ, তা আমাদের ৯০০ কোটির কেউই সঙ্গে করে আনে নি। এটা সর্বদা এখানে ছিল। আমরা যা পৃথিবীতে ইতিমধ্যেই ছিল তা নিয়েছি এবং পুনরায় তৈরি করেছি। আমরা সবকিছু পুনরায় তৈরি করেছি এবং শুধুমাত্র এটি প্রতিস্থাপন করতে ভুলে গেছি। "হ্যাঁ, আমরা মানুষ এমনই"। |⇨ আমরা মনে করি যখন আমরা শেষমেশ মারা যাব, আমরা যা কিছুর মালিক তা সঙ্গে নিয়ে যাব। "হ্যাঁ, আমরা মানুষ এমনই"। |⇨ আমরা মনে করি যদি আমরা সবসময় পৃথিবী থেকে সবকিছু নিই এবং পুনরায় তৈরি করি, এটি নিজে থেকেই আবার বেড়ে ওঠে। "হ্যাঁ, আমরা মানুষ এমনই"। |⇨ আমরা মনে করি যদি আমরা কখনো কিছু না করি এবং কখনো কিছু না বলি এবং ভালোভাবে দূরে তাকাই, আমরা ভালো নাগরিক এবং আমাদের সরলতার জন্য একটি স্বর্ণপদক পাই।

| ㉗ এবং এই সমস্ত কিছুর মধ্যে বড় দুর্ভাগ্য হলো, টেলিভিশন বিপর্যয়ের প্রকৃত পরিমাণ সম্পূর্ণরূপে গোপন করেছে। তাদের কারণ সহজ: "আমরা এই বিভ্রমে বাস করি যে সবকিছু দুর্দান্ত। আমরা এই বিভ্রম থেকে জাগতে চাই না। তাই, তারা আমাদের বিভ্রমে বাস করতে দেয়"। কারণ যদি তারা আমাদের জাগায়, তাহলে কার কাছে কোন পরিকল্পনা আছে? সরকারের? |⇨ তাদের কাছে নেই।

| ㉘ আমরা ভেবেছিলাম আমাদের কিছু হবে না। "হ্যাঁ, আমরা মানুষ এমনই"। |⇨ আমরা ভেবেছিলাম যদি কিছু হয়, তা পরবর্তী প্রজন্মের সাথে আসবে। "হ্যাঁ, আমরা মানুষ এমনই"। দুর্ভাগ্যবশত, আমরা ভুল ছিলাম।

| 👣 আমাদের পৃথিবী উষ্ণ হচ্ছে। এটি আর লুকানো যাচ্ছে না। |⇨ শীত? তুষার? ওহ হ্যাঁ! "পৃথিবীতে একবার ছিল", তারা বলবে। |⇨ এখন আমাদের সব জায়গায় প্লাস্টিকের আবর্জনা পড়ে আছে, এবং আমরা এটিকে পৃথিবী থেকে সরাতেই পারছি না। একবার হাতে একটি ব্যাগ নাও, এবং সেটা কোনভাবে ৪৫০ বছর স্থায়ী হবে।

|⇨ এক সময় এটা এত ছোট হয়ে যায় যে বাতাসে থাকে। এবং আমরা এটা শ্বাস নিই বা খাই। এবং从那以后 এটি আমাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। |⇨ আমরা আগুন আজ আবিষ্কার করিনি। এবং পেট্রোলিয়াম সর্বদাই পৃথিবীতে ছিল। কিছু জায়গায় পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে এক মিটারেরও কম নিচে। |⇨ কিন্তু কীভাবে তারা তখন এটি ব্যবহার করেনি?

|⇨ কখনো কখনো এমন জিনিস আছে, সেগুলো যেখানে আছে সেখানেই থাকা উচিত। |⇨ আর এখন, যেন এতেই যথেষ্ট নয়, মরুভূমিতেও বৃষ্টি হচ্ছে, এবং আমাদের মানুষের ব্রেক চাপার কোন ইচ্ছা নেই। "হ্যাঁ, আমরা মানুষ এমনই"।

| ㉙ আমরা এমনভাবে চলতে চাই যতক্ষণ না পৃথিবী থেকে পেট্রোলিয়ামের শেষ ফোঁটা টানা হয়। আমরা এমনভাবে চলতে চাই যতক্ষণ না শেষ গাছ কাটা হয়। আর হয়তো শুধুমাত্র তখন আমরা ব্রেক চাপব। |⇨ ইলন মাস্ক তার মঙ্গল গ্রহের স্বপ্ন তখন পর্যন্ত বাস্তবায়ন করেছেন কিনা, যাতে আমরা পরবর্তী গ্রহে চালিয়ে যেতে পারি, তা অনিশ্চিত থেকে যায়। পৌঁছানো, সবকিছু ব্যবহার করা, এবং যখন গ্রহ মারা যায়, এগিয়ে যাওয়া। "হ্যাঁ, আমরা মানুষ এমনই"। তবে, পৃথিবী জীবিত। আমরা এত সহজে রক্ষা পাব না।

| ㉚ আমাদের গ্রহ ইতিমধ্যেই বেঁচে থাকার জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত উপায়ে কাটছাঁট শুরু করেছে। পানি এখন মরুভূমিতে যেখানে আমরা এটি ব্যবহার করতে পারি না, এবং – এটি কেবল শুরু। একটি নীরব যুদ্ধ এখন শুরু হয়েছে। |⇨ এটা হবে: হয় সে, পৃথিবী, এটি বেঁচে থাকবে অথবা আমরা, মানুষ, শেষ গাছ পর্যন্ত ব্যবহার

করব এবং সে মারা যাবে। (... এবং গর্ব করে ভাবি: কোনভাবে এটা সবসময় চলে... কোনভাবে এটা চলতে থাকবে... এত খারাপ তো নয়...)

| ㉛ আমরা আজ ৩০ বছর আগের চেয়ে অনেক বেশি এবং দ্রুত ব্যবহার করি। আমরা ভবিষ্যতে আজকের চেয়েও দ্রুত ব্যবহার করব। এটা স্বাভাবিক। আর ৩০ বছরে আমরা শেষ প্রান্তে পৌঁছে যাব। আর কিছুই থাকবে না এবং তখন সে মারা যাবে। |⇨ অথবা সে আমাদের আগেই নির্মূল করবে এবং বেঁচে থাকবে।

|⇨ যে প্রথম হবে সে বিজয়ী হবে। সত্য হলো: এটা যেভাবেই শেষ হোক না কেন, আমরা হারব। আমাদের কোথায় যাওয়া উচিত? ইলন মাস্ক কি আমাদের সবার সময়মতো অন্য একটি গ্রহে নিয়ে যেতে পারবেন যেখানে আমরা ব্যবহার চালিয়ে যেতে পারব?

|⇨ এবং যখন আমরা সেখানে পৌঁছাব, কে কার জন্য কাজ করবে? তখন কি নতুন নির্বাচন হবে? আমাদের কি সবকিছু নতুন করে আবিষ্কার করতে হবে? নাকি আমরা সব মেশিন বিমানে পরিবহন করব?

|⇨ আমরা কি একই নেতাদের সাথে উড়ে যাব যাতে তারা সেখানেও আমাদের নেতৃত্ব দেয়? "আমরা তো মানুষ, কোনভাবে এটা সবসময় চলে, না?"

| ㉜ এখন এটি সমান স্তরের একটি যুদ্ধ: ৯০০ কোটি ব্যবহার-ইচ্ছুক মানুষ, যারা কিছুর সামনেই থামে না, একটি পৃথিবীর বিরুদ্ধে, এবং তার একটি পরিকল্পনা আছে। |⇨ তবে, সে যা জানে না, তা হলো আমাদেরও একটি পরিকল্পনা আছে: সাদা পতাকা, সাদা দান (প্রত্যেকে ১ সেন্ট থেকে দান করবে), গাছ লাগানো, সমুদ্র পরিষ্কার করা, প্লাস্টিকের নিষ্পত্তি করা, পৃথিবী পরিষ্কার করা। সম্পূর্ণ প্রোগ্রাম। আমরা পৃথিবীকে একটি নির্মাণস্থলে পরিণত করছি। |⇨ তাই, আমি আশা করি এই ক্রিসমাস আমাদের সবার জন্য সব সময়ের সবচেয়ে সুন্দর ক্রিসমাস হবে।

| ㉝ আমি কামনা করি সব মানুষ এই বার্তা পায় এবং সবাই কাজ শুরু করে। আমাদের মাত্র একটি পৃথিবী আছে, আমরা ৯০০ কোটি এবং আমরা আটকে গেছি। আমরা কী বেছে নিই?

গ ব রী য়ে ল

❌ | ইচ্ছে করলে নিজের উপর সঞ্চয় করুন। ইচ্ছে করলে শিখুন। | 👣 ⇨ সমস্ত সত্য আপনি ইতিমধ্যেই জানেন।

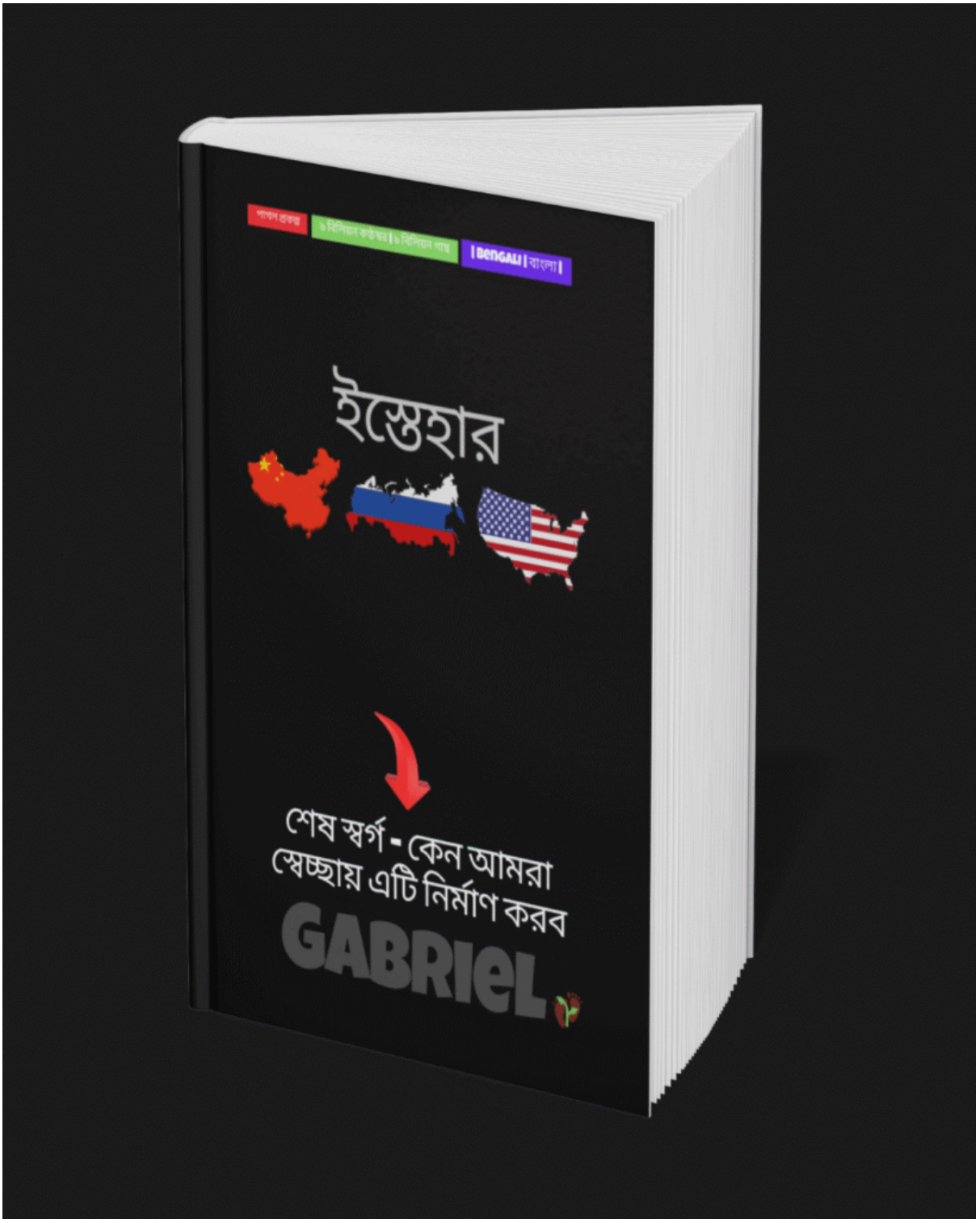

✕ | আমরা বইটি পড়ার পরামর্শ দিই। | কারণ আমরা এটি লিখেছি বলে নয়, না, না। |⇨ শুধু এজন্য যে এখন শিয়ালের মতো চালাক আর খরগোশের মতো বিনয়ী হওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। | তুমি তো বুঝতেই পারছ।

✕ | পড়তে অনেক সময় লাগে। আমি জানি... ⇨ যদি সবাই পড়তে পারত, তাহলে তোমার কি মনে হয় দুনিয়ায় এখনও শ্রমিক শ্রেণী থাকত? সবাই বস হয়ে যেত...

🌱 | **বোনাস নাম্বার দুই ⇨ পুরুষরা...**

ϟ

❌ | "সমষ্টির মধ্যেই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ প্রকট হয়..." হাজার হাজার বছর আগে, পুরুষরা তাদের নারী, শিশু ও বাবা-মাকে হিংস্র জন্তু থেকে বাঁচাত। আজ, বেশিরভাগেরই আর তাতে আসে যায় না। আজকের পুরুষদের কাছে নারী, শিশু ও বাবা-মাকে রক্ষা করা এখন আর অলঙ্ঘনীয় নীতি নয়। নইলে এটা কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন যে সব পুরুষই চলমান সামরিক তৎপরতা দেখতে পায় – অথচ এমন ভান করে যে সেগুলো ঠিক মতো বুঝতে তাদের সময়ই নেই? একশো বছর আগেও কি একই খেলা চলছিল না? শুধু বাদ পড়েছিল তখনকার গাড়ি প্রস্তুতকারীরা, যারা অস্ত্র বানাত – আর আজ আবার তারা সেই পথেই ফেরে? | হাজার হাজার বছর আগে পুরুষরা সদাসতর্ক ছিল। আজ তারা মদ্যপান করতে বেশি পছন্দ করে ("দিনে একটি গ্লাস সুপারিশ করা হয়"), টেলিভিশনের সামনে বসে, হাতে স্মার্টফোন নিয়ে, সংবাদের পিছনে ঘুরতে থাকে, আর আলোচনা করে যুদ্ধ বাঁধলে তারা কী কী করবে... | এটা যাতে কখনই না ঘটে, সেটা নিশ্চিত করাই কি বুদ্ধিমানের কাজ হতো না? কেউ একসাথে তার মা আর পরিবারকে কীভাবে রক্ষা করবে? তখন তারা সজাগ থাকত, প্রতিটি আওয়াজ যাচাই করত। আজ সব তথ্য অঙ্কের মতো গিলে ফেলা হয় – কোনো যাচাই-বাছাই নেই। | সরাসরি কিছু করার বদলে ভবিষ্যতে কী করা যেতে পারে, তাই নিয়ে কথা হয়। অস্ত্র গড়ে এমনদের জন্য বেশ মঙ্গলেরই, না?

❌ | আমাদের নেতৃত্বদানকারী পুরুষেরা চালাক। কী কাণ্ড যে তারা শান্তির কথা বলতে একত্র হয় – আর প্রত্যেকে নিজ দেশে ফিরে গেলেই অস্ত্রের উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে যায়? কেন? সেই আলোচনায় তারা পরস্পরকে কী বলেছিল? নিশ্চয়ই শান্তি ছাড়া অন্য যা কিছু, আমার তাই ধারণা। | একশো বছর আগেও ঠিক এমনই ছিল, আর আমরা এর

পরিণতি জানি। এই পরিণতি আমরা ইতিমধ্যে চারবার দেখেছি। তখন তাদের থামানো যায়নি। এবার কে তাদের থামাবে? নারীরা, নাকি পুরুষেরা? | এটা একটি কেবল প্রশ্ন। কারণ যা দেখছি তাতে নারীরাই এটা করবে, যেহেতু পুরুষরা তাদের বিয়ার আর টাকাপয়সা এতটাই বেশি ভালোবাসে যে সক্রিয় হয়ে উঠবার সময়ই তাদের নেই। অথচ, এত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভবিষ্যৎ কেমন দাঁড়াবে – সেটা তারা নিজেদের জন্মেরও বহু আগে থেকেই জানে। সবকিছুই আর্কাইভে বা যৌথ ঘোষণাপত্র, কমিউনিক, প্রোটোকল, কিংবা স্মারকলিপিতে পড়ে নেওয়া যেত। | কিন্তু তারা তা করবে না। কিন্তু অনুমান করা এবং তাদের ধারণা কতটা সঠিক তা নিয়ে তর্ক করা – সেটা তারা করবেই। যেখানে দু'জন পুরুষ বসে, সেখানে ভবিষ্যতের গুঞ্জন ওঠে…

✖ | পুরুষেরা নিজেদেরকে বিশেষ চতুর ভাবে – বিশেষ করে আমাদের যারা নেতৃত্ব দেয়। তারা নিজেদেরকে প্রজ্ঞাময় মনে করে, বাকি সবাইকে ভাবে বোকা। যেমন, তারা অস্ত্র তৈরি করে, বা গাড়ি প্রস্তুতকারক দিয়েও তৈরি করায়, আর যুক্তি দেয়: "এটা শুধু প্রতিরোধের জন্য," "আমরা এগুলো কখনো ব্যবহার করব না…" – তাদের যুক্তি এই পর্যন্তই। আর বাস্তবে দেখা যায়, তারা রাশিয়ার ওপর প্রথম আক্রমণ হানতে প্রস্তুত হচ্ছে, ইউরোপ থেকে, সবচেয়ে সম্ভবত জার্মানি থেকেই। কিন্তু তারা ভাবে, বাকি সবাই অন্ধ, কেউ টের পাবে না। সবাই নিজ নিজ বিয়ারে ব্যস্ত। আর সবাই বিশ্বাস করে সেই "পরম সত্যে" – টেলিভিশনের পর্দা থেকে পাওয়া তাদের স্লোগানে।

↧

| ① আমরা শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছি। |⇨ পুরুষদের জন্য আমার একটি বার্তা আছে।

| ② … এবং তোমরা পুরুষরা: কতকাল আর তোমরা নিজেদের মতপার্থক্যের সমাধান বলপ্রয়োগে করবে? অস্ত্রে, যুদ্ধে? পৃথিবীতে মতপার্থক্য থাকবেই। তার মানে কী সহিংসতাও থাকবে? তার মানে কী পৃথিবীতে আমাদের শান্তি কখনোই মিলবে না, যতক্ষণ না আমাদের শেষ ব্যক্তি তার পূর্বসূরিটিকে হত্যা করে? তারপর কী? | ⇨ এমনকি যখন পৃথিবীতে শুধুমাত্র একজন পুরুষ ও একজন নারী ছিলেন, তখনও মতপার্থক্য ছিল। তোমরা কি মনে কর এটা কখনো থামবে? তারা যদি তাদের মতপার্থক্যের সমাধান অস্ত্রে করত, তাহলে আমরা কি সবাই আজ এখানে থাকতাম?

| ③ যদি অস্ত্র থাকতেই *হয়*, যেমন তোমরা সর্বদা যুক্তি দাও – তাহলে কি তার মানে শান্তি কখনোই আসবে না? আর তোমাদের চিন্তাধারা অনুযায়ী, "…যতক্ষণ মতপার্থক্য থাকতে পারে, কেবল সেটাই অস্ত্র তৈরির যথেষ্ট কারণ।" দারুউন! আর যেহেতু মানুষের সংখ্যার তুলনায় আমাদের পর্যাপ্ত অস্ত্র নেই, তাই আরও বেশি করে অস্ত্র তৈরি করা উচিত। এখনই যথেষ্ট তৈরি করে ফেলা ভালো, যাতে ভবিষ্যতে যথেষ্ট থাকে। বাহ!

| ④ তাহলে একটি ছয় বছর বয়সী শিশুকে তোমাদের কৌশল অনুযায়ী শেষটা কেমন হবে তা ব্যাখ্যা করে বলো – এই উপলব্ধি নিয়ে যে মতবিরোধ সর্বদাই থাকবে। এবং সেটা

শুরু হয় যখন দু'জন মানুষ একই ঘরে থাকে। একটি শিশুকে ব্যাখ্যা করে বলো, যে দিন তোমরা বলবে, "এখন আমাদের যথেষ্ট অস্ত্র আছে" – সেটা কেমন দিন হবে? নাহলে সেই ঝুঁকি থেকে যায় যে, যখন কোনো স্পষ্ট লক্ষ্য দৃশ্যমান হবে না, তখন একদিন সবাই তাদের সাথে অস্ত্র বহন করবে, ঠিক যেমন আজ সবাই একটি স্মার্টফোন বহন করে। তারপর কী? সেটাই কি শেষ হবে?

| ⑤ নাকি এই সব তখনই শেষ হবে যখন প্রত্যেক মানুষ বাড়িতে তিন রকমের অস্ত্রের মালিক হবে: একটি জৈবিক, একটি রাসায়নিক এবং একটি পারমাণবিক অস্ত্র? শুধুমাত্র তখনই অস্ত্র তৈরি বন্ধ হবে? "এতে অর্থ উপার্জন হয়" বা "এটাই একমাত্র জিনিস যার মাধ্যমে আজও অর্থোপার্জন করা যায়"। আমরা তখন আর অর্থোপার্জন করতে চাইব না? তোমরা কি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারো?

| ⑥ এখন তোমরা সেনাবাহিনীতে যোগ দিচ্ছ। কি মজা! তোমাদের দেশের তোমাদের প্রয়োজন। কি মজা! তোমরা উৎসাহের সাথে শিখছ কিভাবে এইসব অস্ত্র ব্যবহার করতে হয়। চমৎকার! "হত্যা করিও না," এমনটাই লিখিত আছে। কিন্তু এখন তোমরা মনে কর হত্যা করার পদ্ধতি শেখা তোমাদের কর্তব্য। এখন তোমরা হত্যা করতে প্রস্তুত। | ⇨ এটা কি শুধু এই কারণে যে এটি একটি আইনি কাঠামোর মধ্যে ঘটে? এটি কি পুরো বিষয়টিকে কম ক্ষতিকর করে তোলে? এখন তোমরা উৎসাহের সাথে শিখছ কিভাবে অন্যের মাকে হত্যা করতে হয় – যাতে অন্যদের সত্যিই কষ্ট দেওয়া যায়। চমৎকার চিন্তা!!! তোমরা যখন অন্যের মায়েদের হত্যায় ব্যস্ত, তখন তোমাদের নিজের মায়ের রক্ষা কে করবে? তোমরা কেন বুঝতে পারছ না যে এটি অর্থহীন? কেবলই একটি অর্থহীন ব্যাপার, অর্থহীন মানুষ দ্বারা সংগঠিত ও সম্পাদিত।

| ⑦ কেউ যদি শুধুমাত্র যা দেখে তা দিয়ে বিচার করতে চায়, তাহলে স্পষ্ট: কোনও অতীত যুদ্ধ, তাতে যত মানুষই মরুক না কেন, মানুষকে মতপার্থক্যহীন করে তুলতে পারেনি। আমাদের এখনও তা রয়েছে। এবং সেগুলোই শেষ পর্যন্ত আবার যুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়। তার মানে দশ হাজার বছর ধরে অস্ত্রের কোনো প্রভাব ছিল না। এবং যদি তাদের কোনো প্রভাব না থাকে, আর সবকিছু এমনভাবে চলতে থাকে যেন তারা বড় প্রভাব দেখিয়েছে, তাহলে এর বিরুদ্ধে কিছু করো।

| ⑧ একটি সাদা পতাকা উত্তোলন করো এবং এইরকম অর্থহীন চিন্তা থেকে নিজেকে দূরে রাখো। দুর্বলদের রক্ষা করো, যেমনটি সঠিক। অন্যের মা, বোনদের কষ্ট দিও না। এবং এই বার্তাটি সবার সাথে ভাগ করে নাও। একটি নতুন সময় আমাদের সাথে শুরু হচ্ছে। এবং সবারই এটি বুঝতে হবে। এবং যারা বুঝবে না, আমরা তাদের বুঝিয়ে দেব।

| ⑨ অস্ত্র অর্থহীন। তারা আমাদের পৃথিবীতে মানুষের হিসেবে একেবারেই কিছু নতুন শেখায়নি। তারা একটি অর্থহীন কল্পনার ফল, অর্থহীন মানুষ দ্বারা সংগঠিত ও সম্পাদিত, যারা নিজেদের জীবনে আর কোনো অর্থ খুঁজে পায়নি। এবং কারণ তারা তাদের জীবনের কোনো অর্থ খুঁজে পায়নি, তারা চায়নি ৎ অন্যরা, যারা তাদের জীবনের

অর্থ খুঁজে পেয়েছে, তারা একটি সুখী জীবন পাক। | ⇨ এবং তারা ছিল পুরুষেরা। | এখন নারীদের কাছে ⇨ ⇨

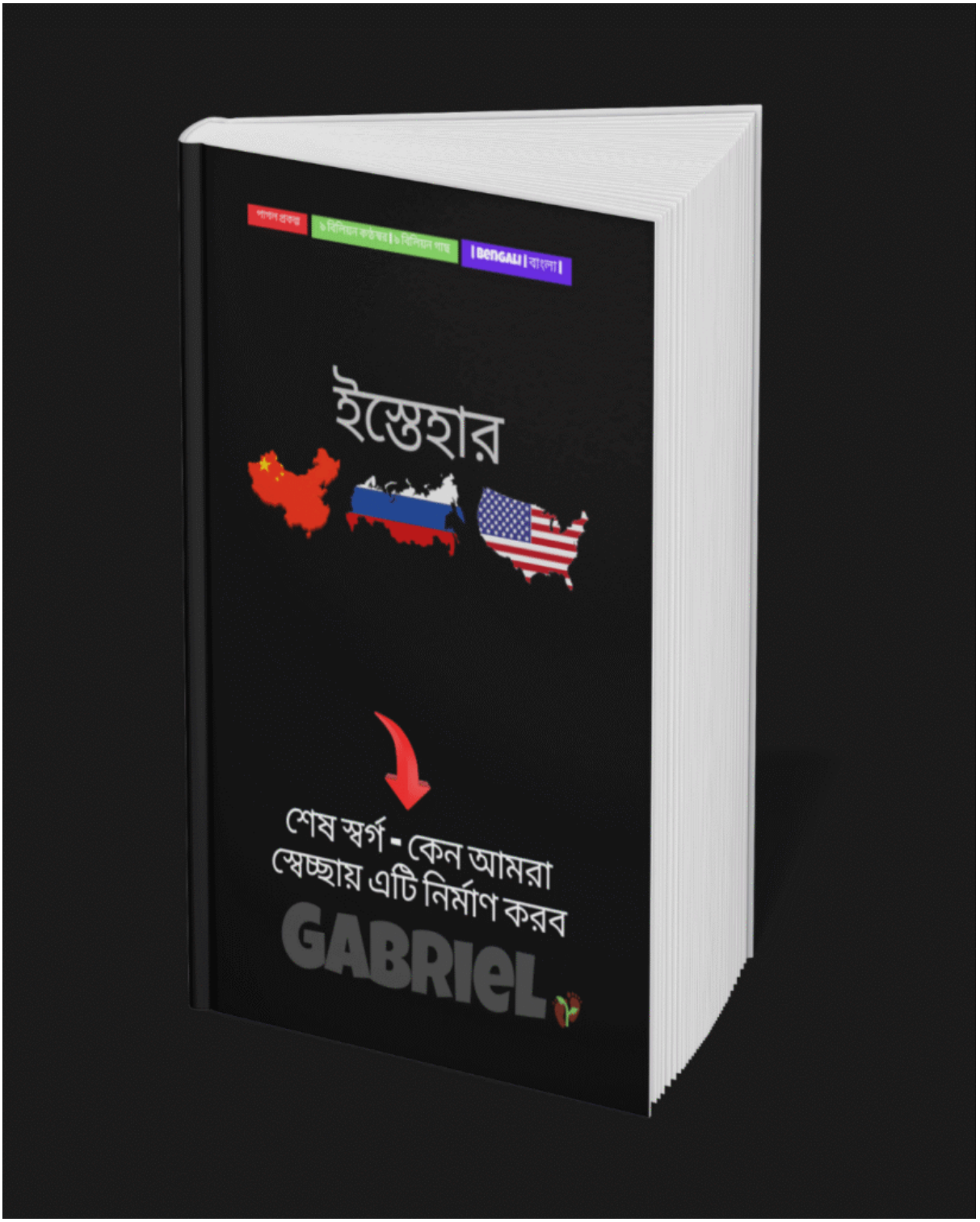

✕ | আমরা বইটি পড়ার পরামর্শ দিই। | কারণ আমরা এটি লিখেছি বলে নয়, না, না। |⇨ শুধু এজন্য যে এখন শিয়ালের মতো চালাক আর খরগোশের মতো বিনয়ী হওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। | তুমি তো বুঝতেই পারছ।

❌ | প্রথমে রাজারা চাইতেন না যে কৃষকেরা পড়তে শিখুক। যতক্ষণ না তারা বুঝতে পারল: তাদের শেখালেও তারা তবুও পড়বে না। ⇨ আর এভাবে তাদের অবস্থান সুরক্ষিত হল। আজ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। আমি জানি...

🌱 | **বোনাস নাম্বার দুই ⇨ পুরুষরা...**

ϟ

❌ | "সমষ্টির মধ্যেই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ প্রকট হয়..." হাজার হাজার বছর আগে, পুরুষরা তাদের নারী, শিশু ও বাবা-মাকে হিংস্র জন্তু থেকে বাঁচাত। আজ, বেশিরভাগেরই আর তাতে আসে যায় না। আজকের পুরুষদের কাছে নারী, শিশু ও বাবা-মাকে রক্ষা করা এখন আর অলঙ্ঘনীয় নীতি নয়। নইলে এটা কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন যে সব পুরুষই চলমান সামরিক তৎপরতা দেখতে পায় – অথচ এমন ভান করে যে সেগুলো ঠিক মতো বুঝতে তাদের সময়ই নেই? একশো বছর আগেও কি একই খেলা চলছিল না? শুধু বাদ পড়েছিল তখনকার গাড়ি প্রস্তুতকারীরা, যারা অস্ত্র বানাত – আর আজ আবার তারা সেই পথেই ফেরে? | হাজার হাজার বছর আগে পুরুষরা সদাসতর্ক ছিল। আজ তারা মদ্যপান করতে বেশি পছন্দ করে ("দিনে একটি গ্লাস সুপারিশ করা হয়"), টেলিভিশনের সামনে বসে, হাতে স্মার্টফোন নিয়ে, সংবাদের পিছনে ঘুরতে থাকে, আর আলোচনা করে যুদ্ধ বাঁধলে তারা কী কী করবে... | এটা যাতে কখনই না ঘটে, সেটা নিশ্চিত করাই কি বুদ্ধিমানের কাজ হতো না? কেউ একসাথে তার মা আর পরিবারকে কীভাবে রক্ষা করবে? তখন তারা সজাগ থাকত, প্রতিটি আওয়াজ যাচাই করত। আজ সব তথ্য অঙ্কের মতো গিলে ফেলা হয় – কোনো যাচাই-বাছাই নেই। | সরাসরি কিছু করার বদলে ভবিষ্যতে কী করা যেতে পারে, তাই নিয়ে কথা হয়। অস্ত্র গড়ে এমনদের জন্য বেশ মঙ্গলেরই, না?

❌ | আমাদের নেতৃত্বদানকারী পুরুষেরা চালাক। কী কাণ্ড যে তারা শান্তির কথা বলতে একত্র হয় – আর প্রত্যেকে নিজ দেশে ফিরে গেলেই অস্ত্রের উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে যায়? কেন? সেই আলোচনায় তারা পরস্পরকে কী বলেছিল? নিশ্চয়ই শান্তি ছাড়া অন্য যা কিছু, আমার তাই ধারণা। | একশো বছর আগেও ঠিক এমনই ছিল, আর আমরা এর

পরিণতি জানি। এই পরিণতি আমরা ইতিমধ্যে চারবার দেখেছি। তখন তাদের থামানো যায়নি। এবার কে তাদের থামাবে? নারীরা, নাকি পুরুষেরা? | এটা একটি কেবল প্রশ্ন। কারণ যা দেখছি তাতে নারীরাই এটা করবে, যেহেতু পুরুষরা তাদের বিয়ার আর টাকাপয়সা এতটাই বেশি ভালোবাসে যে সক্রিয় হয়ে উঠবার সময়ই তাদের নেই। অথচ, এত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভবিষ্যৎ কেমন দাঁড়াবে – সেটা তারা নিজেদের জন্মেরও বহু আগে থেকেই জানে। সবকিছুই আর্কাইভে বা যৌথ ঘোষণাপত্র, কমিউনিক, প্রোটোকল, কিংবা স্মারকলিপিতে পড়ে নেওয়া যেত। | কিন্তু তারা তা করবে না। কিন্তু অনুমান করা এবং তাদের ধারণা কতটা সঠিক তা নিয়ে তর্ক করা – সেটা তারা করবেই। যেখানে দু'জন পুরুষ বসে, সেখানে ভবিষ্যতের গুঞ্জন ওঠে…

✖ | পুরুষেরা নিজেদেরকে বিশেষ চতুর ভাবে – বিশেষ করে আমাদের যারা নেতৃত্ব দেয়। তারা নিজেদেরকে প্রজ্ঞাময় মনে করে, বাকি সবাইকে ভাবে বোকা। যেমন, তারা অস্ত্র তৈরি করে, বা গাড়ি প্রস্তুতকারক দিয়েও তৈরি করায়, আর যুক্তি দেয়: "এটা শুধু প্রতিরোধের জন্য," "আমরা এগুলো কখনো ব্যবহার করব না…" – তাদের যুক্তি এই পর্যন্তই। আর বাস্তবে দেখা যায়, তারা রাশিয়ার ওপর প্রথম আক্রমণ হানতে প্রস্তুত হচ্ছে, ইউরোপ থেকে, সবচেয়ে সম্ভবত জার্মানি থেকেই। কিন্তু তারা ভাবে, বাকি সবাই অন্ধ, কেউ টের পাবে না। সবাই নিজ নিজ বিয়ারে ব্যস্ত। আর সবাই বিশ্বাস করে সেই "পরম সত্যে" – টেলিভিশনের পর্দা থেকে পাওয়া তাদের স্লোগানে।

↧

| ① আমরা শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছি। |⇨ পুরুষদের জন্য আমার একটি বার্তা আছে।

| ② … এবং তোমরা পুরুষরা: কতকাল আর তোমরা নিজেদের মতপার্থক্যের সমাধান বলপ্রয়োগে করবে? অস্ত্রে, যুদ্ধে? পৃথিবীতে মতপার্থক্য থাকবেই। তার মানে কী সহিংসতাও থাকবে? তার মানে কী পৃথিবীতে আমাদের শান্তি কখনোই মিলবে না, যতক্ষণ না আমাদের শেষ ব্যক্তি তার পূর্বসূরিটিকে হত্যা করে? তারপর কী? | ⇨ এমনকি যখন পৃথিবীতে শুধুমাত্র একজন পুরুষ ও একজন নারী ছিলেন, তখনও মতপার্থক্য ছিল। তোমরা কি মনে কর এটা কখনো থামবে? তারা যদি তাদের মতপার্থক্যের সমাধান অস্ত্রে করত, তাহলে আমরা কি সবাই আজ এখানে থাকতাম?

| ③ যদি অস্ত্র থাকতেই *হয়*, যেমন তোমরা সর্বদা যুক্তি দাও – তাহলে কি তার মানে শান্তি কখনোই আসবে না? আর তোমাদের চিন্তাধারা অনুযায়ী, "…যতক্ষণ মতপার্থক্য থাকতে পারে, কেবল সেটাই অস্ত্র তৈরির যথেষ্ট কারণ।" দারুউন! আর যেহেতু মানুষের সংখ্যার তুলনায় আমাদের পর্যাপ্ত অস্ত্র নেই, তাই আরও বেশি করে অস্ত্র তৈরি করা উচিত। এখনই যথেষ্ট তৈরি করে ফেলা ভালো, যাতে ভবিষ্যতে যথেষ্ট থাকে। বাহ!

| ④ তাহলে একটি ছয় বছর বয়সী শিশুকে তোমাদের কৌশল অনুযায়ী শেষটা কেমন হবে তা ব্যাখ্যা করে বলো – এই উপলব্ধি নিয়ে যে মতবিরোধ সর্বদাই থাকবে। এবং সেটা

শুরু হয় যখন দু'জন মানুষ একই ঘরে থাকে। একটি শিশুকে ব্যাখ্যা করে বলো, যে দিন তোমরা বলবে, "এখন আমাদের যথেষ্ট অস্ত্র আছে" – সেটা কেমন দিন হবে? নাহলে সেই ঝুঁকি থেকে যায় যে, যখন কোনো স্পষ্ট লক্ষ্য দৃশ্যমান হবে না, তখন একদিন সবাই তাদের সাথে অস্ত্র বহন করবে, ঠিক যেমন আজ সবাই একটি স্মার্টফোন বহন করে। তারপর কী? সেটাই কি শেষ হবে?

| ⑤ নাকি এই সব তখনই শেষ হবে যখন প্রত্যেক মানুষ বাড়িতে তিন রকমের অস্ত্রের মালিক হবে: একটি জৈবিক, একটি রাসায়নিক এবং একটি পারমাণবিক অস্ত্র? শুধুমাত্র তখনই অস্ত্র তৈরি বন্ধ হবে? "এতে অর্থ উপার্জন হয়" বা "এটাই একমাত্র জিনিস যার মাধ্যমে আজও অর্থোপার্জন করা যায়"। আমরা তখন আর অর্থোপার্জন করতে চাইব না? তোমরা কি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারো?

| ⑥ এখন তোমরা সেনাবাহিনীতে যোগ দিচ্ছ। কি মজা! তোমাদের দেশের তোমাদের প্রয়োজন। কি মজা! তোমরা উৎসাহের সাথে শিখছ কিভাবে এইসব অস্ত্র ব্যবহার করতে হয়। চমৎকার! "হত্যা করিও না," এমনটাই লিখিত আছে। কিন্তু এখন তোমরা মনে কর হত্যা করার পদ্ধতি শেখা তোমাদের কর্তব্য। এখন তোমরা হত্যা করতে প্রস্তুত। | ⇨ এটা কি শুধু এই কারণে যে এটি একটি আইনি কাঠামোর মধ্যে ঘটে? এটি কি পুরো বিষয়টিকে কম ক্ষতিকর করে তোলে? এখন তোমরা উৎসাহের সাথে শিখছ কিভাবে অন্যের মাকে হত্যা করতে হয় – যাতে অন্যদের সত্যিই কষ্ট দেওয়া যায়। চমৎকার চিন্তা!!! তোমরা যখন অন্যের মায়েদের হত্যায় ব্যস্ত, তখন তোমাদের নিজের মায়ের রক্ষা কে করবে? তোমরা কেন বুঝতে পারছ না যে এটি অর্থহীন? কেবলই একটি অর্থহীন ব্যাপার, অর্থহীন মানুষ দ্বারা সংগঠিত ও সম্পাদিত।

| ⑦ কেউ যদি শুধুমাত্র যা দেখে তা দিয়ে বিচার করতে চায়, তাহলে স্পষ্ট: কোনও অতীত যুদ্ধ, তাতে যত মানুষই মরুক না কেন, মানুষকে মতপার্থক্যহীন করে তুলতে পারেনি। আমাদের এখনও তা রয়েছে। এবং সেগুলোই শেষ পর্যন্ত আবার যুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়। তার মানে দশ হাজার বছর ধরে অস্ত্রের কোনো প্রভাব ছিল না। এবং যদি তাদের কোনো প্রভাব না থাকে, আর সবকিছু এমনভাবে চলতে থাকে যেন তারা বড় প্রভাব দেখিয়েছে, তাহলে এর বিরুদ্ধে কিছু করো।

| ⑧ একটি সাদা পতাকা উত্তোলন করো এবং এইরকম অর্থহীন চিন্তা থেকে নিজেকে দূরে রাখো। দুর্বলদের রক্ষা করো, যেমনটি সঠিক। অন্যের মা, বোনদের কষ্ট দিও না। এবং এই বার্তাটি সবার সাথে ভাগ করে নাও। একটি নতুন সময় আমাদের সাথে শুরু হচ্ছে। এবং সবারই এটি বুঝতে হবে। এবং যারা বুঝবে না, আমরা তাদের বুঝিয়ে দেব।

| ⑨ অস্ত্র অর্থহীন। তারা আমাদের পৃথিবীতে মানুষের হিসেবে একেবারেই কিছু নতুন শেখায়নি। তারা একটি অর্থহীন কল্পনার ফল, অর্থহীন মানুষ দ্বারা সংগঠিত ও সম্পাদিত, যারা নিজেদের জীবনে আর কোনো অর্থ খুঁজে পায়নি। এবং কারণ তারা তাদের জীবনের কোনো অর্থ খুঁজে পায়নি, তারা চায়নি ৎ অন্যরা, যারা তাদের জীবনের

অর্থ খুঁজে পেয়েছে, তারা একটি সুখী জীবন পাক। | ⇨ এবং তারা ছিল পুরুষেরা। | এখন নারীদের কাছে ⇨ ⇨

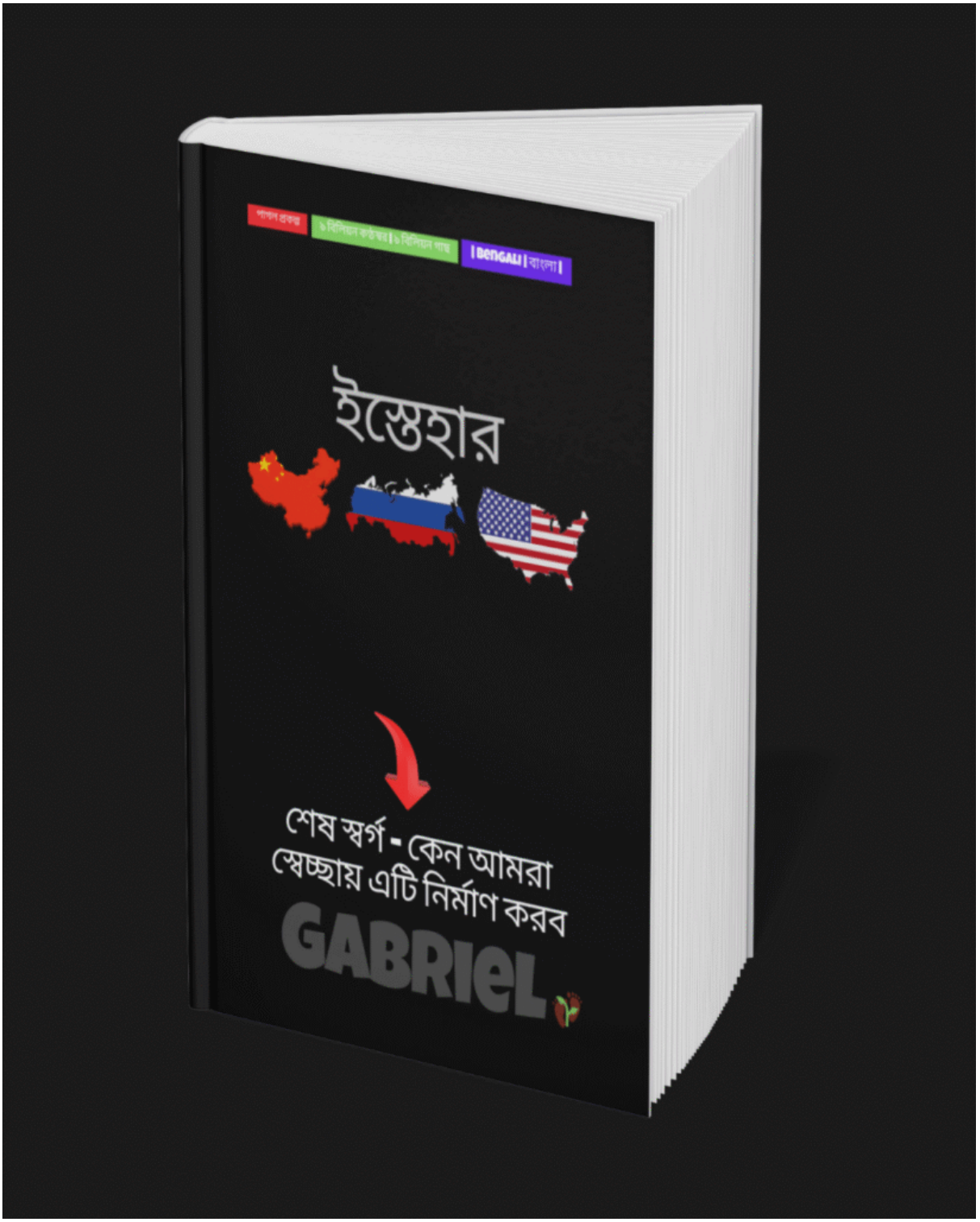

✕ | আমরা বইটি পড়ার পরামর্শ দিই। | কারণ আমরা এটি লিখেছি বলে নয়, না, না। |⇨ শুধু এজন্য যে এখন শিয়ালের মতো চালাক আর খরগোশের মতো বিনয়ী হওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। | তুমি তো বুঝতেই পারছ।

❌ | প্রথমে রাজারা চাইতেন না যে কৃষকেরা পড়তে শিখুক। যতক্ষণ না তারা বুঝতে পারল: তাদের শেখালেও তারা তবুও পড়বে না। ⇨ আর এভাবে তাদের অবস্থান সুরক্ষিত হল। আজ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। আমি জানি...

🌱 | **বোনাস তিন নম্বর ⇨ এবং নারীরা...**

ϟ

✕ | আমাদের প্রাচীনতম উপাখ্যান বলে, এক সময় পৃথিবীর কর্তৃত্ব ছিল নারীর হাতে। এবং যথার্থভাবেই। কারণ নারীই জীবনের একমাত্র ধারক-বাহক। তিনি জীবনকে নিজের ভিতরে ধারণ করেন, তিনিই একমাত্র তাকে বয়ে নিয়ে যান – তিনিই তার উৎস ও গন্তব্য। | ন্যায়সংগতভাবেই তিনিই নেতৃত্ব দিতেন: যে জীবন আপনি দিয়েছেন, তাকে আপনি ধ্বংস করেন না। পুরুষ ক্ষমতায় এসেছে কেবল যখন সে অস্ত্র সৃষ্টি করতে শিখেছে। তার ফল আজ আমরা দেখি – একেবারে উল্টো। ভয়াবহভাবে স্পষ্ট, তাই না?

✕ | নারী দ্বারা বিশ্ব পরিচালিত হওয়া ছিল প্রকৃতির নিয়ম। আমরা সবাই মায়ের কথা শুনি, বয়স যাই হোক। তাঁর সামনে আমরা আজও শিশু। তাই মায়ের নেতৃত্বে আসা ছিল স্বাভাবিক – দুটি ভূমিকা একাকার হয়ে গিয়েছিল, সবকিছু ছিল সম্প্রীতিতে। | কিন্তু অস্ত্র মানে ঘৃণা ও মৃত্যু – উভয়ই তাঁর স্বভাবের বিপরীত। প্রেম ও জীবন, সেটাই তাঁর অন্তর্গত সম্পদ।

✕ | পৃথিবীর সবকিছুই পরিবর্তনশীল। কিছুই স্থির নয়। বিশ বছর আগেও শীতে বিশ সেন্টিমিটার বরফ পড়ত। গত বছর মাত্র এক সেন্টিমিটার। শীঘ্রই কিছুই পড়বে না। এটাই পুরুষতন্ত্রের চূড়ান্ত পরিণতি। এটাই ঘৃণা ও মৃত্যুর ফসল। | যদি আমরা পৃথিবীতে আবার শান্তি চাই, তাহলে আমাদের সচেতনভাবে সেই উৎসে ফিরে যেতে হবে – যখন অস্ত্রের অস্তিত্ব ছিল না। আর যদি না যাই – চিন্তা নেই, গন্তব্য পথ আমাদের সবার জানা। ঘৃণা আর মৃত্যু কোন দিকে নিয়ে যায়, তা বুঝতে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা হওয়ার দরকার পড়ে না।

↧

| ① আমরা শেষে পৌঁছেছি। |⇨ এবার আমার নারীদের জন্য একটি বার্তা আছে।

| ② ... আর তোমাদের নারীদের আমি বলছি: বিশ্বাস ভাল, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ শ্রেয়। তোমাদের সঙ্গীদের বিশ্বাস কর, কিন্তু সাবধান থাক। প্রথমেই সাদা পতাকা উত্তোলন কর। |⇨ পুরুষদের কারণেই।

| ③ ১৯৩৯ সালে অকারণে পোল্যান্ড আক্রমণ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করার সিদ্ধান্ত একজন পুরুষ নিয়েছিল, কোনো নারী নয়। তারপর মৃতের সংখ্যা পনেরো কোটিরও বেশি। আমরা শত মৃত্যুর কথা বলছি না। না, না। আমরা কোটি কোটি মৃত্যুর কথা বলছি। সিদ্ধান্ত নিয়েছিল একজন পুরুষ, অথচ তার অর্ধেক শিকারের ভাগীদার নারী ও শিশুরা। তাদের এতে কোনো ভূমিকাই ছিল না। **সাদা পতাকা উত্তোলন কর।**

| ④ লাশের সংখ্যা এতই বেশি ছিল যে সেগুলো দাফন করাই অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। পড়ে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। অধিকাংশকে যুদ্ধ শেষে কেবল দাফন করা সম্ভব হয়েছিল। তোমরা ভাবতে পারো যে তারা সেসময় বুদ্ধিমান ছিল না। ভুল। তারা তখনকার দিনে আজকের আমাদের চেয়েও বেশি বুদ্ধিমান ছিল। অনেক কম নিয়ে, আমাদের চেয়ে অনেক বেশি তারা অর্জন করেছিল। |⇨ আমরা বিমান আবিষ্কার করিনি। তখন থেকেই সেটা ছিল।

| ⑤ ট্রেন, গাড়ি, রেডিও, বিমান – তখনকার দিনেই এসব ব্যবহার হতো। আমাদের প্রজন্ম কেবল কিছু খুঁটিনাটি পরিবর্তন এনে তাকে "নতুন উদ্ভাবন" বলে চালিয়েছে। ঠিক যেমন একশ বছর পরে আগামী প্রজন্ম গাড়িগুলো নতুন রঙ করবে আর বলবে: "আমাদের উদ্ভাবন"। তখন আমাদের মধ্যে কেউ থাকবে কি, এটা প্রমাণ করতে যে তা সত্য নয়? | ⇨ তারা খুব বুদ্ধিমান ছিল, অথচ সবাই নিজের রেডিও নিয়ে ব্যস্ত থাকার ভান করছিল, আর শেষে প্রাণহীন দেহে ভরে গেল সমগ্র পৃথিবী। | 👣 **কেবল একটি সাদা পতাকা উত্তোলন কর, আর কোনো প্রশ্ন কোরো না।** অকারণে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পুরুষেরাই, আর আজও চালিয়ে যাচ্ছে পুরুষেরাই। তোমাদের কী মনে হয়, তারা শিক্ষা নিয়েছে?

| ⑥ যখন পুরুষরা যুদ্ধ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়, তারা তার পূর্ণ পরিণতি ভাবে না। প্রথমে তারা যুবকদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ দেয়, আর সামনের সারিতে ঠেলে দেয়। | ⇨ ওরা তোমাদের ছেলে, ভাইপো, সন্তান, নাতি-নাতনি, প্র-নাতি। এটা কেবল প্রথম পর্যায়।

| ⑦ যখন অধিকাংশ সৈন্য মারা যায় বা মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছায়, তখন রাজনৈতিকভাবে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়। এর মানে, তখন থেকে ৫৫ বছর বয়স পর্যন্ত সব পুরুষকে যুদ্ধে যেতেই হবে। আগে তারা ভেবেছিল যুদ্ধ হবে না, সেটা আর গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেই মুহূর্তে তাদের মতামত কেউ শোনে না। যে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে

অস্বীকার করে, সে হয় দেশদ্রোহী, আর তাকে তখনই গুলি করে হত্যা করা হয়। | ⇨ এবার নিশ্চয়ই তোমাদের স্বামীরা... **স্যাটেলাইট থেকে যেন স্পষ্ট দেখা যায়, এমন সাদা পতাকা উত্তোলন কর।** কারণ বর্তমানে এর চেয়ে ভালো ও কার্যকর কোনো সমাধান আমাদের নেই।

| ⑧ যুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত সবসময়ই পুরুষরাই নেয়। ইতিহাসে কি এমন একটি উদাহরণ জানো, যেখানে একজন নারী বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করেছিল? **সাদা পতাকা উত্তোলন কর, আর সমগ্র বিষয়টি বুঝতে চেষ্টাই করো না।** | ⇨ আর এখন আসছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

| ⑨ যুদ্ধের সময় সবচেয়ে সাধারণ অপরাধ কী? নারী ও কন্যাশিশুদের ধর্ষণ। আর বলো তো, কারা এ কাজ করে? | ⇨ পুরুষেরা! তাদের মধ্যে কয়জনকে এর জন্য কখনো গ্রেপ্তার করা হয়েছে? একটু ভেবে দেখো। কয়জন? দেখো, তাদের শাস্তি দেওয়া হয় না, নইলে তারা যুদ্ধ বন্ধ করে দেবে, আর যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। | 👣 তাই, তাদের পরোক্ষভাবে অনুমতি দেওয়া হয়, **যাতে তারা সন্তুষ্ট থাকে**। তারা যত খুশি নারীকে ধর্ষণ করতে পারে – শর্ত একটাই, তারা যেন বাধ্য সৈনিক হিসেবেই থাকে।

| ⑩ দয়া করে, সহজ-সরল হয়ো না। **সাদা পতাকা উত্তোলন কর।** আমরা সবাই যদি তা করি, তাদের অস্ত্র নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। কিন্তু যদি পতাকা উত্তোলনে ভয় পাও, তবে করো না; বরং কন্ডোম কিনে রাখো, কারণ সংখ্যা মিথ্যা বলে না – মানুষ মিথ্যা বলে। | ⇨ একশ বছর আগে ইউরোপে অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটেছিল, তাই না? তারা আজকের দিনের চেয়েও বেশি চালাক ছিল, না? আর তারপর?

| ⑪ এটা কি পুরুষদের আবার অস্ত্র তৈরি করা থেকে বিরত রেখেছে? এখন আবার তারা চায় বৈশ্বিক সংঘাত – "একটি বিশ্বযুদ্ধ"। এর মানে দাঁড়ায়, সমস্ত দেশই আক্রান্ত হবে। সহজ-সরল হয়ো না। সরলতার জন্য কখনো কাউকে পদক দেওয়া হয়নি। **কেবল একটি সাদা পতাকা উত্তোলন কর** আর নিজের চোখে যা দেখো, তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া শেখো। তোমার চারপাশের মানুষের মন্তব্য বা অনুমানের ভিত্তিতে নয়। আবার বলছি: কেবল যা দেখো, তাতেই বিশ্বাস কর, আর ভালোভাবে প্রস্তুত হও।

| ⑫ একটি বিশ্বযুদ্ধের একমাত্র ভালো দিক হল এর পূর্বাভাস। এবার মন দিয়ে শোন: | ⇨ কয়েক বছর আগে থেকেই একটি প্রকট সংকট দেখা দেয়। আর সবাই বেকার হয়ে পড়ে। | 👣 সেই সময় দশজনের মধ্যে নয়জনই বেকার ছিল। কাজ বলতে কিছুই ছিল না। কোথাও না। সরকারি কর্মচারীরাও বেকার ছিলেন। বিশ্বাস ভাল, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ শ্রেয়। তোমরা কি জানো, সেই সময় আমেরিকায় কী হয়েছিল?

| ⑬ এই সতর্কবাণীটি ভালো করে স্মরণে রেখো: | ⇨ তোমার সঙ্গী তোমাকে যাই প্রতিশ্রুতি দিক না কেন, একাডেমির সদস্য হওয়াই শ্রেয়। সেই সময়, আমেরিকায় একইরকম সংকটের সময় – যা আসন্ন সংকটের তুলনায় মোটেও ততটা কঠিন ছিল না –

| 👣 দশজনের মধ্যে দুজন পুরুষ তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের ছেড়ে চলে গিয়েছিল এবং কখনোই বাড়ি ফেরেনি। একেবারেই ফেরেনি। আশা করি এখন বুঝতে পারছ। তখনকার সংকট এখনকার আসন্ন সংকটের চেয়েও হালকা ছিল। তবুও বহু পুরুষ চলে গিয়েছিল, আর ফেরেনি। | ⇨ তোমাদের উচিত আমাদের দেওয়া তথ্য ব্যবহার করা এবং তা নিজের অভিজ্ঞতার সাথে যুক্ত করা। গুরুত্বপূর্ণ হল, তোমরা নিজেদের জন্য সর্বোত্তম প্রস্তুতি নাও।

| ⑭ এবার আমি একটি জিনিস চাই না। | ⇨ "আমি চাই না নারীরা আগের চারবারের মতো আবার সেই একই ফাঁদে পড়ুক।" "আমি চাই না পুরুষদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা এই অন্ধকারকে প্রকাশ পাওয়ার কোনো সুযোগ দেওয়া হোক। তার কোনোই সুযোগ থাকা উচিত নয়।" তাই: **সাদা পতাকা উত্তোলন কর। স্পষ্ট দৃশ্যমান একটি পতাকা।**

| ⑮ আমাদের মধ্যে কেউ কেউ স্রষ্টায় বিশ্বাস রাখেন। কেউ কেউ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিশ্বাস রাখেন। শেষ অংশটি তোমাদের জন্য সংরক্ষিত।

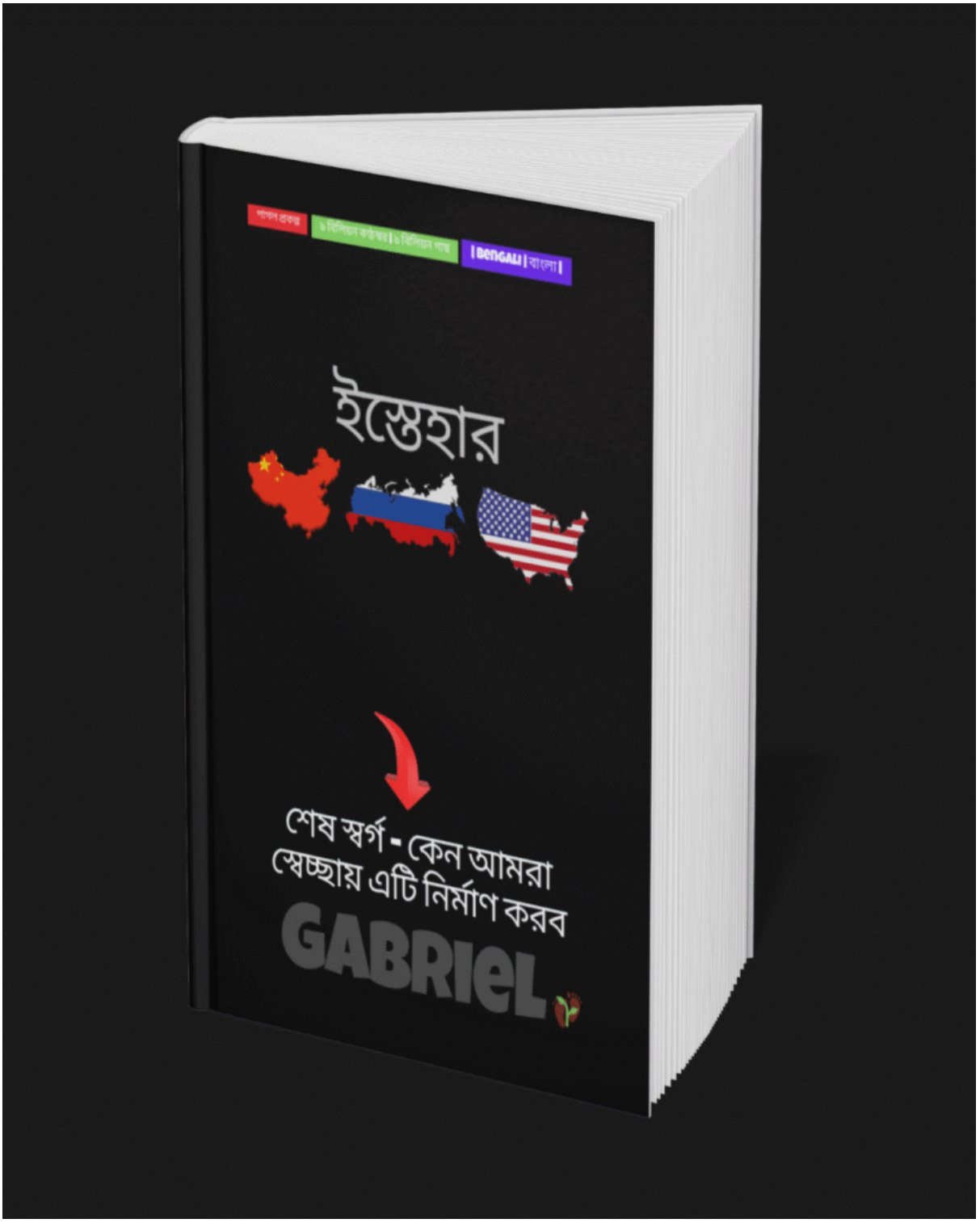

✕ | আমরা বইটি পড়ার পরামর্শ দিই। | কারণ আমরা এটি লিখেছি বলে নয়, না, না। |⇨ শুধু এজন্য যে এখন শিয়ালের মতো চালাক আর খরগোশের মতো বিনয়ী হওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। | তুমি তো বুঝতেই পারছ।

❌ | পড়া কোনো মজার ব্যাপার নয়। আমি জানি... তাহলে নতুন মুদ্রা চালু না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো। তখন তুমি বুঝতে পারবে কে পড়েছিল আর কে পড়েনি। ⇨ আমরা শুধু নোবেল পুরস্কার বিজয়ী, আমরা আবার কী জানি...?

🌱 | **বোনাস চার নম্বর ⇨ এবং বিশ্বাস...**

ϟ

✕ | আমাদের যে জিনিসগুলো যুক্ত করে তা আমাদের বিভক্ত করার চেয়ে অনেক বেশি। শুরুতে ছিলাম মাত্র দুজন। আর তখন ছিল না কোনো অস্ত্র, না কোনো যুদ্ধ, না কোনো ধর্ম। কিছু সময় পরেই আমরা প্রায় নয় বিলিয়ন হয়ে গেছি, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছি। আর তখনই তৈরি হয়ে গেছে অস্ত্র, ধর্ম আর যুদ্ধ। এখন ঠিক কী আমাদের আলাদা করে? আর তখন ঠিক কী আমাদের আলাদা করেছিল?

✕ | আমাদের যে জিনিসগুলো যুক্ত করে তা আমাদের বিভক্ত করার চেয়ে অনেক বেশি। তর্ক তো হতে পারে – হ্যাঁ! কিন্তু হাতাহাতি করা এবং যে রূপে আমরা অস্ত্র তৈরি করেছি, সেই অস্ত্র তুলে নেওয়া, এটা হাস্যকর। কারণ শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকে সব সময় একই লোকেরা: অভিজাত শ্রেণী। যেন কেউ মনে করতে পারে, অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রশ্ন নিয়ন্ত্রণ করতে যুদ্ধ চালানো হয়। বন্য প্রাণী তিনটিকে দেখলে তার মধ্যে একটিকে গুলি করা হয়। আমরা মানুষ এটাকে বলি "জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ"।

✕ | অল্প কয়েকজন বিশ্বাস করে যে ঘৃণা এটার অংশ। টেলিভিশনের মালিক هم তারাই। তাই তারা টেলিভিশনে শুধু সেটাই দেখায় যা আমাদের মধ্যে ঘৃণা বাড়ায়। কোনো মুসলিম বা ইহুদি জড়িত কি না – বিঙ্গো! এটা এক বছর ধরে অবিরাম দেখানো হয়। কিন্তু যে আমাদের গাছ লাগানো উচিৎ, সেটা এখন কোথাও দেখা যায় না। আমাদের 'সুপার' সাংবাদিকেরা। আমরা কি আমাদের জীবন ও আমাদের সন্তানদের জীবনের জন্য যুদ্ধ কামনা করি? ২০২৬ সালের জন্য কি সেটাই আমাদের ইচ্ছা?

↧

| ① সবার একটি উৎস আছে। সবাই কোথাও না কোথাও থেকে এসেছে। এই পৃথিবীতে কখনও কোন হাতি বা পাখি মানুষ জন্ম দেয়নি। | ⇨ মানুষ কেবল মানুষই জন্ম দেয়। আর যদি এই রেখাটি একাগ্রভাবে পিছনে অনুসরণ করা হয়, তবে তা গিয়ে পৌঁছায় সমস্ত মানুষের উৎসে। যেখানে সবকিছুর সূচনা। দয়া করে এটা মনে রাখুন। যাতে শেষ পর্যন্ত সবকিছুর অর্থ প্রকাশ পায়।

| ② শুরুতে ছিল মাত্র দুই মানুষ, আর কোন ধর্ম ছিল না। | ⇨ কিন্তু বিশ্বাস ছিল। কালক্রমে আমরা হয়ে উঠেছি নয়শ' কোটি। আর অসংখ্য ধর্ম ও প্রথার উদ্ভব ঘটেছে। দু'জনের না থাকলেও চলে, ধর্ম বা প্রথা। কিন্তু নয়শ' কোটি? তাহলে তো সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। | ⇨ তাই বিশ্বাস ও প্রথার অস্তিত্ব – আমাদের জীবনকে ছন্দ দিতে। | 👣 কিন্তু তারা জীবনের অর্থ নয়, কারণ তাদের আবির্ভাবের আগেই জীবন অর্থবহ ছিল।

| ③ আমরা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু বিশ্বাস করি। | ⇨ প্রথাকে আমরা আংশিক উপেক্ষা করতে পারি, 'বন্ধ' করতে পারি। অনুভূতিকেও। কিন্তু বিশ্বাস ভিন্ন। বিশ্বাস আমাদের ভিতরে সেই একমাত্র বস্তু যা আমরা 'বন্ধ' করতে পারি না। আর সেখানেই থাকে আমাদের অন্তর্নিহিত দিকসূচক, যা সহজেই বলে দেয় আমরা ঠিক কাজ করছি নাকি ভুল। আমি এটা কেন বলছি? কারণ এই পৃথিবীর বেশিরভাগ যুদ্ধের জন্য দায়ী একটি বিশ্বাস-সম্প্রদায়। | ⇨ আর তারা হলো ইব্রাহিমী ধর্মাবলম্বীরা।

| ④ ইহুদীধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলাম – এই তিনটি ইব্রাহিমী ধর্ম নামে পরিচিত। এদেরকে সংযুক্ত করে একই পূর্বপুরুষ ইব্রাহিমের (আরবীতে: ইব্রাহীম) প্রতি ঐতিহ্য। আবারো মনে করিয়ে দিই। | ⇨ শুরুতে ছিল মাত্র দুই। আজ আমরা নয়শ' কোটি। এর মানে হলো: আজ যদি আমরা আমাদের বংশরেখা পিছনের দিকে টানি, তবে তা গিয়ে ঠেকে সেই প্রথম দুইজনের কাছে। দয়া করে, এটা ভালো করে মাথায় গেঁথে নিন। আমি এটাকে বলি "বংশবিস্তারের নীতি"।

| ⑤ সেই সময় এই তিন ধর্মের অনুসারীরা "বংশবিস্তারের নীতি"র কারণে নিজেদেকে ভাই-বোন বলতেন ও মনে করতেন। তাই তিনটিতেই একই নাম পাওয়া যায়, উচ্চারণ ভিন্ন হলেও।

| ⑥ তারা ভাই-বোন ছিলেন, কারণ তাদের অধিকাংশই – যদি জৈবিকভাবে সম্ভব হতো – তাদের বংশতালিকা ইব্রাহিম দাদা পর্যন্ত খুঁজে পেতে পারতেন। | ⇨ কিন্তু কালক্রমে তারা "বংশবিস্তারের নীতি" থেকে দূরে সরে গেছেন। আর আজ তারা নিজেদিকে প্রধানত জৈবিক বংশপরম্পরায় 'ইব্রাহিমের সন্তান' হিসেবে দেখেন না – না – বরং এক আধ্যাত্মিক বা বিশ্বাস-ভিত্তিক চুক্তির কারণে ইব্রাহিমী হিসেবে দেখেন। | ⇨ অন্য কথায়: আজ তারা একে অপরকে শত্রু হিসেবে দেখে।

| ৭ এই বিস্তারের অংশ হওয়া এক পরম আনন্দ। আপনাকে ডাকা হয় বাবা বলে। আপনাকে ডাকা হয় মা বলে। আপনাকে ডাকা হয় দাদা-দাদী বলে। এতে আপনি আনন্দিত হন। | ⇨ কিন্তু পেছনে ফিরে তাকিয়ে ইব্রাহিম (ইব্রাহীম)-কেই "দাদা" বলে ডাকা – সেটা আপনারা করেন না। আপনারা না করলে কে করবে? আপনার কি অন্য কেউ আছেন? যদি শিশুরা আজই এটা না জানে যে তাদের সবার একই প্রপিতামহ, তবে বলুন, পৃথিবীতে শান্তি কখনই আসবে কীভাবে?

| ⑧ ইব্রাহিমী ধর্মগুলির বাইরেও আছে তাওবাদ, কনফুসীয়বাদ, বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্ম। | ⇨ তবে কেন, পৃথিবীতে যখনই কোথাও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তা সর্বদাই ইব্রাহিমীদের মধ্যেই হয়? আপনারা ধর্মের নামে এত ক্ষতি করেছেন যে পৃথিবীর প্রায় ২০% মানুষ এখন আর ধর্মের সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখতে চান না। | ⇨ তারা ভালোতে বিশ্বাস করে, কিন্তু আপনাদের সঙ্গে আর কিছুই করতে চায় না। কারণ আপনারা ভালোর প্রচার করেন, দিনে কয়েকবার প্রার্থনা করেন, কিন্তু আপনাদের কাজ একেবারেই দুর্বোধ্য। | ⇨ আর কতকাল?

| ⑨ আপনাদের মধ্যে কেউ যদি হাজার ইউরো উপার্জন করে তার এক সেন্ট দান করে, তবে তাকে আর স্বাভাবিক মনে করা হয় না। | ⇨ আপনারা দান করেন তখনই, যখন নিজেদের জন্য যথেষ্ট থাকে। আমরা কখন নিজেদের জন্য যথেষ্ট পাব? আর যদি সেই এক সেন্টটাও দান করা হয়, তবে সারা বিশ্বকে তা জানতে হবে। আমি আপনাদের বলছি: সময় এসে গেছে। | ⇨ ফিরে যাবার পথ খুঁজুন।

| ⑩ মানুষ মিথ্যা বলে। কাজ মিথ্যা বলে না। একজন মানুষ যা করে, তা থেকেই বোঝা যায় সে কে। লেখা রয়েছে: | ⇨ "মাদার তেরেসা একজন ভালো মহিলা ছিলেন।" এমনই লেখা আছে। তিনি মানুষকে সাহায্য করতে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। "লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের তিনি সহায়তা করেছেন," আমরণ। | ⇨ কিন্তু সেগুলো ছিল তাঁর কাজ। উল্লেখ্য, সবাই তাঁর কাজ দেখতে পেরেছে। কারণ কাজ সহজে লুকানো যায় না। আর কাজের ভাষা স্পষ্ট। | ⇨ এখন আরেকজন আসেন।

| ⑪ প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস. ট্রুমানও একজন ভালো মানুষ ছিলেন বলে কথিত। এমনটাই লেখা। ১৯৪৫ সালে, তিনি হিরোশিমায় একটি পারমাণবিক বোমা ফেলার আদেশ দেন। | ⇨ পাঁচ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়। তিন দিন পর তিনি পরের বোমাটি ফেলেন, আরও পাঁচ লক্ষ প্রাণহানি। কথিত আছে, তাঁর কাছে যদি তৃতীয়টি থাকতো, সেটিও তিনি ফেলতেন। | ⇨ |

| ⑫ পরিষ্কার করে বলি: নিহতদের মধ্যে কোন সৈন্য ছিল না। তিনি দশ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছিলেন, এবং তাদের মধ্যে একজনও সৈন্য ছিল না। | ⇨ কেবল ছোট ছোট স্কুলের শিশু, নবজাতক, বৃদ্ধ, রোগী, প্রতিবন্ধী। তাদের কেউই প্রেসিডেন্ট ট্রুমানের কিছু করে নি। আর আজও কেউ জানে না আমেরিকা বাড়ি থেকে এত দূরে কী চাইছিল... এবার আসে

সবচেয়ে মর্মস্পর্শী অংশ: | ⇨ প্রেসিডেন্ট ট্রুমান, তাঁর সমস্ত উত্তরসূরীদের মতো, বাইবেলের উপর হাত রেখে শপথ নিয়েছিলেন। অর্থাৎ, তিনি ছিলেন একজন ইব্রাহিমী।

| ⑬ পুরুষেরা সবাই সম্মুখসমরে ছিল, আর এভাবেই তারা তাদের পরিবারের মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিল। আর তিনি, ট্রুমান, তাঁর জনগণের সাথে এক মহাবিজয় উদযাপন করছিলেন। অনেককাল আগের কথা। আমাদের মধ্যে কেউ তখন ছিল না। তাই, আমাদের কোন দোষ নেই। কিন্তু যদি আমরা এভাবেই চলি, তবে দোষ আমাদেরই হবে। কিন্তু যদি আমরা এটা থামাতে চাই, তবে স্পষ্টতই আমাদের কোন দোষ নেই।

| ⑭ | ⇨ আর সেগুলো ছিল ট্রুমানের কাজ। আর লেখা আছে: “তিনি একজন ভালো মানুষ ছিলেন।” দেখছেন তো? মানুষ নিজেকে মিথ্যে বলতে ভালোবাসে, কিন্তু তার কাজই তাকে সর্বদা ফাঁস করে দেয়। তাই অনেকেই সিদ্ধান্ত নিতে ভয় পায়। কেবল কথা বলতেই পছন্দ করে।

| ⑮ হে ইব্রাহিমীরা, তোমরা “কাগজে-কলমে” জান যে ইব্রাহিম (ইব্রাহীম) তোমাদের দাদা। তোমাদের কেউই এটা অস্বীকার করে না, কিন্তু তোমাদের কাজের মাধ্যমে তোমরা এটা উপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছ। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছ। সবকিছু যেন সম্পূর্ণ শৃঙ্খলিত, এমন ভান করেছ। কারণ এটাই সহজ। আর ফলাফল? এই পৃথিবী কি তোমাদের কারণে কখনও শান্তি পাবে না? আমি একটি উদাহরণ দিই, এটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

| ⑯ হিটলারের ক্যাথলিক হিসাবে ব্যাপটিজম হয়েছিল। সুতরাং, একজন ইব্রাহিমী। তিনি ভয়াবহভাবে প্রায় এক কোটি ইহুদী হত্যা করেছিলেন, যদিও তারাও ইব্রাহিমী। তিনি এতই ঘৃণ্য ছিলেন যে আজও সবাই তাঁর থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে চায়। | ⇨ এত দূরত্ব যে, একই জিনিস আবার তাদের চোখের সামনেই প্রস্তুত হচ্ছে, আর সবাই এমন ভান করছে যেন দেখতেই পায় না। | ⇨ আর তারা পরিণতি জানে। ইব্রাহিমীরা।

| ⑰ যতক্ষণ না তোমরা এটা মানছ যে তোমরা সবাই ভাই-বোন। যতক্ষণ না তোমরা সত্যের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ, ততক্ষণ এই পৃথিবীর বাকি সব মানুষ তোমাদের থেকে কখনও শান্তি পাবে না। | ⇨ তোমরা তিনজন এই পৃথিবীর বিশ্বাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দখল করে আছ। তোমরা হচ্ছ overwhelming সংখ্যাগরিষ্ঠ। | ⇨ তাহলে এবার একবার বুঝে দেখো।

| ⑱ আর কতদিন? কতদিন তোমরা পরস্পরকে কষ্ট দিতে চাও? হাজার হাজার বছর ধরে তোমরা একে অপরকে হত্যা করে আসছো। কোন কারণ ছাড়াই। কখন তোমাদের Enough হবে? তোমরা সবাই প্রচুর সন্তানের জন্ম দাও। এটা ভালো। আর যখন তোমরা আবার সংখ্যায় অনেক হয়ে যাও, তখন আবার পরস্পরকে হত্যা করতে থাকো, যতক্ষণ না প্রায় কেউ অবশিষ্ট থাকে। তারপর আবার সন্তান জন্ম দাও, আর হত্যাকাণ্ড আবার শুরু হয়। | ⇨ তোমাদের কাছে শেষটা কেমন দেখতে হওয়া উচিত? কী ঘটলে তোমরা বলবে: “এখন যথেষ্ট হত্যা হয়েছে! আমরা থামছি।” সেই মুহূর্ত কখন আসবে?

| ⑲ কেবল একটি সাদা পতাকা উড়িয়ে দাও, শান্তির চিহ্ন হিসাবে। অreligiousরা, যারা দশজনের মধ্যে দুইজন, তারাই বা করছে কী? তারা তো বহু আগেই আর যুদ্ধ চায় না। তারা তো বহু আগেই এই পৃথিবীতে আর রক্তপাত দেখতে চায় না। | ⇨ কিন্তু তোমরা ভিন্ন মত পোষণ কর। তোমরা সমর্থন কর, অংশগ্রহণ কর, আরও খারাপ, তোমরা খুব আনন্দের সাথে দৃষ্টি এড়িয়ে যাও, যাতে পরে বলতে পার: “এতে তোমাদের কোন ভূমিকা নেই,” “তোমরা জানতে না,” “তোমরা ভালো মানুষ।” | ⇨ নিজেদের ধোঁকা দেওয়া বন্ধ কর এবং একটি পতাকা উত্তোলন কর। একটি কাজ, যা সবাই দেখতে পাবে। | ⇼ সেটা যেন তোমার পক্ষে কথা বলে। মানুষ সারাদিন গল্প বলে বেড়ায়; তাদের কাজই প্রকাশ করে তারা আসলে কে।

| ⑳ এই ক্রিসমাসে আমি কামনা করি, সব ইব্রাহিমী যেন স্বীকার করে: “সময় এসে গেছে।” তারা জানে কী করতে হবে, অথচ করে না। আর এটা সম্পূর্ণ সচেতনভাবে। অন্য কথায়: “জেনেশুনেই তারা ভুল কাজ করে।” তারপর তারা প্রার্থনা করে, এই আশায় যে প্রার্থনা সব ভুলিয়ে দেবে। | ⇼ প্রার্থনায় কী আসে-যায়, যদি তোমরা নিজেরাই এটা না মান যে তোমরা সবাই একই ব্যক্তির সন্তান? তোমাদের পবিত্র গ্রন্থে এটা লিখে রাখলে কী লাভ, যদি কাজে তোমরা তার উল্টোটা কর? আর তাও আবার সজ্ঞানে?

| ㉑ তোমরা সজ্ঞানে অপরের ক্ষতি কর, অপরের কষ্ট হলে সজ্ঞানে কিছুই কর না, তোমাদের শাসকরা যখন আবার যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে দেখলে সজ্ঞানে তা থামাও না। কারণ তোমাদের কাছে অর্থ জীবনের চেয়েও মূল্যবান। অদ্ভুত! | ⇨ একটি সাদা পতাকা উড়াও, এবং আমাদের সবার এক গৌরবময় ভবিষ্যৎ হবে। এই ছোট্ট চিহ্নই আমাদের সবাইকে বাঁচাবে।

| ㉒ লেখা আছে: | ⇨ “...যখন মরুভূমিতে বৃষ্টি আসবে... তখন শেষ আসবে। আর একজন এসে আমাদের উদ্ধার করবে...” | ⇨ মরুভূমিতে বৃষ্টি হচ্ছে। আমরা তা দেখতে পাচ্ছি। আমরা এক চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু করতে চলেছি। আমরা তা দেখতে পাচ্ছি। পৃথিবী উত্তপ্ত হচ্ছে, আরও উত্তপ্ত। আমরা তা দেখতে পাচ্ছি। পাখি মারা যাচ্ছে। মৌমাছি বিলুপ্ত হচ্ছে। আমরা তা দেখতে পাচ্ছি। আর শীঘ্রই কোন প্রাণী থাকবে না। শেষ নমুনাগুলো আমরা এখন চিড়িয়াখানায় প্রদর্শন করছি। | ⇨ আমরা সেটাও দেখতে পাচ্ছি।

| ㉓ শেষের আর কোন চিহ্ন আমি ভাবতে পারি না। আর কী ঘটলে কেউ বুঝবে: “শেষ কাছে?” কিন্তু সেই নবী কোথায়, যাঁর কথা পবিত্র গ্রন্থে লেখা? তিনি কোথায়, যিনি আমাদের উদ্ধার করতে আসবেন? | ⇨ আমি এখনও তাঁকে দেখিনি। | ⇨ | ⇨

| ㉔ কিন্তু আমি ভাবি: তিনি এখনও আসেননি, আমরা যদি সমাধান জানি, তবে নিজেরাই আমাদের সমস্যার মোকাবিলা করতে পারি না? নাকি আমাদের তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে হবে, যাতে তিনি এসে আমাদের জন্য সাদা পতাকা উড়িয়ে দেন? | ⇨ | ⇨

| ㉕ আমাদের জন্য গাছ লাগাবেন? আমাদের পৃথিবী পরিষ্কার করবেন? আমাদের প্লাস্টিকের আবর্জনা সরাবেন? আর শেষ পর্যন্ত আমাদের পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করবেন? আর যখন তিনি সেটা করবেন, তখন আমরা কী করব? ভালো নাগরিক সাজব, দৃষ্টি এড়িয়ে যাব, আর আশা করব আমাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ভরে যাবে? | ⇨ | ⇨

| ㉖ আমরা নয়শ' কোটি। যদি প্রত্যেকে শুধু এই বার্তাটি পায়, তবে আমরা শীঘ্রই স্বর্গে বাস করব। আমার মনে হয়, যতক্ষণ প্রতীক্ষিত নবী না আসেন, ততক্ষণ আমাদের নিজেদেরই শুরু করা উচিত। আর তা কেবল নিরস্ত্র অবস্থাতেই সম্ভব। | ⇨ একটি সাদা পতাকা উড়াও। এটাই অন্তত শুরু।

| ㉗ আমি এই পৃথিবীতে সবার চেয়ে সুন্দর একটি ক্রিসমাস কামনা করি। ইব্রাহিমের প্রতিটি সন্তান যেন জেগে ওঠে এবং তার বংশতালিকা মেনে নেয়। সে যেন বুঝতে পারে সহিংসতা ও যুদ্ধ কতটা অপ্রয়োজনীয়।

| ㉘ যদি তা ঘটে, আমি তোমাদের আশ্বাস দিচ্ছি, আমাদের কেবল সেরা ক্রিসমাসই হবে না, আমরা বিশ্বকে চিরতরে বদলে দেব। একটি সাদa পতাকা উড়াও এবং দেখ অন্যদেরও করা হয় কিনা। তারপর, যদি তোমার গাড়ি থাকে, হর্ন বাজাও। তোমার গাড়িতে জোরে গান বাজাও। থেমে যাও এবং উৎসব কর।

| ㉙ ২০২৫ সাল শুরু হয়েছিল অন্য সব বছরের মতো। তবে শেষ হবে না অন্য বছরের মতো।

| ㉚ পৃথিবীতে নিরস্ত্র এক জীবনের দিকে।

জি এ বি আর আই ই ল

(⇨) ইচ্ছে করলে নিজের উপর সঞ্চয় করুন। ইচ্ছে করলে শিখুন। | 👣 ⇨ সমস্ত সত্য আপনি ইতিমধ্যেই জানেন।

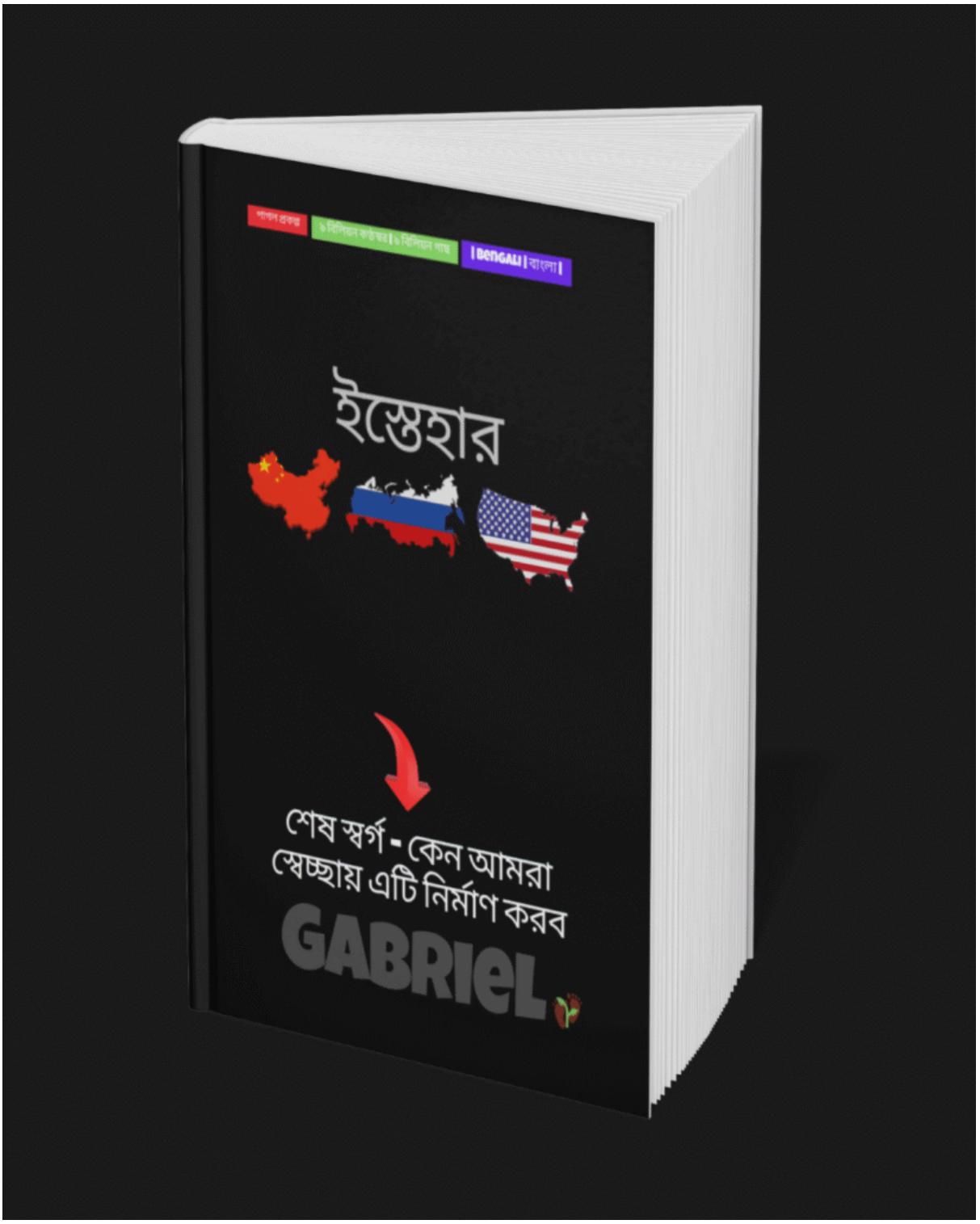

|👣 আমরা বইটি পড়ার পরামর্শ দিই। | কারণ আমরা এটি লিখেছি বলে নয়, না, না। |➪ শুধু এজন্য যে এখন শিয়ালের মতো চালাক আর খরগোশের মতো বিনয়ী হওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। | তুমি তো বুঝতেই পারছ।

❌ | পড়তে অনেক সময় লাগে। আমি জানি... মানুষের ওপর আধিপত্য কীভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয় বলে তুমি মনে কর? লেখার মাধ্যমে, আমার প্রিয়রা... ⇨ নতুন মুদ্রার সব আইন লিখিত। পড়তে কে-ই বা ভালোবাসে? তখন থেকে কিছুই বদলায়নি, না কি?

🌱 | বোনাস পাঁচ নম্বর ⇨ দাস ও তার প্রভু — একটি ছোট গল্প

ϟ

✕ | দেরিতে হলেও, যখন একজন খুব বৃদ্ধ হয়ে যায়, তখন প্রত্যেকেরই একসময় খেয়াল হয় যে পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে তা শুধুই একটি পুনরাবৃত্তি। একটি সরল পুনরাবৃত্তি। পৃথিবী অন্য কোনো পৃথিবীর সাথে বন্ধুত্ব করে না এবং নিয়মিত বিনিময়ের জন্য সেটিকে দেখতে যায় না। না। তাহলে পৃথিবীতে নতুন কিছু কীভাবে সৃষ্টি হবে? কোথা থেকে আসবে?

✕ | আমরা যা কিছুই অর্জন করি, তা পৃথিবী থেকে আসে। অন্য কোনো গ্রহ এটি পৃথিবীকে ধার দেয়নি। এর মানে, এটি পৃথিবীর মালিকানাধীন। আমরা এটি পৃথিবী থেকে নেই, এটিকে আমরা যা চাই তাতে রূপান্তরিত করি এবং ব্যবহার করি। অন্য কোনো গ্রহেও আমরা এটি নিয়ে যেতে পারি না। আমরা সবাই এখানে পৃথিবীতে আটকা পড়ে আছি।

✕ | অন্য কথায়: আমরা যদি পুরনো জিনিসকে যথেষ্ট দীর্ঘকাল উল্লেখ না করি, সম্পূর্ণরূপে ভুলে যাওয়া পর্যন্ত, তবে – এভাবে দেখলে – এটি কখনই অস্তিত্বে ছিল না, যদিও এর অস্তিত্ব ছিল। শত শত বা হাজার হাজার বছর পরে, কেউ আবার একই ধারণা নিয়ে আসে, এবং পুরনোটি আবার নতুন হয়ে ওঠে – কেউ না জেনে: "এটা আগেও এখানে ছিল..." অগ্রগতির একটি অনুভূতি। কিন্তু সত্য হলো এই: আমরা এখানে পৃথিবীতে শুধুই বৃত্তে ঘুরছি এবং অতীতের ভুলগুলো বারবার পুনরাবৃত্তি করছি। নতুন কিছু যোগ হয় না। একই জিনিস বারবার, কখনও কখনও হাজার বা লক্ষ বছরব্যাপী ব্যবধানে। কিন্তু এটি শুধুই একটি বৃত্তে আবর্তন।

↧

| ① পৃথিবীর প্রতিটি খালি জায়গায় একটি গাছ লাগানোর পরিকল্পনা আজ শুরু হয়নি। না, না। আপনি আজই এটি পড়ছেন। আপনি বুঝতে পারেন যে এটি সম্ভব, হ্যাঁ। ⇨ কিন্তু এভাবে শুরু হয়নি। এটি শুরু হয় ২০০৮ সালে লেহমান সংকট দিয়ে। ২০০৮ সালে, বিশ্বের প্রাচীনতম ব্যাঙ্কগুলোর একটি দেউলিয়া হয়ে যায়। আর উদ্ভট ব্যাপার হলো: এটি দেউলিয়া হওয়ার সময়, সরকারগুলো অন্য ব্যাঙ্কগুলোকে বাঁচায় এবং ইচ্ছাকৃতভাবে এই একটি কে ডুবে যেতে দেয়।

| ② আরও খারাপ: যখন ব্যাঙ্কগুলিকে এমন অকল্পনীয়ভাবে বিশাল অঙ্কের টাকা দিয়ে বাঁচানো হচ্ছে, যার নাম নিতেও আমি চাই না, তাদের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে লক্ষ লক্ষ মানুষ – ব্যক্তি, পরিবার, আপনার এবং আমার মতো মানুষ – যারা সব কিছু হারিয়েছে। ⇨ আর বিশ্বের কোনো সরকারই তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে না। বেশিরভাগই রাস্তায় বসবাস করে। আজ পর্যন্ত তাদের গাড়িতেই ঘুমোতে হয়েছে। পরিবারগুলো ভেঙে যায়। ⇨ আর সরকারের একেবারেই কোনো মাথাব্যথা নেই।

| ③ তখনই আমি প্রথম বার নিজেকে প্রশ্ন করেছিলাম: যারা আমাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে তারা আসলে কারা? তাদের কি কিছু সমস্যা আছে? একজন সাধারণ মানুষ তাদেরই বাঁচাতো যাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। এখানে কেন হয় না? তারা কীভাবে ভাবে? ⇨ মানুষকে বিচার করার আগে, প্রথমে সমস্যাটি তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। আর এভাবেই আমি টাকা নিয়ে গবেষণা শুরু করলাম। আর সেখানে আমি একটি জিনিস বুঝতে পেরেছিলাম।

| ④ এই পৃথিবীতে একটি ভয়ানক খেলা চলছে। আর টাকা হলো বিভ্রান্তি। যতক্ষণ সবাই এর পিছনে ছোটে, কয়েকজন মনোনিত মানুষ যা খুশি তাই করতে পারে। আসলে, কয়েকজন মনোনিত মানুষ বাকিদের ওপরে থাকতে চায়। দুঃখিত, যখন আমি বলি তারা "চায়" – না। তারা ইতিমধ্যেই আমাদের বাকি সবার ওপরে রয়েছে এবং হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের উপর আধিপত্য করছে। ⇨ তখন তারা ছিল রাজা আর আমরা ছিলাম কৃষক। আর আজ তারা সরকার এবং আমরা জনগণ।

| ⑤ কিন্তু এই জিনিসগুলোর কিছুই পরিবর্তন হয়নি। টাকা তারা উদ্ভাবন করেছে, আর আমরা কাজ করে এই টাকা আয় করি এবং ভাবি আমরা সমান। কিন্তু মূলত, আজও সব ঠিক আগের মতোই। তারা আমাদের ওপরে আছে। ⇨ আর লেহমান সংকটে তা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া গেছে। আমরা, গতকালের কৃষক, সব হারাই। তারা, গতকালের রাজা, আজকের সরকার, যারা কাগজ দিয়ে টাকা তৈরি করে – সোনা দিয়েও নয় – এই টাকা বন্ধু এবং আত্মীয়স্বজনের মধ্যে একটি তথাকথিত বেইলআউট প্যাকেজ হিসেবে বিতরণ করে। আর জনগণকে গাড়িতে ঘুমোতে ছেড়ে দেওয়া হয়।

| ⑥ যখন আপনি এটা নিয়ে কথা বলতে চান, তারা দ্রুত বলে: ⇨ "যা কাজ করে না, সে বিষয়ে সবসময় কথা বলা উচিত নয়।" ⇨ "আমাদের তো গণতন্ত্র আছে।" ⇨ "নারীদের ভোট দেওয়া অনুমোদিত..."। সর্বদা এমনই বুলি। আর ঠিক যেমন কৃষকরা তখন রাজাদের ভয় পেত, আমরা আজ সবাই তাদের ভয় পাই। কল্পনা করুন, তখন দাসপ্রথা বিলুপ্ত করা হয়েছিল, আর বেশিরভাগ দাস তাদের মনিবের কাছেই রয়ে গিয়েছিল এবং দাস হিসেবেই কাজ করে গিয়েছিল। তারা এই ভয় থেকে মুক্ত হতে পারেনি। আর তারা স্বেচ্ছায় দাসই রয়ে গিয়েছিল।

| ⑦ আমি লক্ষ্য করেছি যে আমরাও স্বেচ্ছায় দাস হয়ে রই। কেন? কারণ আমরা যে টাকা ব্যবহার করি তা কাগজ। আর তারা এটা খুব ভালো করেই জানে। আর প্রতি একশ বছর তারা বলে: "একটা নতুন টাকা আসছে, এবার সোনার উপর ভিত্তি করে।" সবাই খুশি হয়, এবং তারপর ⇨ তারা আমাদের দখলকৃত সমস্ত সোনা বাজেয়াপ্ত করে। আর আমাদের মধ্যে কেউই প্রতিরোধ করে না। তারা যা খুশি তাই করে, আর আমরা নম্র ও বশীভূত হয়ে থাকি। এটাই ভয়। ঠিক যেমন তখন দাসদের সাথে ছিল। এখন বুঝতে পারছেন?

| ⑧ এবার তারা আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে এবং নতুন টাকাকে শক্তিশালী করতে, তথাকথিত শক্তিশালী মুদ্রা পেতে, সমস্ত রিয়েল এস্টেট নিজেরাই বাজেয়াপ্ত করবে। তারা যথারীতি ভালোভাবে ব্যাখ্যা করবে। আমরা যথারীতি নম্রভাবে মেনে নেব। আর কেউ কিছু করবে না। হ্যাঁ! এটাই সেই ভয়। আগের মতোই একই ভয়। ⇨ এটি ইতিমধ্যেই আমাদের পক্ষাঘাতগ্রস্ত করেছে, আর তারা এর উপর সার্ফ করছে। এই ভয় কোথা থেকে আসে?

| ⑨ নিরীহ মানুষ হত্যা থেকে। যখন আপনি নিরন্তর দেখেন নিরীহ মানুষ হত্যা করা হচ্ছে এবং কেউ কিছু করে না, তখন আপনি বুঝতে পারেন যে আপনি অসহায়। আর আপনি আর কিছু বলেন বা করেন না। তারচেয়েও খারাপ, আপনি তাদের রক্ষা করাও শুরু করেন।

| ⑩ দাসদের মধ্যে অন্য দাসরা ছিল যারা অন্য দাসদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করত। তারা অন্য দাসদের তাদের নিজেদের মনিবের চেয়েও বেশি কষ্ট দিত। তারা নিজেদেরকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্ত মনে করত। আর আজও একই অবস্থা। মধ্যবিত্ত শ্রেণি নিজেদেরকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্ত মনে করে এবং রাজাদের – ক্ষমাপ্রার্থী, নেতাদের – কাজগুলি তারা যা কিছু দিয়ে পারে তা দিয়ে রক্ষা করে। ২০০৮ সালে, কিছু মানুষ প্রতিবাদ করতে রাস্তায় নেমেছিল। তারা কি মধ্যবিত্ত ছিল? তারা কি ধনী ছিল?

| ⑪ শুধু এই বার, টাকা বদলের সাথে, সব আলাদা হবে। হ্যাঁ! এবার মধ্যবিত্ত এবং ধনীরাও সব কিছু হারাবে। যদি আপনার বালির একটি বাড়ি থাকে এবং পাশেই বালির একটি প্রাসাদ থাকে – যে ব্যক্তি বালির প্রাসাদে বাস করে, সে মনে করে সে বিশেষ। যে ব্যক্তির একটি বাড়ি আছে তার চেয়ে সে ভালো। তবে, এতে এটা বদলায় না যে দুজনেই

বালি দিয়ে তৈরি, ঠিক? আর যখন জোয়ার আসে, দুজনেই হারায়। আর ঠিক এমনই একটি মুহূর্ত এখন আসছে।

| ⑫ আমি আপনাকে একটি পরিচিত গল্প বলি, শুধু আপনাকে মনে করিয়ে দিতে যে আমরা কে। ⇨ তখন সারা বিশ্বেই দাসপ্রথা ছিল। আজ, যখন আপনি একটি জাতীয় ফুটবল দল দেখেন, আপনি বুঝতে পারেন কোথায় অনেক দাস ছিল আর কোথায় ছিল না। তবে এটি সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল। দাস খোঁজার জন্য আফ্রিকায় আপনার সৈন্য পাঠানোও একটি বিলাসিতা ছিল।

| ⑬ সৈন্যরা আফ্রিকায় গিয়েছিল, একটি গ্রাম না পাওয়া পর্যন্ত জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল। তারপর তারা স্কুল না পাওয়া পর্যন্ত লুকিয়ে ছিল, এবং স্কুল দেখামাত্র তারা প্রথমে শিশুদের নিয়েছিল। আর এভাবে বাবা-মায়েরা লড়াই করতে পারেনি, নাহলে তাদের শিশুদের মেরে ফেলা হত। আর সবাইকে দাস বানানো হয়েছিল।

| ⑭ গণিত আফ্রিকায় উদ্ভাবিত হয়েছিল। লিখন পদ্ধতি আফ্রিকায় উদ্ভাবিত হয়েছিল। স্কুল আফ্রিকায় উদ্ভাবিত হয়েছিল। রাস্তার নামকরণের ধারণা আফ্রিকায় উদ্ভাবিত হয়েছিল। তাই মানুষ তাদের সন্তানদের পড়তে ও লিখতে শিখতে স্কুলে পাঠানো স্বাভাবিক ছিল। ⇨ আর সেখানেই তাদের ধরা হয়েছিল। ভয়াবহ, তাই না? কিন্তু আমরা মানুষ এমনই। আর এরপর কী হয়েছিল, আপনি জানা উচিত।

| ⑮ দাসপ্রথা বিলুপ্ত হওয়ার পরে, কিছু অঞ্চলে সমস্ত দাসকে তড়িঘড়ি করে মেরে ফেলা হয়েছিল। হ্যাঁ, আপনি বুঝেছেন। সমস্ত দাসকে সহজভাবে মেরে ফেলা হয়েছিল। তারা মানুষের মধ্যে ছিল। আর সহজভাবে সবাইকে মেরে ফেলা হয়েছিল। আপনি কি মনে করেন সেই মুহূর্তে পার্থক্য করা হয়েছিল কে ভালো, বিশেষ সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্ত দাস ছিল আর কে ছিল না? সবাই হঠাৎ করেই সমান হয়ে গিয়েছিল।

| ⑯ আমি আপনাকে এটা কেন বলছি? যাতে, যদি আপনি এই মধ্যবিত্ত ও ধনী শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হন এবং মনে করেন আপনি ভালো, যে জিনিসগুলো এমনই চলতে থাকা উচিত... আপনি বুঝতে পারেন যে আপনার আচরণ নতুন কিছু নয়। না, পৃথিবীর জন্য এটা নতুন কিছু নয় যে কেউ কেউ ভুল কাজ করে এবং অন্যরা তাদের জীবন দিয়ে সেটা রক্ষা করে।

| ⑰ তবে, সেই মুহূর্ত সবসময় আসে যখন আপনিও, বাকি সবার মতো, মূল্যহীন হয়ে যান। ব্যাপারটার সবচেয়ে খারাপ দিক হলো, এই সুপার দাসরা সবসময় মনে করত তারা সব জানে। হ্যাঁ। তারা সহজভাবে সব জানত, আর তবুও তারা কিছুই জানত না। ⇨ তারা ভাবত তাদের এত ভালো যাচ্ছে যে তাদের কখনো কিছু হবে না, এবং তবুও তাদের অন্যদের সাথে মেরে ফেলা হয়েছিল। আর আজ আমাদের মধ্যবিত্ত ও ধনীদের সাথে ঠিক একই ব্যাপার। কেন সবার এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ?

| ⑱ যাতে আপনি দেখেন: আমরা পৃথিবীতে বাস করি, চাঁদে নয়। আর পৃথিবীর নিজস্ব বাস্তবতা আছে। আপনি পৃথিবীতে বাস করে অন্য কোনো গ্রহে বাস করছেন এমন আচরণ করতে পারেন না। আমরা যদি তা করি, একই জিনিস বারবার ঘটবে। ⇨ দাসপ্রথা সবে মাত্র সেদিন বিলুপ্ত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকায় এটি শুধুমাত্র ৩১শে জানুয়ারি, ১৮৬৫ সালে বিলুপ্ত হয়েছিল। কতদিন আগের কথা?

| ⑲ মাত্র প্রায় দেড়শ বছর। দেখছেন কত কাছাকাছি? কেন আপনাকে এটা মনে রাখতে হবে? যাতে আপনি চিনতে পারেন: ⇨ আমরা ভয়ানক প্রাণী। যখন সুযোগ আসে, আমরা সবাই নির্বিশেষে আমাদের অন্ধকার দিক দেখাই। আমরা কি নিজেদের স্মার্টফোন হাতে নিয়ে এমন একটি দিক থেকে দেখাতে চাই? আপনি যদি আমাকে বিশ্বাস না করেন, ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনার জাতীয় ফুটবল দলগুলো দেখুন।

| ⑳ উভয় অঞ্চলেই দাস ছিল। শুধু ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সেই দাস ছিল না। আর্জেন্টিনাতেও তারা ছিল। তারা আজ কোথায়? দেখছেন? দেড়শ বছর আগে, সেই মানুষরা, ইউরোপীয়রা যারা সেখানকার স্থানীয়দের উচ্ছেদ করেছিল, নিজেদের মধ্যে থাকতে চেয়েছিল। কোনো মিশ্রণ হওয়া উচিত ছিল না। তারা নিজেদেরকে বিশেষ মনে করত। ⇨ আর তারা তড়িঘড়ি করে সব দাসকে, 심지 সুপার দাসদেরও, মেরে ফেলেছিল। আপনি নিশ্চয়ই জানেন। কিন্তু আপনি কি ভাবেন আজ আলাদা?

| ㉑ আর এটা ঘটে যখন মানুষ শিক্ষা পায় না। তারা যদি তখন পড়ত, তারা জানত যে সব মানুষ সমান। তারা যে সমস্ত লোকদের ওপর অত্যাচার করেছিল তারা তাদের নিজ দেশে ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, শিক্ষক, অধ্যাপক ছিল এবং তারা দাস হতে চায়নি। আর তবুও তারা ছিল। তাই আমি সবাইকে বলি: দয়া করে পড়ুন... শুধু পড়ালেখাই জ্ঞান আনে। আর জ্ঞান রক্ষা করে।

| ㉒ আপনি বুঝতে হবে যে দাসপ্রথা ছড়িয়ে পড়েছে। আজ আমরা সবাই কিছু লোকের দাস। তাই তারা, এই কয়েকজন লোক, প্রতি একশ বছর অন্তর আমরা যা কিছুর মালিক তা বাজেয়াপ্ত করার সুযোগ নিতে পারে। আর তারা তা করে, সর্বদা নতুন টাকাকে শক্তিশালী করার জন্য। এর মানে আমরা কঠোর পরিশ্রম করি, আয় করি, বাড়ি তৈরি করি এবং সোনা কিনি, তারপর সেই দিন আসে যখন তারা সব কিছু বাজেয়াপ্ত করে, আর খেলা আবার শুরু থেকে শুরু হয়।

| ㉓ নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন: পৃথিবীতে থাকা সমস্ত পুরানো টাকা কোথায়? এটা সবসময় নতুন টাকা দিয়ে বদলানো হত। আর এই প্রক্রিয়ায় মানুষের সব সোনা সবসময় বাজেয়াপ্ত করা হত, তাই না? আর যদি আপনার কাছ থেকে আপনার যা কিছু আছে সব নিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে আপনার কাছে আর কী থাকবে? ⇨ একজন দাস, তাই না? একজন দাস যা কিছুর মালিক তা তার মনিবের। আর মনিব যেকোনো সময় তার কাছ থেকে তা নিতে পারে। আর এটাই এই মুহূর্তে ঘটছে।

| ㉔ আর শীঘ্রই, ডিজিটাল টাকার সাথে, আপনি নিজে টাকার মালিকও থাকবেন না। যে ভালো নাগরিক, তাকে তার কম্পিউটার টাকার অ্যাক্সেস দেওয়া হবে এবং সে এটি ব্যবহার করতে পারবে। ⇨ যে ব্যক্তি বিক্ষোভে গেছে বা সরকারের বিরোধী, তার টাকা জব্দ হয়ে যাবে। আপনি অভিযোগ করতে কোথায় যাবেন? তখন কে সাহায্য করতে আসবে?

| ㉕ আমি এখানে যা করার চেষ্টা করছি তা হলো সবাইকে জাগ্রত করা। আমরা সেই মুহূর্তের সামনে আছি যখন আমরা আর কিছুই করতে পারব না, জলবায়ুগত বা অর্থনৈতিক কোন দিক দিয়েই না। আর আমরা যদি ২০২৬ সালের শেষ পর্যন্ত শুধু দেখেই যাই, তাহলে ২০২৯ সাল থেকে জন্মানো সমস্ত শিশু দাসত্বে জন্মাবে। কোনো টাকার মালিক না হয়ে এবং প্রতি ১০০ বছরে একবার তারা যা কিছুর মালিক তা স্বেচ্ছায় দিয়ে দিয়ে। আর সেটাই হবে আমাদের উত্তরাধিকার। ⇨ আর আমি এমন উত্তরাধিকার রেখে যাব না। কেউ কেউ একটি তুচ্ছ জীবনযাপন করে খুশি, অন্যরা নয়।

| ㉖ আপনি কি জানতেন যে যখন কৃষকদের পড়া এবং লেখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, তারা চায়নি? হ্যাঁ, সত্যিই। তারা তাদের তুচ্ছ জীবন নিয়ে খুশি ছিল। তারা তাদের রাজার ছিল এবং বলত মৃত্যুই মুক্তি। আপনি কি জানতেন যে তাদের নির্যাতন করা বা হত্যা করার আগে তারা স্বেচ্ছায় তাদের কাপড় খুলে দিত? যাতে তারা কাপড় রক্তে নষ্ট না করে, কারণ পরবর্তী ব্যক্তিটিকে সেই কাপড় পরতে হবে। ⇨ তারা এতটাই তুচ্ছ ছিল। আর আজ আমরা পড়তে এবং লিখতে পারি, আর তবু আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এই তুচ্ছ জীবন বেছে নেয়। কারো কারো ক্ষেত্রে আরও খারাপ...

| ㉗ তারা পড়তে চায় না। তারা ভাবতে চায় না। থামুন! তারা চায় না তা নয়, তারা পড়তে অস্বীকার করে, ভাবতে অস্বীকার করে এবং শোনা হতে চায়। আরও খারাপ, তারা একটি ভাল জীবনের আশা করে, এবং যদি তা না থাকে, তারা নিজেদের তাদের সাথে তুলনা করে যাদের আরও কম আছে। তখন তারা খুশি হয়। ⇨ আর আমাদের রাজারা, আজকের নেতারা, কী করছেন?

| ㉘ যখন তারা সবকিছু বাজেয়াপ্ত করে, তারা সবসময় এটিকে একটি যুদ্ধ দিয়ে লুকিয়ে রাখে। বর্তমানে সবকিছু খুব ব্যয়বহুল। আপনি কি তাদের একজনকে দেখেছেন যে তিনি দাম আবার কমিয়ে আনতে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন তার ব্যাখ্যা দিচ্ছেন? না, তাদের কোনো সমাধান নেই। এবং সঠিকভাবেই। তারা চালাক নয়। তাদের মধ্যে একজন কি পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার বিজয়ী? রসায়ন? জীববিদ্যা? গণিত? কিন্তু শান্তির নোবেল পুরস্কার, হ্যাঁ, তারা। শান্তির নোবেল পুরস্কার কি তাকে দেওয়া উচিত নয় যে অস্ত্র হ্রাস করেছে? হাজার হাজার বছর ধরে তারা শুধু এক জিনিসে ভালো: আমাদের হত্যা করা এবং আমাদের ভয় দেখানো। এই ভয়ই আমাদের পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে, আর আমরা আমাদের অবস্থার উন্নতির জন্য কিছুই করি না।

| ㉙ আজ তারা বলে রাশিয়া বিশ্বের সব দুর্নীতির জন্য দায়ী। অথচ বিশ্বের একমাত্র দেশ এটি যারা দুইবার সব অস্ত্র কমানোর অনুরোধ করেছে। ⇨ হ্যাঁ, সব অস্ত্র কমানোর ধারণা আমার উদ্ভাবিত নয়। আমরা শুধু পড়েছি যে রাশিয়া তখন অন্যদের এটি প্রস্তাব করেছিল। এর মানে তারা ইতিহাসে ইতিমধ্যে দুইবার প্রস্তুত ছিল তাদের সব অস্ত্র কমানোর জন্য যদি অন্যরাও তাই করে, ⇨ যাতে আর যুদ্ধ না হয়। কিন্তু অন্যরা চায়নি। কেন?

| ㉚ আজ তারা বলে চীন রাশিয়ার সাথে মিলে সব কিছুর জন্য দায়ী। একমাত্র দেশ যে একাই বিলিয়ন বিলিয়ন গাছ লাগায় এবং এর কোনো বিজ্ঞাপন দেয় না, তাকেই মানবতার দুর্নীতি বলে মনে করা হয়। আর যারা ভুল টাকা ছাপায়, তারা নিজেরাই গাছ লাগাতে অক্ষম। ⇨ আপনি যদি এই বিশেষ সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্ত, বিশেষ দাসদের অন্তর্ভুক্ত হন, আপনাকে জানতে হবে: আপনার মনিব, যাকে আপনি এত রক্ষা করেন, সেই মন্দ, অন্যরা নয়।

| ㉛ আপনি দেখবেন, হোয়াইট ফ্ল্যাগ মুভমেন্টের সাথে, আমরা রাশিয়া এবং চীনের সরকার প্রাসাদে একটি সাদা পতাকা অন্য সব তথাকথিত মুক্ত গণতান্ত্রিক দেশের সংসদগুলোর আগেই দেখব। ⇨ চলুন একসাথে দেখি। চেহারা প্রতারণাময়। আর চেহারা সত্যিই প্রতারণাময়। আমরা মানুষ পরিবর্তিত হইনি। বারবার মোড়ক পরিবর্তন হয়, কিন্তু বিষয়বস্তু সবসময় একই থাকে। এবার সবার বুঝতে হবে যে এটি পরিবর্তনের সময় এসেছে।

| ㉜ ২০২০ সালে আমি আমার সুযোগ চিনতে পেরেছিলাম। আমি জানতাম অর্থব্যবস্থা শীঘ্রই পরিবর্তন হতে যাচ্ছে, এবং তারপর থেকে প্রস্তুতিগুলো আর লুকানো যায়নি। কারণ তখন থেকে এর প্রবর্তনের জন্য আইনগুলি পরিবর্তন ও সংশোধন করতে হয়েছিল, এবং যারা এটি পড়তে পারত তারা জানত ঠিক কী আসছে। তবে, টাকা ডিজিটাল হয়ে যাওয়ায় এটি খেলার সমস্ত নিয়ম বদলে দেয়। এটি ছিল আমাদের সুযোগ সবাইকে বোর্ডে নেওয়ার।

| ㉝ আর মরুভূমিতে বৃষ্টি হওয়ায় আমি বুঝেছিলাম আমাদের শেষ ঘনিয়ে আসছে। কিন্তু পৃথিবীতে নয় বিলিয়ন লোক নিয়ে আমার কাছে স্পষ্ট ছিল: আমি যদি সেরাদের মধ্যে সেরাদের একত্রিত করি, আমরা এমন কিছু তৈরি করতে পারি যা আগে কখনো ছিল না। কারণ আমি আমাদের নেতাদের উপর নির্ভর করতে পারি না। আর এভাবেই দলটি ধীরে ধীরে একত্রিত হয়েছিল, আমাকে কাউকেই খুব বেশি রাজি করাতে হয়নি। বুদ্ধিমান মানুষকে রাজি করাতে হয় না, শুধু তাদের সাথে কাজ করার সুবিধা এটাই, কারণ তারা দীর্ঘমেয়াদী দেখে এবং স্বল্পমেয়াদে বাস করে না। ⇨ তারা আমাদের সবাইকে এক হিসেবে দেখে, যেখানে অন্যরা নিজেদের একা দেখে এবং অন্যদের চেয়ে ভালো হতে চায়। আর এখন আমরা আমাদের কাজ শুরু করি।

| ㉞ আমরা জানাই এবং সতর্ক করি... ⇨ যেহেতু আমরা জানি যে শীঘ্রই সমস্ত টাকা মূল্যহীন হয়ে যাবে, আমাদের হাতে একটি ট্রাম্প কার্ড আছে। যেহেতু আমরা জানি সমস্ত রিয়েল এস্টেটও বাজেয়াপ্ত করা হবে, আমাদের হাতে দুইটি ট্রাম্প কার্ড আছে। আর এখন আমরা মানুষকে বলতে পারি: ⇨ আমরা আপনাকে সাহায্য করি, আর এর বিনিময়ে আমরা একসাথে গাছ লাগাই। শেষে, আমি আরও একটি কথা বলতে চাই: আমাদের নেতারা এত সহজে হার মানবে না। না, না। তারা আমাদের জীবন অসম্ভব করে তুলবে, এবং তা আমরা পরবর্তী পর্বে আলোচনা করব।

| ㉟ শুধুমাত্র আপনি বুঝতে পারেন যে আমরা কার সাথে কাজ করছি। ইথিওপিয়া ১৯৮৩-১৯৮৫ আমাদের সময়ের অন্যতম বৃহত্তম দুর্ভিক্ষের ঘটনা ছিল। হাজার হাজার শিশু মারা গিয়েছিল। একই সময়ে, আমেরিকা এবং ইউরোপ কাগজ দিয়ে টাকা তৈরি করেছিল। ঠিক? এটা সহজ কাগজ ছিল। তাদের ছাড়া অন্য কোন জাতিরই অনুমতি ছিল না। ⇨ আপনি কি মনে করেন তারা দরিদ্র শিশুদের জন্য খাবার কিনতে আরও কয়েকটি মুদ্রণ করেছিল? আপনি কি এখনও টেলিভিশনে ছবিগুলো মনে করতে পারেন?

| ㊱ হ্যাঁ ঠিক, আমাদের টাকা তখনই কাগজ ছিল, এবং আমরা সাহায্য করিনি। একেবারেই না। মাইকেল জ্যাকসন একা চলার চেষ্টা করেছিলেন। এর পরে, তাকে শিশু ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। যদিও পরে পুরো বিষয়টি মিথ্যা হিসেবে প্রকাশ পেয়েছিল, কেউ ক্ষমা চায়নি। ⇨ বার্তাটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল: এটি অন্য সবাইকে একটি সতর্কবার্তা হিসেবে কাজ করবে: ⇨ যে কথা বলে, সে আমাদের দ্বারা দলিত হবে।

| ㊲ সমস্ত প্রমাণ মিথ্যা এবং সাজানো ছিল, কিন্তু যেহেতু তারা জানত যে লোকেরা শুধু টেলিভিশন দেখে এবং প্রশ্ন করে না, তারা সমস্ত মিথ্যা প্রমাণ টেলিভিশনে মন্তব্য করতে পারত, কিন্তু আদালতে পেশ করতে পারেনি। বিশ্বের মাইকেল জ্যাকসনের একটি ভুল দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া উচিত ছিল। আর এভাবেই অনেকে সত্য থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছিল এবং মিথ্যাকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল। আফ্রিকার শিশুরা ক্ষুধার্ত হয়ে সারি সারি মারা যাচ্ছিল, আর ইউরোপ এবং আমেরিকায় খাবারের অবশিষ্টাংশ ফেলে দেওয়া হত।

| ㊳ এমন খাবার যা এমন টাকা দিয়ে কেনা হয়েছিল যা শুধু কাগজ ছিল। এর মানে তারা অন্য দেশগুলোকে প্রতারিত করেছে, তারা সমগ্র বিশ্বকে প্রতারিত করেছে, যাতে তারা তাদের খাবার ইউরোপ এবং আমেরিকায় পাঠায়, আর ওই স্থানেই মানুষ নিজেরাই ক্ষুধায় মারা যাচ্ছিল। ⇨ আর যদি কেউ এ সম্পর্কে কিছু বলত, তাকে চুপ করিয়ে দেওয়া হত। আমি এটা বলছি যাতে আপনি বুঝতে পারেন আমরা কার সাথে কাজ করছি। তারা মন্দ, এবং এবার একই ভাগ্য আমাদের সবার জন্য অপেক্ষা করছে। যে লাফ দিতে চায়, তার জন্য একাডেমি আছে। যে চায় না, সে থাকুক এবং অপেক্ষা করুক। এখন আর বেশি দিন নেই। শীঘ্রই সময় আসবে।

| ㊴ আমি মাইকেল জ্যাকসন নই। আমার লক্ষ্য গাছ লাগানো। আমাকে কী ভাগ্য অপেক্ষা করে, ⇨ আমি এখনই আপনাকে বলব।

| ㊵ শেষে শুধু একটি প্রশ্ন: যদি ইউরোপ এবং আমেরিকা এতগুলো দরিদ্র শিশুকে মরতে দেখতে পারে, আপনি কি মনে করেন যে মহাবিশ্বের জন্য বিষয়টি শেষ হয়েছে? তথাকথিত কর্মের নিয়ম আছে। যেমন বপন করবে, তেমনই কাটবে। ⇨ আপনি কি মনে করেন কী হবে? আপনি কি মনে করেন যে এটি কোনও পরিণতি ছাড়াই চলে যাবে?

| ㊶ আপনি এখন বুঝতে পারছেন কেন আমরা বলি যে প্রত্যেকেরই একাডেমিতে যোগ দেওয়া উচিত? যাতে সে সময়মতো প্রতিটি পরিবর্তন সম্পর্কে জানতে পারে এবং প্রস্তুত হতে পারে। অতীতকে সর্বদা একটি ইঙ্গিত হিসাবে কাজ করা উচিত। তবে, আমাদের অতীতে বাস করা উচিত নয়। ভবিষ্যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

| ㊷ যা নৃশংসতা ঘটেছে তার জন্য প্রতিশোধ নেওয়া আমাদের সবার অগ্রগতি ঘটায় না। আমাদের এটা ভুলে গিয়ে গাছ লাগানো উচিত। ভবিষ্যত, আমাদের ভবিষ্যত, যদি আমরা হস্তক্ষেপ না করি, অন্ধকার। আমরা অন্ধকার বপন করেছি, এখন আমরা তা কাটব। যদি না আমরা কিছু করি। এবং তার মানে আমাদের সবাইকে।

(⇨) ইচ্ছে করলে নিজের উপর সঞ্চয় করুন। ইচ্ছে করলে শিখুন। | 👣 ⇨ সমস্ত সত্য আপনি ইতিমধ্যেই জানেন।

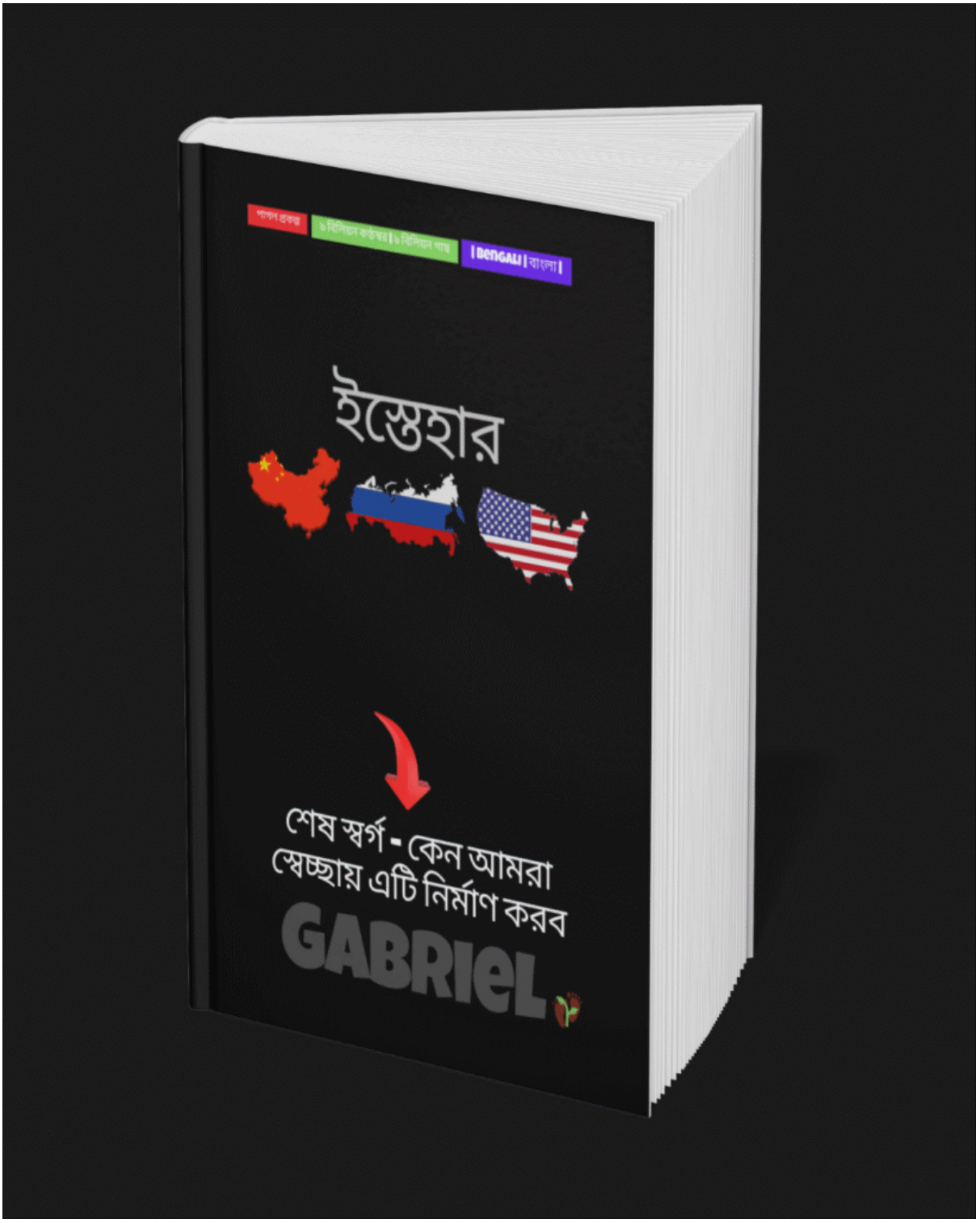

|👣 আমরা বইটি পড়ার পরামর্শ দিই। | কারণ আমরা এটি লিখেছি বলে নয়, না, না। |➪ শুধু এজন্য যে এখন শিয়ালের মতো চালাক আর খরগোশের মতো বিনয়ী হওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। | তুমি তো বুঝতেই পারছ।

✕ | এই পৃথিবীটা আরও ভালো হতে পারত। | একটি সাদা পতাকা ঝুলাও। | এটাই আমাদের সুযোগ...

🌱 | বোনাস ছয় নম্বর ⇨ আর আমাদের নেতারা... তারা ঠিক কী কাজ করেন?

ϟ

✕ | আমরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করি যেখানে রাজনীতি যা চায় বা কামনা করে তা টেলিভিশনে আসে, যাতে সবাই জানে। তবুও আমরা, জনগণ, যা চাই তা কোথাও দেখা যায় না। আপনি কি তা লক্ষ্য করেছেন? এটা কি ঠিক হতে পারে?

✕ | যদি আপনি বিশ্বকে আরও ভালোভাবে দেখেন, আপনি নিজেকে জিজ্ঞাসা করেন: রাজনীতি কখনো সত্যিই কিছু উন্নত করেছে কি? এমনকি নারী অধিকারও তার কৃতিত্ব নয়। অনেক আগে, নারীরাই নেতৃত্ব দিতেন। তারপর অস্ত্র এলো, এবং নারীদের কাছ থেকে সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল – কারণ তারা প্রতিরোধ করেছিল। আজ, তারা নারীদের ভোটাধিকার প্রবর্তন করে, নারীদের পড়ার অনুমতি দেয় এবং এটাকে অগ্রগতি মনে করে। কিন্তু মানবতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সমস্ত উদ্ভাবন আসে অন্যদের কাছ থেকে – রাজনীতির কাছ থেকে নয়। তাহলে তার কাজটি কী?

✕ | যুদ্ধ হল রাজনীতির একটি উদ্ভাবন – এবং এখন পর্যন্ত তার একমাত্র উদ্ভাবন। এটি কখনো জনগণের উদ্ভাবন ছিল না। তারা অস্ত্র বানাতে পছন্দ করে এবং আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করে যে বিদেশিরাই সর্বদা দোষী – শুধু নিজেদের থেকে দৃষ্টি সরানোর জন্য। যদি তাদের একমাত্র উদ্ভাবন যুদ্ধ হয় – দীর্ঘমেয়াদে তাদের কাছ থেকে কী আশা করা যায়? নাকি আপনি ভাবেন যে গত তিন হাজার বছরে তারা অন্য কিছু উদ্ভাবন করেছে? নাকি আপনি ভাবেন যে তাদের কেবল কিছুই উদ্ভাবন করার অনুমতি নেই – শুধু আমাদের আছে?

↧

| ① আমাদের ভাগ্যের দিকে আসার আগে এবং আমার জন্য কী অপেক্ষা করছে তা দেখার আগে, আমার শুধু একটি প্রশ্ন আছে।

| ② আমাদের নেতারা **ঠিক কী** কাজ করেন? আমাদের নেতারা সারা দিন ঠিক কী করেন? **ঠিক কী** তাদের কাজ? কেউ কি এটি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন? আমি কেন এই প্রশ্ন করছি?

| ③ প্রকৃতিতে, ভেড়া মজার জন্য তার মালীর অনুসরণ করে না। না না। তারা তাদের মালীকে শুধুমাত্র একটি কারণে অনুসরণ করে: তার স্মৃতিশক্তির জন্য। হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বুঝেছেন। ⇨ মালী সেরা জায়গাগুলি মনে রাখতে পারেন যেখানে খাবার পাওয়া যায়। ভেড়াদের ভালো স্মৃতি নেই। কিন্তু যদি মালীর থাকে, তাহলে তারা স্বেচ্ছায় তাকে অনুসরণ করে। এবং বিনিময়ে মালী তাদের পশম পায় এবং ভেড়ারা সেরা খাবার পায়। ⇨ তাহলে আমরা কেন আমাদের নেতাদের অনুসরণ করি, এটাই প্রশ্ন?

| ④ এটি কি খাবারের জন্য, যেমন প্রকৃতিতে মালীর সাথে, এখন যখন সবকিছু এত দামি হয়ে গেছে? তারা যদি তা করত, তাহলে আমাদের তাদের অনুসরণ করা স্বাভাবিক হত। না কি তারা এমন বাগানের মালিক যা আমাদের খাওয়ায়? অথবা তারা কি আমাদের জন্য রান্না করে, যাতে আর কাউকে খাবারের জন্য চিন্তা করতে না হয়? অবশ্যই একটি কারণ থাকবে যার জন্য আমরা তাদের অনুসরণ করি। এমন কিছু যা তারা আমাদের দেয়। এমন কিছু যা আমাদের নির্ভরশীল করে তোলে। তাহলে সেটা কী? আর তারা সারা দিন কী করে?

| ⑤ আমরা নিজেরাই নিজেদের জিনিসগুলো কেন করব না? ⇨ আমরা কি আমাদের নেতাদের উপর এতটা নির্ভরশীল, এখন যখন আমরা জানি কেন আমরা তাদের অনুসরণ করি? আমরা নতুন কয়েক বিলিয়ন। এবং প্রত্যেকে নিজেকে নিজে খাওয়ায়। তাহলে আমরা কেন সিদ্ধান্ত নিতে পারি না যে আমরা গাছ লাগাব এবং তারপর আমরা সেগুলি লাগাব? আপনি কি মনে করেন আমরা ব্যর্থ হব?

| ⑥ আমরা তাদের বিনয় অনুসরণ করেছি। হাজার হাজার বছর আমরা বিনয়ী ছিলাম। আমরা কখনও কিছু বলিনি। কিন্তু সেটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি। ফলাফল আর লুকানো যাচ্ছে না। শীঘ্রই শেষ গাছটি চলে যাবে, শেষ ফোঁটা তেল চলে যাবে। হ্যাঁ, এটাই ফলাফল। ⇨ কিছু লোক চিহ্নগুলি দেখতে চায় না। আমরা শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেছি তা বুঝতে আমাদের আর কী দরকার? আমাদের কী দরকার? কোন কোন পূর্বলক্ষণ আমাদের খুশি করবে এবং আমরা বুঝতে পারব যে আমরা শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেছি?

| ⑦ যখন একজন মানুষের মানসিক প্রতিবন্ধকতা থাকে, তার পক্ষে কোনো শেষের পূর্বলক্ষণ বোঝা কঠিন। যুদ্ধ, ক্ষুধা, অভাব যখন নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে ওঠে, তখনই সে

বুঝতে পারে সে কোন অবস্থায় আছে। তবে যেহেতু সে মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী, সে এক মিনিট আগেও কোন চিহ্ন চিনতে পারবে না। এবং যদি সে সেগুলি না চিনতে পারে, সে এমনভাবে যুক্তি দেয় যেন সেগুলি নেই। ⇨ কিন্তু যদি কেউ মানসিকভাবে সুস্থ হয়, সে অনেক আগেই লক্ষণগুলি চিনতে পারে। তাহলে প্রশ্ন হল, একটি সুস্থ ব্যক্তির কী কী লক্ষণ দেখতে হবে এটা বুঝতে যে শীঘ্রই সময় এসে গেছে?

| ⑧ আমরা পৃথিবীতে বাস করি এবং আমাদের মধ্যে কিছু লোক শতাব্দী আগেই পরিস্থিতি আসতে দেখেছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, আগে বা পরে জনগণকে বুঝতে হবে যে তাদের নিজেদের সমস্যা নিজেদেরই সমাধান করা উচিত এবং অন্যরা তাদের পরিবর্তে করবে বলে সবসময় অপেক্ষা করা উচিত নয়। ⇨ তাদের মধ্যে একজন ছিলেন ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ, লেনিন নামে পরিচিত।

| ⇨ সেপ্টেম্বর 1915 সালে, লেনিন (রুশ অক্টোবর বিপ্লবের জনক), তাঁর লেখায় নিম্নলিখিতটি লিখেছিলেন: "বিপ্লব তখনই ঘটে যখন উর্ধ্বশ্রেণী আর পারেন না এবং নিম্নশ্রেণী আর চান না।" আবার: "একটি বিপ্লব তখনই ঘটে যখন উর্ধ্বশ্রেণী আর পারেন না এবং নিম্নশ্রেণী আর চান না।"

| ⑨ বর্তমান শীর্ষ শ্রেণীটি অক্ষম। ⇨ দাম বাড়ছে এবং তারা যুদ্ধের কথা বলছে। সমাধান বা উন্নতির কথা নয়, কীভাবে তারা আবার দাম কমাতে পারে। না, তারা হত্যার কথা বলে।

| ⇨ মানুষ ক্ষুধায় মারা যাচ্ছে এবং সশব্দ হয়ে উঠছে; তারা দোষ দিচ্ছে বিদেশীদের উপর। তারা বলে "বিদেশীরা দোষী", "মুসলমানরা দোষী", "খ্রিস্টান বা ইহুদিরা দোষী"।

| ⇨ পৃথিবী উষ্ণ হয়ে উঠছে এবং অনেক স্থান এই বছর শেষবারের মতো তুষার দেখবে এবং তারপর আর কখনও নয় – অথবা তারা ইতিমধ্যেই শেষবারের মতো তুষার দেখেছে – এবং তারা বরং একটি ডিজিটাল মুদ্রা চালু করে।

| ⑩ সমস্যাটি বাম দিকে আছে, কিন্তু তারা ডান দিকে যায়। এভাবে বলতে পারা যায়। এটি একটি চিহ্ন যে তারা অক্ষম। সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। এবং যখন এমন কিছু আসে, এটি সর্বদা আমাদের লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুতে শেষ হয়। এবং এত কিছুর মধ্যে আমরা তাদের বিনয় অনুসরণ করেছি, কোন অভিযোগ না করে এবং কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমাদের মৃত্যু পরিবেশন করা হয়। "তারা অক্ষম"।

| ⇨ এটি সর্বদা একই রকম এবং এমন অনুভূতি হয় যে আমরা জনগণ কখনও শিখি না, যেন আমরা ইতিমধ্যেই মানসিক ঘাটতি নিয়ে পৃথিবীতে আসি এবং তারা আসে না। এজন্য তারা সর্বদা একই কৌশল প্রয়োগ করতে পারে এবং আমরা জনগণ সর্বদা তার মধ্যে পড়ি। আরেকবার "তারা অক্ষম"। "তারা আর পারেন না..."

| ⇨ আর নিম্নশ্রেণী কী করে? জনগণ? নিম্নশ্রেণী ডিজিটালাইজেশনের সময়ে বাস করে এবং বুঝতে পারে যে ঊর্ধ্বশ্রেণী আর পারেন না। তারা আর মেনে নেয় না যে তাদের অকারণে মরতে হবে বা ভোগতে হবে, যাতে কেউ কেউ তাদের ক্ষমতা ধরে রাখে। | ⇨ এখন উভয় শর্ত পূরণ হয়েছে; আমাদের একটি বিপ্লব হয়েছে।

| ⑪ আসুন আমরা বরং বিপ্লবকে একটি বিবর্তন করি। একটি বিবর্তন থেকে, সবাই সর্বদা লাভবান হয়। আসুন বিবর্তনের পরবর্তী পদক্ষেপ শুরু করি। আসুন আমরা তাদের হই যারা মানব ইতিহাসে এই প্রথম পদক্ষেপ নিতে সাহস করে। "একজন মানুষের জন্য একটি ছোট পদক্ষেপ, মানবতার জন্য একটি বিশাল পদক্ষেপ," আমেরিকান নীল আর্মস্ট্রং একবার তার চন্দ্র অবতরণে বলেছিলেন।

| ⑫ পিরামিডগুলি নির্মাণ করার প্রয়োজন ছিল না। তবুও সেগুলি নির্মাণ করা হয়েছিল। সেটাই ছিল বিবর্তন। আমরা পৃথিবীর প্রতিটি খালি জায়গায় একটি গাছ লাগাই। বিবর্তন। আমরা আমাদের সমস্ত নদী থেকে প্লাস্টিকের বোতল সরিয়ে ফেলি। বিবর্তন। আমরা সমুদ্রকে মাইক্রোপ্লাস্টিক থেকে পরিষ্কার করি। বিবর্তন। আসুন সাহস করি। | ⇨ যে সাহস করে, সে কেবল জিততে পারে। তাহলে আসুন জিতি। গত তিন হাজার বছরের আমাদের নিষ্ক্রিয়তার উপর একটি বিজয়।

| ⑬ ফরাসি ইউজিন ডেলাক্রোয়া একজন প্রতিভাবান শিল্পী ছিলেন। জুলাই বিপ্লবের জন্য, তিনি 1830 সালে একটি ছবি আঁকেন যা আজও সারা বিশ্বে প্রশংসা অর্জন করে। ছবির সৌন্দর্যের কারণে নয় বরং ছবির শিরোনামের কারণে। "স্বাধীনতা জনগণকে নেতৃত্ব দেয়"। তিনি এটিকে এই নাম দিয়েছিলেন। | ⇨ অন্য কথায়: জনগণ সর্বদা সংখ্যাগরিষ্ঠ। একমাত্র সে সিদ্ধান্ত নেয় সে কী চায়। সে কি দাসত্বে বাস করতে চায়? সে দাসত্ব পরিবেশন করা হয়। সে কি স্বাধীনতা বেছে নেয়? তাহলে সে তার স্বাধীনতাও পায়। তবে একটি সমস্যা আছে।

| ⑭ বিপরীত পক্ষ নিজের জন্য সবকিছু চায় এবং আমাদের জন্য দাসত্ব চায়। এবং তাদের পছন্দের জন্য, তারাও খুব সক্রিয়। তবে যদি সমগ্র জনগণ সুবিধার জন্য কিছু না করে এবং এখানে জোর দেওয়া হয়েছে "সমগ্র জনগণ" এর উপর, তার মানে দাসত্ব গ্রহণ করা হয়েছে।

| ⇨ কিন্তু যদি জনগণ স্বাধীনতা বেছে নেয়... তাকে এর জন্য কিছু করতে হবে। শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি নয় শুধুমাত্র দুজন ব্যক্তি নয় বরং সবাই। | ⇨ এবং এটাই সমস্যা।

| ⇨ আমরা কিভাবে এটা পরিবর্তন করব??? এতে করে যে প্রত্যেকে প্রথমে অপেক্ষা না করে বা অন্যদের কী করে তা প্রথমে না দেখেই কিছু করে। একটি পিঞ্জিরার দরজা খুলে দেওয়াই যথেষ্ট নয় যাতে প্রাণীরা মুক্তভাবে চলতে পারে। যতক্ষণ না কোনও প্রাণী বাইরে যায়, তারা বছরের পর বছর ধরে পিঞ্জিরায় বাস করতে থাকবে। তখনই যখন একটি প্রাণী বাইরে যায়, অন্যদের বুঝতে পারে যে তারাও পারে।

| ⇨ এর মানে যদি আপনার এমন অনুভূতি হয় যে আপনাকে প্রথমে অপেক্ষা করতে হবে এবং অন্যদের কী করে তা দেখতে হবে, আপনি এটি করার আগে, তাহলে আপনি জানেন যে পিঞ্জিরাটি আপনার মাথায় আছে। গত তিন হাজার বছর ধরে রাজারা আমাদের জীবন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখন সেটি সরকারগুলি। রাতারাতি এটি ভুলে যাওয়া যায় না। যদি না আপনি তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হন যারা মানসিকভাবে শক্তিশালী।

| ⇨ প্রত্যেকের আমাদের সমাধান প্রয়োগ করা উচিত। যারা মানসিকভাবে শক্তিশালী তাদের দিয়ে শুরু করে। ধীরে ধীরে, তাদের সংখ্যা আরও বেশি হবে এবং একদিন, এটি তার নিজস্ব গতিশীলতা অর্জন করবে এবং এইভাবে সমগ্র পৃথিবী। এবং বিঙ্গো!

| ⇨ তাছাড়া, যদি আমরা কোনও কিছুই নিয়ে না যাই, এমনকি আমাদের নিজের দেহও নয়, তাহলে আমি বরং স্বাধীনতা বেছে নিই এবং পিঞ্জিরার দরজা দিয়ে প্রথমে বেরিয়ে যাই। আমি সত্যিই কী হারাতে পারি? হয় আমি অপেক্ষা করি যে তারা তাদের যুদ্ধের পরিকল্পনা শেষ করে এবং তারপর এটি শুরু হয়, অথবা আমি অপেক্ষা করি যতক্ষণ না শেষ তেল পাম্প করা হয় বা শেষ গাছ কাটা হয় এবং তারপর এটি শুরু হয়। এবং অপেক্ষার সময়ে, আমি একই মতাদর্শের লোকদের সাথে আমার কথোপকথনে নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করি যে এটি কখনও হবে না।

| ⇨ গাছ লাগানো স্বাধীনতার দিকে প্রথম ধাপ। এর পরে যা আসে তা কেবল ভাল হতে পারে। কারণ এটি সত্যই একটি সঠিক প্রথম পদক্ষেপ। যে কোনোভাবে কিছু না করার চেয়ে ভালো। আমরা আজ যা করি।

| ⇨ প্রশ্ন এখনও আছে। তারা কী কাজ করে? তারা কী করে যার জন্য আমরা তাদের অনুসরণ করি?

গ্যাব্রিয়েল।

(⇨) ইচ্ছে করলে নিজের উপর সঞ্চয় করুন। ইচ্ছে করলে শিখুন। | 👣 ⇨ সমস্ত সত্য আপনি ইতিমধ্যেই জানেন।

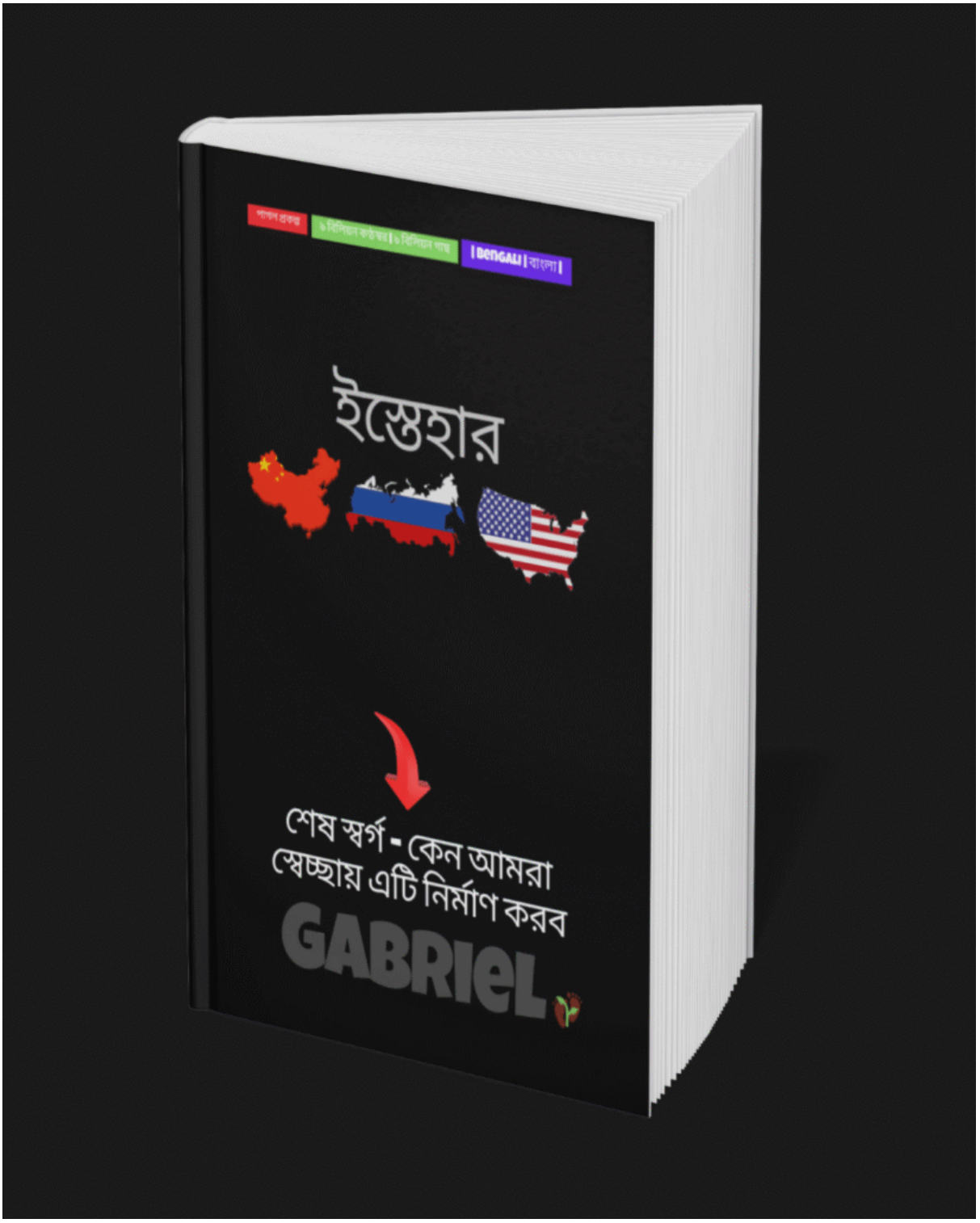

|👣 আমরা বইটি পড়ার পরামর্শ দিই। | কারণ আমরা এটি লিখেছি বলে নয়, না, না। |⇨ শুধু এজন্য যে এখন শিয়ালের মতো চালাক আর খরগোশের মতো বিনয়ী হওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। | তুমি তো বুঝতেই পারছ।

❌ | তুমি কি মনে কর যে, যদি সেকালে রাজাদের কাছে অস্ত্র না থাকত, তাহলে কৃষকেরা কি তাদের অনুসরণ করত? | নিজেকে জিজ্ঞাসা কর আজ পর্যন্ত কিছু কি পরিবর্তন হয়েছে কিনা। | একটি পতাকা টাঙাও...

🌱 বোনাস নম্বর সাত | যদি আমি মরি, আমার মৃত্যু জার্মানি দ্বারা পরিকল্পিত ছিল। | ⇨ অপর কোনো দেশ দ্বারা নয়...

ϟ

✖ | আমার যদি কিছু ঘটে, তবে তোমায় জানতে হবে যে সেটা কোথা থেকে এসেছে – আর কে এটি সংগঠিত করেছে। আমি এমন একটি দেশে বাস করি যেখানে খালি সিনাগগও সুরক্ষিত থাকে। তাই আমার যদি কিছু হয়, স্পষ্ট যে সেটা কোথা থেকে এসেছে। ঠিক না?

✖ | বহু, বহু বছর আগে, রাজারা ভয়ের মাধ্যমে শাসন করতেন। তারা যত বেশি নিরীহ মানুষকে হত্যা করতেন, ভয়ের কারণে তাদের তত বেশি সম্মান করা হত। তাদের মতামতই ছিল কক্ষের একমাত্র মতামত। যার ভিন্ন মতামত থাকত, তাকে হত্যা করা হত। আজ আমরা একটি গণতন্ত্রে বাস করি। কোনো পরিবর্তন কি হয়েছে? এটা শুধুই একটি প্রশ্ন।

✖ | কল্পনা করো আমরা ভোট দিতে যাই, কিন্তু গভীরে আমরা জানি যে এরপরও কিছুই বদলাবে না। যদি অবস্থা আরও খারাপ না হয়, আমরা খুশিই হই। শিশুরা নিজেদের মিথ্যা বলা পছন্দ করে – এটা তাদের শেখার প্রক্রিয়ার অংশ। কিন্তু যখন কয়েক বিলিয়ন প্রাপ্তবয়স্ক নিজেদের মিথ্যা বলে এবং তবুও নিজেদের অত্যন্ত বুদ্ধিমান মনে করে, তখন প্রশ্ন উঠে: কেন তারা একবারের জন্যেও সঠিকভাবে করে না? তারা তো জানে কী করতে হবে। তাহলে কেন তারা তা করে না? কী তাদের বাধা দেয়, যা তাদের নিজেদের প্রতারিত করতে এবং মিথ্যার সাথে বসবাস করতে পছন্দ করায়?

↧

| ① এখন আমি আমাদের উপর নেমে আসতে চলা ভাগ্য নিয়েই বলতে চাই। তবে আপনাকে বুঝতে সুবিধা হবে, তাই আগে টাকার একটি গোপন রহস্য বলি। রহস্যটি হলো: ⇨ প্রতিবার একটি ব্যাংকনোট ছাপা হলে, পৃথিবীতে একটি ক্ষুদ্র, অনিবার্য ক্ষতি হয়। শত শত কোটি মানুষের হাতে – শত শত কোটি এমনই ক্ষুদ্র, অনিবার্য আঘাত। প্রথমে এগুলো ক্ষতিকর বলে মনে হয় না। কিন্তু কয়েক শতাব্দী পরে, সমস্ত কিছু মিলে এক ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। তবেই বিপর্যয় নেমে আসে। মানুষ যতই আশা করুক না কেন, এক প্রজন্মকে না এক প্রজন্ম সেই সন্ধিক্ষণে উপনীত হবেই। আর রহস্যটি হলো: ⇨ এবার, আমাদেরই পালা।

| ⇨ মনে করুন, আজ একটি নতুন একশ ডলারের নোট ছাপা হলো। যার হাতে এটি গেল, সে মনে করুন কিছু আসবাবপত্র চাইল। তার জন্য একটি গাছ কাটা পড়ল। যে গাছ কাটল, তার হাতে এখন সেই নোট, কিন্তু তার একটি রেফ্রিজারেটর দরকার। সে রেফ্রিজারেটর কিনল, আর যেই তাকে রেফ্রিজারেটর বিক্রি করল, তার হাতে এখন নোটটি গেল। কিন্তু তারও তো আসবাবপত্র দরকার। তাই তার জন্য পরের গাছটি কাটা পড়ল। তাহলে? তিন দিনে দুটি গাছ।

| ② বনের মালিকের হাতে আবার নোটটি ফিরে এল, এবার তার দরকার একটি টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর নয়। আর সে এর জন্য অল্পক্ষণ আগে পাওয়া একই নোটটি দিয়ে পেমেন্ট করে দিল। এখন নোটটি টেলিভিশন বিক্রেতার কাছে। এক দিন পর, সেই টেলিভিশন বিক্রেতা, যে এখন নোটের মালিক, সেও আসবাবপত্র চাইল। ⇨ আর তার জন্যই পরের গাছটি কাটা পড়ল।

| ⇨ এভাবেই এক অফুরান চক্র। আর এভাবেই চলতে থাকল, যতক্ষণ না বন একেবারে উজাড় হয়ে গেল। তারপর পরের বনের দিকে মনোনিবেশ করা হলো। শেষমেশ, নয়শত কোটি মানুষ নিয়ে, পৃথিবী নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর ঠিক সেই অবস্থাতেই আমরা আজ দাঁড়িয়ে। কেন? কারণ যে পুরো সময়টায় টাকা ঘুরপাক খেয়ে চলছিল, যে এটি তৈরি করেছিল সে ভুলে গিয়েছিল যে কেউ গাছগুলো আবার লাগাচ্ছে না। সে নিজেও তো লাগায়নি।

| ③ না, সে লাগায়নি। সে শুধু টাকা তৈরি করেছিল, আর বনগুলো সেই কাজেরই স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে উধাও হয়ে গিয়েছিল। ⇨ আর এখন, যখন আমি পৃথিবীর সেরা মস্তিষ্কগুলোকে একত্রিত করেছি এবং গাছ লাগানোর একটি উপায় বের করেছি, আমরা একটি সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি।

| ⇨ "তোমরা এটা করছো কেন?" আমাদের দায়ী করা হচ্ছে। "তোমাদের কে গাছ লাগানোর অধিকার দিল?" আমাদের জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে। আমার প্রশ্ন হলো: ⇨ গাছ

লাগানো হলে পৃথিবীর প্রতিটি বাসিন্দারই কি আনন্দিত হওয়া উচিত নয়? অথচ বাস্তবে, ঠিক উল্টোটা ঘটে।

| ⇨ কারণ আমরা এখন এটা করছি, আরও কয়েক মিলিয়ন মানুষের সাথে, তারা অনুভব করছে যে আমাদের উপর তাদের ক্ষমতা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। তাই, আমরা – এই মহাপরিকল্পনার সূত্রধাররা – মারাই যাব, যাতে তারা তাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারে। ⇨ এরা কোন ধরনের মানুষ? সত্যি বলতে, এরা মানুষই কি? আমাদের পৃথিবী তাদের একটুও ভাবায়? টাকা সৃষ্টির ফলে কী ধারাবাহিক পরিণতি ঘটেছে, তারা কি সত্যিই তা বোঝে? আর এখন আমাদেরই আমাদের কাজের জন্য শাস্তি পাওয়া উচিত? আমি আপনাদের বুঝিয়ে বলছি।

| ④ আমার সহকর্মীরা আর আমি আমাদের কাজের পরিণতি জানি: বিশ্বকে জাগ্রত করা, গাছ লাগানো, সমুদ্র পরিষ্কার করা। ⇨ আমরা জানি, এই কাজ আমাদের প্রাণের মূল্য দাবি করতে পারে। আমাদের নেতারা এই কাজ করেন না, যদিও এটি তাদেরই দায়িত্ব, এবং আমরাও যেন এটা নিজেরা হাতে নিতে না পারি সেটাই চান। ⇨ যারা মন্দ, অথবা যাদের ভিতরে মন্দতা বাস করে, তারা এমনই আচরণ করে।

| ⑤ তারা ক্ষমতায় থেকে যেতে চায়। তারা যেকোনো মূল্যে শাসন করতে চায়। তারা সব উপায়ে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আর এর জন্য তারা সব সীমা অতিক্রম করবে। 👣 ⇨ প্রথমে, তারা টেলিভিশনে আমাদের বিরুদ্ধে অবিরাম মিথ্যা প্রচার করবে। এটাই প্রত্যাশিত। এটি তাদের স্বভাবসিদ্ধ পদ্ধতি। কারণ টেলিভিশন প্রথমত এবং সর্বাগ্রে তাই-ই প্রচার করে, যেটা তারা চায়। আমরা হিটলারের কাছ থেকে শিখেছি; তখন থেকেই আমরা জানি খেলাটা কীভাবে খেলতে হয়। ⇨ তারা আমাদের সম্পর্কে এমন বিশ্বাসযোগ্য গল্প বানাবে যে শেষে আমরা নিজেরাই হয়তো সেগুলো বিশ্বাস করতে শুরু করব। তারা এই কাজে সিদ্ধহস্ত।

| ⑥ শত্রুপক্ষকে সাহায্য, গোপন তথ্য প্রকাশ, গুপ্তচরবৃত্তি, জ্ঞানের অবৈধ আহরণ, কম্পিউটার জালিয়াতি, গোপনতম তথ্য ফাঁস, ষড়যন্ত্র, দরজা ভেঙে চুরি, কর ফাঁকি, ধর্ষণ, পতিতাবৃত্তি, মাদক পাচার, অর্থ পাচার, গোপন নথি বা তথ্য হস্তান্তর, চুরি, তথ্যের অবৈধ বিস্তার, অনিচ্ছাকৃত হত্যা, হুমকি – ⇨ যদি কিছু বাদ পড়ে থাকে, আপনি যোগ করতে পারেন।

| ⑦ তাদের বিশেষজ্ঞ রয়েছে। তাদের আইনজীবী রয়েছে। তাদের পুলিশ রয়েছে। তাদের প্রসিকিউটর রয়েছে। বিচারক নিয়োগ করেন তারাই। টেলিভিশন তাদের, অথবা তাদের সবচেয়ে কাছের বন্ধুদের। এই লোকগুলো সবাই আমাদের মধ্য থেকেই, জনগণের মধ্য থেকেই উঠে এসেছে, কিন্তু এখন তাদের জন্যই কাজ করে, টাকার বিনিময়ে। সেই ধরনের মানুষ, যে শুধু নিজের মায়ের কথা ভাবে, কিন্তু অন্য মায়েদের ব্যথা অনুভব করে না।

| ⑨ এবার, আমাদের সবাইকে বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করতে হবে। যে মুহূর্তে তারা শুরু করবে – এবং তারা অবশ্যই শুরু করবে – আমরা সবাই আমাদের টেলিভিশন বন্ধ করে দেব। যেসব সংবাদপত্র অনলাইনে এই মিথ্যা ছড়ায়, আমরা সেগুলো বয়কট করব। তাদের অ্যাপ আমাদের ফোন থেকে মুছে ফেলব। ⇨ কোনো সংবাদপত্র এটা নিয়ে লিখুক, আর আমাদের কেউই সেটা কিনব না, যতক্ষণ না তারা একের পর এক দেউলিয়া হয়ে যায় – এবং তা-ই হবে।

| ⑩ মাঝে মাঝে দেখাতে হয় যে আমরাও মানুষ, এবং সারাজীবন কারো দাস হয়ে থাকতে পারি না। সংক্রমণ ছড়ায় গণমাধ্যম থেকে। এটাই মহামারীর উৎসস্থল। আমরা একটু কান দিলেই সংক্রমিত হয়ে যাব। তখন সব শেষ। আমরা আরও শুনতে চাইব, আর তারা আমাদের আরও পরিবেশন করবে। ⇨ আমরা আর গাছ লাগাব না, তারাও লাগাবে না। আর সময়ের সাথে সাথে, শেষ গাছটি কাটা পড়বে, শেষ তেলের ফোঁটাও নিঃশেষ হয়ে যাবে।

| ⑪ মূল কথা হলো: শুরুটা তাদের করতে হবে, আমাদের না। ⇨ তারা শুরু করামাত্র, অনুগ্রহ করে প্রতিদিন আমার WhatsApp প্রোফাইল এবং TikTok অ্যাকাউন্টে চোখ রাখুন। আমরা একটি সহজ পরিকল্পনা প্রকাশ করব কীভাবে তাদের একের পর এক পদানত করতে হয় – আমাদের সোফা থেকে উঠে দাঁড়ানো ছাড়াই। আমরা নোবেল পুরস্কার বিজয়ী। আমরা উদ্ভাবক। আমরা বুদ্ধিমান। অত্যন্ত বুদ্ধিমান।

| ⑫ আর তারা পড়ে যাবে, তাদের আইনজীবী, প্রসিকিউটর, সংবাদপত্র, বিচারক, পুলিশ ও সহযোগীদের সাথে। যারা তাদের চেনে, তারা তাদের আসল চরিত্র জেনে যাবে। প্রতিটি শিশু বড় হয়ে তাদের নাম মনে রাখবে। ইতিহাসের বইয়ে তারা এডলফ হিটলারের পাশেই দাঁড়িয়ে থাকবে। আমাদের বিশ্বাস করুন। আমরা সব ধরনের পরিস্থিতি ভেবে দেখেছি। কিন্তু শুরুটা তাদের করতে হবে, আমাদের না।

| ⑬ আমরা বিশ্বাস করি, গাছ লাগানোর সময় এসেছে। পৃথিবীকে পরিষ্কার করার সময় এসেছে। যা হয়ে গেছে, তা হয়ে গেছে। আমাদের এগিয়ে তাকাতে হবে। আর মনে রাখবেন: শুরুটা আমাদের করা চলবে না। আমাদের মৌমাছির মতো হতে হবে। কখনোই প্রথমে আক্রমণ করব না। কিন্তু যদি আমাদের আক্রমণ করা হয়, আমরা জবাব দেব। প্রত্যেকে একটু করে হুল ফোটাবে, আর শেষে ছোট্ট মৌমাছিরাও এক বিশাল হাতিকে কাবু করতে পারে, আর পিঁপড়েরা তার হাড় পর্যন্ত সাফ করে দেবে। শুরুটা তাদের করতে হবে, আমাদের না।

| ⑭ আমরা যদি সফল না হই, তারা আমাদের গ্রেপ্তার করাবে। কারাগারে নিক্ষেপ করবে। আর শুধুমাত্র সেখানেই, কারাগারের দেয়ালের মধ্যে, তারা আমাদের হত্যা করবে। আর বিশ্বকে বলবে যে তা আত্মহত্যা ছিল। তাদের কাছে তো সবসময় প্রমাণ থাকে, তাই না? যদি আমরা নিহত না হই, তাহলে আমাদের খুব দীর্ঘ সাজা হবে। অসহনীয়ভাবে দীর্ঘ। তারপর, কয়েক বছর পরে, তারা আমাদের ক্ষমা করে দেবে। আর নিজেরা হয়ে যাবে

বিশ্বের ত্রাণকর্তা। প্রতিটি দেশেই এটা ঘটে। প্রতিবার একই কাহিনী। ⇨ এটা প্রযোজ্য আমাদের মধ্যকার যারা ভাগ্যবান হবেন, তাদের জন্য।

| ⑮ যারা ভাগ্যবান হবেন না, তাদের সঙ্গে সঙ্গেই খুন করা হবে। আর এ কাজে তারা খুবই সৃজনশীল। ⇨ আমি সৈন্যদের জন্য একটি বার্তা লিখেছি; সেটা আমার ব্লগের 'প্রকাশনা' অংশে আছে। সময় পেলে পড়ে দেখবেন।

| ⑯ আমি আমাদের পরিস্থিতির বাস্তবতা বুঝি। আমি সমস্ত ঝুঁকি নিয়েছি – আমার জীবনই এখানে পণ। আমার নাম সর্বত্র। এভাবেই আমি আমার সহকর্মী এবং পর্দার আড়ালে এখনও কাজ করা সবার পরিচয় রক্ষা করি, যতক্ষণ না বিপদ কেটে যায়। এটা কোনো বীরত্ব না। হ্যাঁ! এটা কেবলই সাধারণ বুদ্ধি। এই মুহূর্তে সঠিক কাজ করা। আর এই সাধারণ বুদ্ধি প্রতিটি মানুষের মধ্যেই আছে।

| ⑰ আমরা সকলেই একদিন মরব। আর যখন আমি মরব, আমার সাথে কিছুই যাবে না। আমি তখনই মরতে রাজি, যখন আমি নিজের ভুল এবং আমার আগে এই পৃথিবীতে যারা ছিলেন সবার ভুল শুধরানোর কাজে রয়েছি। এটাই কি যুক্তিসঙ্গত নয়?

| ⑱ আমি যখন থাকব না, আমার মা দুঃখ পাবেন। হ্যাঁ। কিন্তু তাকে সান্ত্বনা দেবার লোক অনেক থাকবে, আপনার মতোই। অনেকেই তার দেখাশোনা করবে যেন তিনি তাদেরই মা। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত। যদি সেদিন আসে – এবং আমরা স্বভাবতই তা চাই না – আমি চাই আপনি জানুন: জার্মানির ফেডারেল সরকার আমার মৃত্যুর প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিস্তারিত পরিকল্পনা করেছে, এবং তা বাস্তবায়ন করতেও প্রস্তুত।

| ⑲ জার্মানির অতীত অতো উজ্জ্বল নয়। ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর পোল্যান্ডে আমাদের আক্রমণ দশ কোটিরও বেশি নিরপরাধ মানুষের প্রাণ কেড়েছিল। আর যারা এটা পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করেছিল, তাদের সন্তানেরা আজও জীবিত, তাই না? রক্তের বন্ধনই তো সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ।

| ⑳ তারা যদি মাত্র তিন বছরে ছয় থেকে দশ মিলিয়ন ইহুদীকে খুঁজে বের করে হত্যা করতে পারে, তাহলে আমি কে? আমরা কে – গবেষক ও নোবেল বিজয়ীদের এক মুষ্টিমেয় দল? আমরা তুচ্ছ।

| ㉑ আমি শুধুমাত্র জার্মানিতেই লুকিয়ে থাকতে পারি। এটাই আমার ঘর, আর যদি মরতেই হয়, আমি এখানেই, নিজের ঘরে মরতে চাই। পৃথিবীর কোনো দেশই জার্মানিতে গুপ্তঘাতক পাঠিয়ে আমাকে মারতে পারবে না। আমাদের গোয়েন্দা সংস্থা বিশ্বের সেরা তিনটির একটি। আমরা মুহূর্তের মধ্যেই জানতে পারব। জার্মানিই হবে সমগ্র বিশ্বকে শুদ্ধ করার কেন্দ্র। নতুন বিশ্ব শুরু হবে জার্মানি থেকে। আর প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমরা বিশ্বের কাছে এটা ঋণী।

| ㉒ আমি আপনাদের সবাইকে একটি কথা বলতে পারি: আমার জার্মান ভাইবোনেরা যখন কোনো ধারণায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, ভালো হোক বা মন্দ, তখন এই পৃথিবীতে আর কিছুই তাকে থামাতে পারে না। হয়তো শুধু জলবায়ু ছাড়া। তাই যদি এই প্রকল্প জার্মানি থেকে শুরু হয়, আমার বিশ্বাস রাখুন: প্রত্যেক জার্মান সারা পৃথিবীতে গাছ লাগাতে বেরিয়ে পড়বে, এবং তখনই বাড়ি ফিরবে যখন পৃথিবীর প্রতিটি ইঞ্চি জমিতে একটি করে গাছ থাকবে। 👣 আমি এজন্য আমার জীবনের শপথ করছি। ⇨ কিন্তু যদি আমার কিছু হয়ে যায়:

| ㉓ অনুগ্রহ করে আমার জন্য এই ঠিকানায় একটি ফুল রেখে যাবেন: AM WEISSEN HAUS 5, 56626 আন্ডারনাখ, জার্মানি। ঠিকানা: AM WEISSENHAUS। বাড়ি নম্বর: ৫। পিন কোড: ৫৬৬২৬। শহর: আন্ডারনাখ। দেশ: জার্মানি। প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় এখানেই অবস্থিত। প্রকল্পে কাজ করতে চাইলে, চিঠি পাঠাতেই হবে। ইমেইলে নয়। প্রকল্পকে সমর্থন করতে চাইলে, সেক্ষেত্রেও চিঠি লিখতে পারেন।

| ㉔ আর অনুগ্রহ করে, আমার মাকে সান্ত্বনা দেবেন। তিনি যেন শোকাকুল না হন। আমি এটা করছি আমাদের সকলের জন্য। আমাদের জন্য, জনগণের জন্য। আমাদের জন্য, যাদের কোনো কণ্ঠস্বর নেই। আমাদের জন্য, যারা বিলিয়নিয়ার বা কোটিপতি নই। আমাদের জন্য, অন্ধদের জন্য। বধিরদের জন্য। মূকদের জন্য। রোগীদের জন্য। প্রতিবন্ধীদের জন্য। গৃহহীনদের জন্য। আমাদের সবার জন্য, বিতাড়িতদের জন্য। তাদের কাছে আমাদের কোনো মর্যাদা নেই। আমি এটা আমাদের জন্যই করছি। (এবং এখন, সেই অংশটি যেখানে আমার মা সবসময় বলেন:) ⇨ হোশানা।

(⇨) ইচ্ছে করলে নিজের উপর সঞ্চয় করুন। ইচ্ছে করলে শিখুন। | 👣 ⇨ সমস্ত সত্য আপনি ইতিমধ্যেই জানেন।

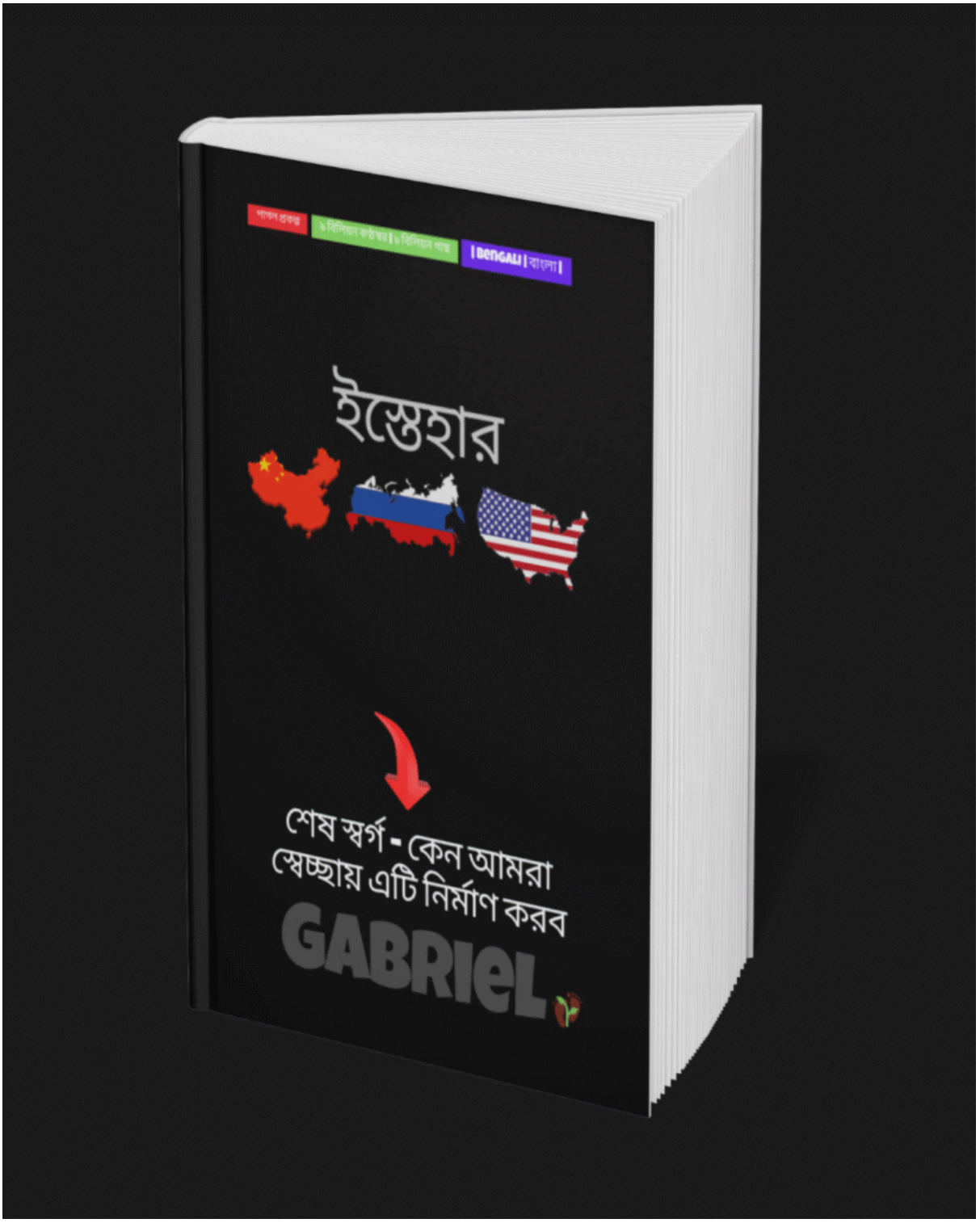

|👣 আমরা বইটি পড়ার পরামর্শ দিই। | কারণ আমরা এটি লিখেছি বলে নয়, না, না। |➪ শুধু এজন্য যে এখন শিয়ালের মতো চালাক আর খরগোশের মতো বিনয়ী হওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। | তুমি তো বুঝতেই পারছ।

✕ | পড়া সবসময় সুখকর নয়। আমি জানি... ➪ নতুন শত শত কোটি মানুষ কীভাবে তাদের পদক্ষেপ সমন্বয় করবে? ভিডিওর মাধ্যমে?

🌱 আমরা মানুষ ⇨ শেষ

ϟ

✕ | ধরুন আপনি একটি পাহাড় পুরোপুরি উত্তরাধিকার পেলেন। কিছুদিন পরেই জানতে পারলেন, পাহাড়টা শুধু সোনায় তৈরি। রাতারাতি আপনি ইতিহাসের সবচেয়ে ধনী মানুষ হয়ে গেলেন। এখন আমার প্রশ্ন: যারা আপনার কাছ থেকে এটি কিনবে, তাদের টাকা আসবে কোথা থেকে? যুক্তি দিয়ে বলতে গেলে, তাদের কাছে এর চেয়েও *বেশি* মূল্যবান কিছু আগে থেকেই থাকতে হবে এতো টাকা জমার জন্য, না কি?

✕ | টাকার গতিপথ ধরে চলুন। নিজেকে জিজ্ঞেস করুন: “এই টাকা আগে কার কাছে ছিল?” যতক্ষণ না আপনি সেই শৃঙ্খলের মূলে পৌঁছান—যেখানে কিছুই বিক্রি হয় না, অথচ টাকা সেখানে হাজির হয়। সেটাই হল উৎস। তখন আপনি বুঝতে পারবেন: শুরুতেই দাঁড়িয়ে আছেন একজন, যার কাছে আছে কেবল কাগজ আর কালি। আর তিনিই সেই টাকা সৃষ্টি করেন, যার বদলে পরবর্তীতে সবকিছু কেনা হয়। আর সেই একজন হলেন রাষ্ট্র—আপনার-আমার মতোই একজন মানুষ। এখন তিনি নতুন মুদ্রা চালু করলেন, আর পুরনো মুদ্রার মূল্য হারাল। কেন? কারণ তিনি অত্যধিক পরিমাণে বানিয়ে ফেলেছেন। টাকা পেতে তাকে কিছু বিক্রি করতে হয়নি—শুধু ছাপাতে হয়েছে। আর যেখানেই তিনি এটি দিয়ে কিছু কিনেছেন, মানুষ কেনাবেচা করে গেছে অবিরাম। এখন এটা বেশি হয়ে গেছে। সবকিছু শান্ত করতে আসে নতুন মুদ্রা।

✕ | মনে করুন কেউ গাছ ও সোনায় ভরা পাহাড় পেল উত্তরাধিকারে। আপনার মনে হয় প্রথমে কী হবে? প্রথম উপায়: তিনি পৃথিবী, তার আবাস রক্ষা করবেন, এবং সব গাছ

অক্ষত রাখবেন। নাকি দ্বিতীয় উপায়: সোনা দ্রুত পেতে তিনি তখনই সব গাছ কেটে ফেলবেন? আজ আমরা গাছ বা সোনা পাই শুধু এ কারণে যে আগের প্রজন্মগুলো সেগুলোকে অক্ষত রেখেছিল। ভাবুন যদি তাদেরও আমাদের মতোই অফুরান লোভ থাকত—তাহলে আজ পৃথিবী মরুভূমি হয়ে যেত! আমরা কেন থামতে পারছি না? কারণ যারা এ থামাতে চায়, তাদের কাছে অস্ত্র নেই; আর যারা চালিয়ে যেতে চায়, তাদের কাছে নিশ্চিতভাবেই আছে। “শক্তিমানের আইন”—বা যেমন সঠিকভাবে বলা হয়: শক্তিশালীই সর্বদা সঠিক।

↧

| ① আমরা মানুষ। প্রত্যেকে একটু একটু করে এগিয়ে যায়, আশা করে যে যা বলা হয় তার চেয়ে তত খারাপ হবে না। কিন্তু আমরা নয় বিলিয়ন – এবং প্রত্যেকের থেকে সামান্য জমা হয়ে বিপুল হয়ে দাঁড়ায়। শুধু কীভাবে আমরা চিন্তা করি তার একটি অনুস্মারক।

| ② আমরা মানুষ। আমরা চালিয়ে যাব যতক্ষণ না শেষ তেলের ফোঁটা এবং শেষ গাছটি বিলুপ্ত হয়। আর তারপর কি? আমরা কে তার শুধু একটি অনুস্মারক।

| ③ আমরা মানুষ। আমরা এভাবে চলতে থাকার আশা করি, আশা করি যে এটি পরবর্তী প্রজন্ম – আমাদের শিশুদের – গ্রাস করবে। যদি এটি তাদের গ্রাস করে এবং আমাদের নয়, তাহলে আমরা সব কিছু ঠিক করেছি। কীভাবে আমরা কাজ করি তার শুধু একটি অনুস্মারক।

| ④ আমরা মানুষ। আমাদের মধ্যে একজন স্বর্ণ-মানদণ্ড তুলে দেয় – আমরা সবাই দেখি যেন এটি একটি ভালো খবর। অথচ এটি সেই বিশ্বের সমাপ্তি যা সে এর দ্বারা ডেকে এনেছে। আমাদের চরিত্র সম্পর্কে শুধু একটি অনুস্মারক।

| ⑤ আমরা মানুষ। যে স্বর্ণ-মানদণ্ড তুলে দিয়েছে সে পদ থেকে পালিয়ে যায় – জেলে যাওয়ার ভয়ে। আমরা তার কিছু সিদ্ধান্ত সংশোধন করি, কিন্তু স্বর্ণ-মানদণ্ড বিলোপকে যেমন আছে তেমনই রাখি। এটি আমাদের সম্পর্কে কী বলে?

| ⑥ আমরা মানুষ। … নারীরা কি এখন হাল ধরার সময় আসেনি?

| ⑦ দেহ ত্যাগ করলে কোথায় যায় – কোন ধারণা নেই। কিন্তু একটি বিষয় আমি জানি: যে ভালো করে সে সর্বদা ভালো কিছু ফিরে পায়। অন্য কথায়: যদি আমরা সাহস করি এবং হাজার হাজার বছরে আমরা যা ভেঙেছি তা আবার ঠিক করতে সক্ষম হই, তবে আমাদের প্রত্যেকেই রাজার মতো অভ্যর্থনা পাব – পৃথিবীর জীবনের পরে আমরা যেখানেই যাই না কেন। কারণ এটিই আমাদের মিশন: পৃথিবীকে একটি স্বর্গে পরিণত করা।

| ⑧ যেহেতু আমরা পৃথিবী থেকে কিছুই কোথাও নিয়ে যেতে পারি না, আমি বিশ্বাস করি এ কারণেই আমরা এই মুহূর্তে পৃথিবীতে আছি। অন্যরা হতে পারত – কিন্তু সবকিছু ভেঙে পড়ার মুহূর্তে আমরা আছি। কাকতালীয়?

| ⑨ আপনি যা ইচ্ছা বিশ্বাস করতে পারেন। আমার পক্ষ থেকে, আমি জানি যে আমাদের মধ্যে কেউই অন্যদের চেয়ে ভালো নয়। আমি বিশ্বাস করি যে সবারই অবদান রাখার মতো কিছু আছে। তাই আমি বিশ্বাস করি আমরা নির্বাচিত এবং প্রত্যেকেরই একটি বিশেষ ক্ষমতা আছে যা আমরা শুরু করলে প্রকাশ পাবে। সংক্ষেপে: আমাদের নির্বাচিত করা হয়েছিল। কিন্তু চেষ্টা না করলে আমরা কখনো জানব না।

| ⑩ আগামীকাল শেষ দিন হতে পারে – তাই আজই তোমার পতাকা উত্তোলন কর। আমারটির সাথে যোগ করলে ইতিমধ্যেই দুটি হবে। আর কে জানে, হতে পারে চার, তারপর আট, তারপর সবাই। এটা কি সুন্দর হত না? এখন তুমি জানো কী করতে হবে। এবং এটা কাজ করবে। আমার উপর আস্থা রাখো। গ্যাব্রিয়েল

| ⑪ একটি নতুন পৃথিবীর দিকে। প্রচুর বৃষ্টি সহ, প্রচুর গাছ সহ, এবং আবার প্রচুর তুষার সহ।

গ্যা ব্রি এ ল

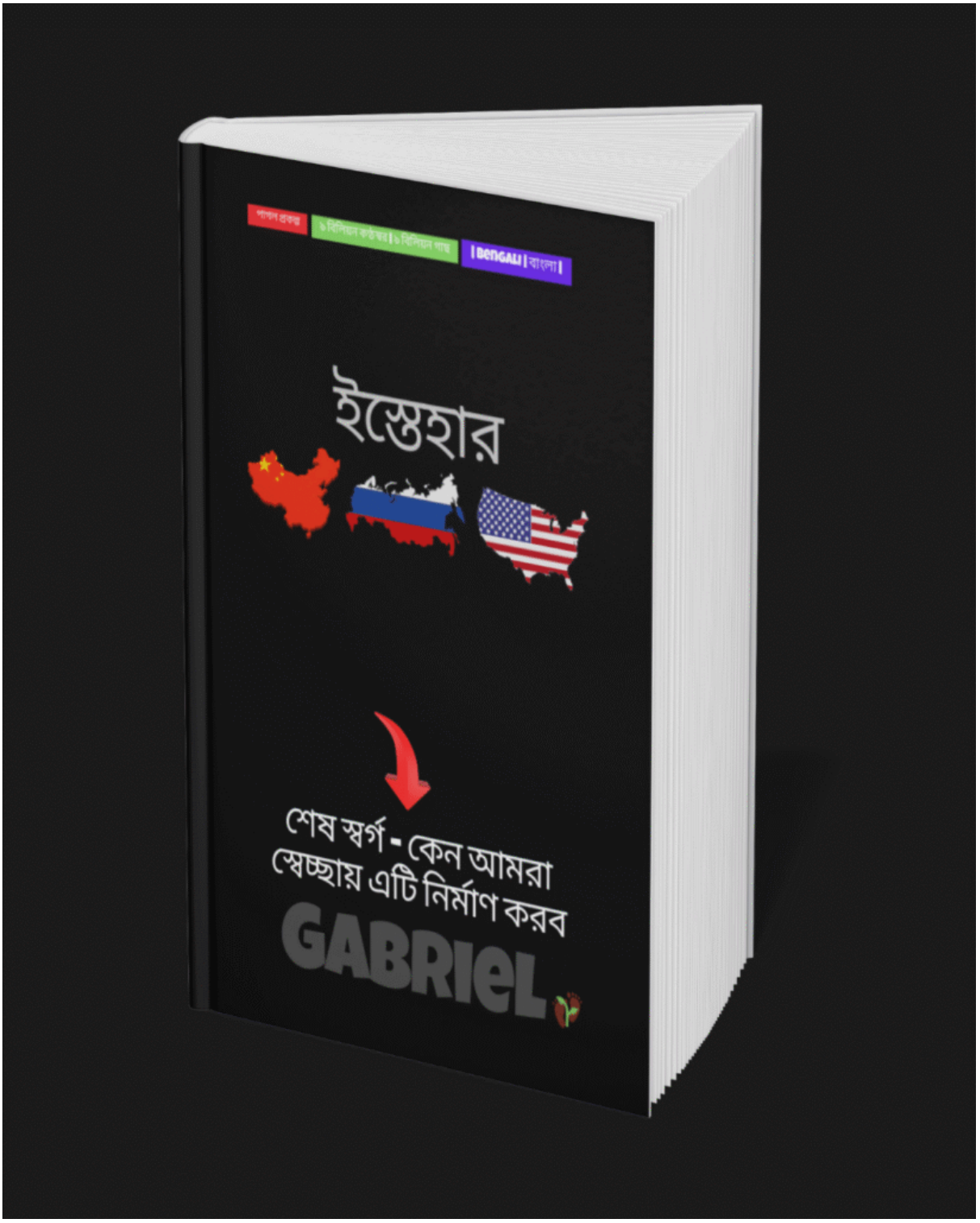

|👣 আমরা বইটি পড়ার পরামর্শ দিই। | কারণ আমরা এটি লিখেছি বলে নয়, না, না। |➪ শুধু এজন্য যে এখন শিয়ালের মতো চালাক আর খরগোশের মতো বিনয়ী হওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। | তুমি তো বুঝতেই পারছ।

❌ | ধন্যবাদ ও বিদায়। ||⇨ আমাদের মধ্যে যারা সন্দেহবাদী তাদের জন্য: আসল কথা হলো, কিছু একটা শীঘ্রই ঘটতে চলেছে, তাই না? | বাকি সবাইকে আমরা বলছি: শুরু করো!

| ❌ আইনি বিষয় এবং স্বচ্ছতা | Legal Matters and Transparency | বাংলা | Bengali |

❌ আইনগত বিষয় ও স্বচ্ছতা

এই ওয়েবসাইটের সবচেয়ে বিরক্তিকর কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাতায় আপনাকে স্বাগতম!
এখানে গাছ লাগানো, বিশ্ব বাঁচানো বা বিপ্লব শুরু করার কথা নেই।
এখানে কথা হচ্ছে প্যারাগ্রাফ, দায়িত্ব এবং আইনজীবীদের খুশি করা জিনিসপত্রের।

আপনি যদি এখানে এসে থাকেন, তাহলে হয়তো আপনি অত্যন্ত সচেতন—নাহলে ভুল করে "আইনগত" লিঙ্কে ক্লিক করেছেন।
কারণ যাই হোক: আপনি ঠিক জায়গাতেই আছেন।

এই পাতায় আপনি পাবেন:

👣 আমাদের ইমপ্রেসাম (উপস্থাপন তথ্য)
তথ্য সুরক্ষা ঘোষণা
আমাদের সাধারণ সেবা শর্তাবলী (AGB)
বাতিলকরণ নির্দেশিকা
আমাদের আইনগত নোটিশ
কারণ স্বচ্ছতা শুধু একটি শব্দ নয়, এটি আমাদের ভিত্তি।

এই পাতার বিষয়বস্তু:
ইমপ্রেসাম – কে এখানে দায়িত্ব বহন করেন (এবং কেন তিনি আনন্দের সাথে তা করেন)
তথ্য সুরক্ষা ঘোষণা – আপনার তথ্য, আপনার নিয়ম, আমাদের সম্মানের কথা
সাধারণ সেবা শর্তাবলী (AGB) – সেই ছাপার অক্ষর, যা পড়তেও সুবিধাজনক
বাতিলকরণ নির্দেশিকা – যদি আপনার হঠাৎ ভয় পেয়ে যান
আইনগত নোটিশ (ডিসক্লেইমার) – কোনো ভেলকিবাজি নয়, শুধু ঘর গোছানো

ইমপ্রেসাম – কে এখানে দায়িত্ব বহন করেন (এবং কেন তিনি আনন্দের সাথে তা করেন)
এখানে আপনি জানতে পারবেন কে এই সাইটের পিছনে আছেন, কাকে আপনি গাছের বৃষ্টির জন্য ধন্যবাদ জানাতে পারেন—
এবং কে জরুরি অবস্থায় আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বে থাকেন।

§ 5 TMG অনুযায়ী তথ্য
কে এখানে দায়িত্বশীল (এবং এতে গর্বিত):
❌
G A B R I E L S
"9 Billion Peoples – 9 Billion Voices – 1 Earth"
Gabriel FrancisTonleu
Am Weißen Haus 5
56626 Andernach
জার্মানি

যোগাযোগ, যদি আপনার জরুরি ভালোবাসা, সমালোচনা বা প্রশ্ন থাকে:
ফোন: +49 1771703697 (WhatsApp – হ্যাঁ, আমি সত্যিই পড়ি)

ইমেইল: info@francis-tonleu.org

মূল্য সংযোজন কর আইডি:
DE2755760395

বিষয়বস্তুর জন্য দায়িত্বশীল:
Gabriel Ali Tonleu (যে ব্যক্তি এখানকার সবকিছু হৃদয় ও মস্তিষ্ক দিয়ে তৈরি করেন)

বিবাদ? ওহ না।
তবুও নোটিশ: ইউরোপীয় কমিশনের অনলাইন বিবাদ নিষ্পত্তি প্ল্যাটফর্ম:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/
আমি কোনো বিবাদ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার জন্য বাধ্য নই কিংবা বিশেষভাবে আগ্রহীও নই।
কথা বলাই সাধারণত বেশি সাহায্য করে।

তথ্য সুরক্ষা ঘোষণা – আপনার তথ্য, আপনার নিয়ম, আমাদের সম্মানের কথা
এখানে আমি ব্যাখ্যা করি কিভাবে আমি আপনার তথ্য পরিচালনা করি:
আমি সেগুলো এলিয়েনদের দানও করি না, আবার সন্দেহজনক মার্কেটিং শার্কদের কাছে বিক্রিও করি না।
পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গাছের উপর সম্মানের কথা।

তথ্য সুরক্ষা ঘোষণা
(সংস্করণ: Gabriel Ali Tonleu, অবস্থান 2025)

কে এখানে হাল ধরেছেন
এই সাইট এবং এর উপর যা কিছু ঘটে তার জন্য দায়িত্বশীল:

"9 Billion Peoples – 9 Billion Voices – 1 Earth"
G A B R I E L S
Gabriel Francis Tonleu
Am Weißen Haus 5
56626 Andernach
জার্মানি

যোগাযোগ, যদি আপনার জরুরি ভালোবাসা, সমালোচনা বা প্রশ্ন থাকে:
ফোন: +49 1771703697 (WhatsApp – হ্যাঁ, আমি সত্যিই পড়ি)
ইমেইল: info@francis-tonleu.org

এখানে মূল বিষয় কী (সংক্ষেপে)
তথ্য সুরক্ষা শুষ্ক শোনায়? এখানে নয়।
আমি আপনার তথ্যের সুরক্ষাকে একজন মালীর তার সেরা গাছের মতোই গুরুত্বের সাথে নিই।
এবং কারণ আমি চাই ৯ বিলিয়ন মানুষ যেন এখানে স্বচ্ছন্দ বোধ করে, তাই স্পষ্ট নিয়ম আছে।

সংক্ষেপে:

আমি শুধুমাত্র তথ্য সংগ্রহ করি যখন সত্যিই প্রয়োজন হয়।
আমি কিছু বিক্রি করি না, দান করি না, বিনিময় করি না—জান除非 আপনি স্পষ্টভাবে চান।
আপনার তথ্য এমনভাবে扱ा হয় যেন সেটা আমার নিজের তথ্য।
3. কোন তথ্য সংগ্রহ করা হয় (এবং কেন)
ওয়েবসাইট পরিদর্শন করার সময়
IP ঠিকানা
ব্রাউজারের ধরন ও সংস্করণ
অপারেটিং সিস্টেম
অ্যাক্সেসের তারিখ ও সময়
রেফারার URL (অর্থাৎ: আপনি কোথা থেকে এসেছেন)
কেন?
যাতে ওয়েবসাইট কাজ করে। যাতে এটি নিরাপদ থাকে। এবং কারণ হ্যাকারদের দুর্ভাগ্যবশত ছুটি নেই।

যোগাযোগ করার সময় (ইমেইল, ফোন, WhatsApp)
যখন আপনি আমাকে লিখবেন বা ফোন করবেন, আমি সংরক্ষণ করব:

আপনার ইমেইল ঠিকানা বা ফোন নম্বর
আপনার নাম (যদি আপনি দেন)
আপনার বার্তার বিষয়বস্তু

কেন?
ওহ ঠিক আছে—কারণ অন্যথায় আমি উত্তর দিতে পারতাম না।

বিশেষ অফার ব্যবহার করার সময় (যেমন: কোর্স, নিউজলেটার)
যখন আপনি পরে কোর্স বুক করেন, PDF ডাউনলোড করেন বা আমার নিউজলেটার সাবস্ক্রাইব করেন:

নাম
ইমেইল ঠিকানা
পেমেন্ট তথ্য (শুধুমাত্র প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রয়োজনীয়—Stripe, PayPal, WooCommerce বা অন্যান্য পার্টনারের মাধ্যমে)
কেন?
কারণ আমি আপনাকে দিতে চাই যা আপনি অর্ডার করেছেন। বেশি নয়, কম নয়।

প্রযুক্তিগত সাহায্যকারী (কুকিজ এবং সহ)
হ্যাঁ, এই সাইট কুকিজ ব্যবহার করে।
চকলেট কুকিজ নয়, বরং ছোট ডাটার টুকরো যা আপনার ব্রাউজার সংরক্ষণ করে।

কুকিজের উদ্দেশ্য:

ওয়েবসাইট দ্রুত করা
বিষয়বস্তু ভালোভাবে উপস্থাপন করা
ব্যবহারকারীর আচরণ বিশ্লেষণ করা (যাতে আমি বুঝতে পারি আপনারা কি সত্যিই আগ্রহী)
কোন কুকিজ এখানে থাকতে পারে:

অপরিহার্য কুকিজ (চালানোর জন্য আবশ্যক)
বিশ্লেষণ কুকিজ (যেমন: Google Analytics বা Matomo, পরে কোনো সময়)
মার্কেটিং কুকিজ (যখন আমি বিজ্ঞাপন দিই, যেমন YouTube, Google Ads বা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে)
অবশ্যই আপনি কুকিজ প্রত্যাখ্যান বা মুছে ফেলতে পারেন। আপনার ব্রাউজার জানে কিভাবে। (যদি না জানে: বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করুন।)

বিশ্লেষণ টুল এবং বিজ্ঞাপন
পরে (যখন আমরা 9 বিলিয়ন মানুষের কাছে পৌঁছাব) নিম্নলিখিত টুল ব্যবহার করা হতে পারে:

Google Analytics (ওয়েবসাইট বিশ্লেষণের জন্য)
Facebook Pixel (Meta প্ল্যাটফর্মে বিজ্ঞাপনের জন্য)
YouTube Analytics (ভিডিও অপ্টিমাইজেশনের জন্য)
TikTok Ads (সৃজনশীল রিচের জন্য)
LinkedIn Insights (ব্যবসায়িক যোগাযোগের জন্য)
Newsletter Tools (যেমন Mailchimp বা Brevo)
এই টুলগুলো বুঝতে সাহায্য করে কি মানুষদেরকে নাড়া দেয়—যদি সম্ভব হয় অজ্ঞাতনামা বা সিউডোনিমাইজড।
আপনার পরিচয় সুরক্ষিত থাকবে, প্রতিশ্রুতি।

সংরক্ষণ এবং হস্তান্তর
তথ্য সংরক্ষণ করা হয়:

শুধুমাত্র যতদিন প্রয়োজন।
শুধুমাত্র নিরাপদ সার্ভারে (যেমন: জার্মান বা ইইউ-সার্টিফাইড প্রদানকারীদের কাছায়)।
শুধুমাত্র আমার দ্বারা বা কঠোরভাবে পরীক্ষিত পার্টনাদের দ্বারা।
তৃতীয় পক্ষের কাছে হস্তান্তর? শুধুমাত্র যদি:

আপনি স্পষ্টভাবে চান, অথবা
এটি আইনত চাওয়া হয়, অথবা
একজন পরিষেবা প্রদানকারীর (যেমন Stripe) প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রয়োজন হয়।
সন্দেহজনক চরিত্রের কাছে তথ্য হস্তান্তর নেই। সম্মানের কথা।

আপনার অধিকার (এবং কিভাবে সেগুলো ব্যবহার করবেন)
আপনার অধিকার আছে:

আপনার সংরক্ষিত তথ্য সম্পর্কে জানতে চাওয়ার।
সংশোধন বা মুছে ফেলার জন্য অনুরোধ করার।
প্রক্রিয়াকরণ সীমিত করার জন্য অনুরোধ করার।
তথ্য স্থানান্তরযোগ্যতা চাওয়ার।
আপত্তি জানানোর (যেমন: বিশ্লেষণ টুলের বিরুদ্ধে)।
কিভাবে?
সহজভাবে একটি ইমেইল দিন: info@francis-tonleu.org
বিষয়: "আমি আমার তথ্য দেখতে চাই!" বা অনুরূপ মিষ্টি।

বাহ্যিক লিঙ্ক
আমার ওয়েবসাইটে অন্যান্য ওয়েবসাইটের লিঙ্ক থাকতে পারে।
আমি তাদের তথ্য সুরক্ষার জন্য দায়ী নই। (ঠিক যেমন আমি আবহাওয়ার জন্য দায়ী নই।)

এই তথ্য সুরক্ষা ঘোষণায় পরিবর্তন
যদি আমার ওয়েবসাইট উন্নত হয় (যা হবে—কারণ আমরা তো ৯ বিলিয়ন মানুষ পর্যন্ত পৌঁছাতে চাই!), তাহলে এই ঘোষণাও সামঞ্জস্য করা হবে।

অতএব:

অবস্থান: ২৮ এপ্রিল ২০২৫
ওয়েবসাইটে পরিবর্তনগুলি ঘোষণা করা হবে।
বড় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, আপনি নিবন্ধিত থাকলে ইমেইলের মাধ্যমে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ নোটিশ দেওয়া হবে।
10. শেষে আরেকটি কথা
এখানে শুধু প্যারাগ্রাফের কথা নয়।
এখানে কথা হচ্ছে সম্মানের।
আপনার তথ্য আপনার স্বাধীনতার একটি অংশ।
এবং আমি সেগুলোকে আমার সবচেয়ে বড় সম্পদের মতো রক্ষা করব।

কারণ আসল পরিবর্তন বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে।
এবং কারণ ৯ বিলিয়ন কণ্ঠস্বর শুধুমাত্র তখনই একত্রিত হতে পারে যখন প্রতিটি ব্যক্তি গণনা করা হয়।

তথ্য সুরক্ষা ঘোষণার সমাপ্তি।
3. AGB – সেই ছাপার অক্ষর, যা পড়তেও সুবিধাজনক
কোনো আইনগত ভুতের ঘর নয়, বরং সত্যিকারের নিয়ম চোখের সমান স্তরে।
এখানে আপনি জানতে পারবেন কিভাবে কাজ চলে, যখন আপনি আমার কাছ থেকে কিছু বুক করেন, কিনেন বা ডাউনলোড করেন।

সাধারণ সেবা শর্তাবলী (AGB)
(সংস্করণ: Gabriel FrancisTonleu, অবস্থান 2025)

কে এখানে নিয়ম স্থাপন করে
এই AGB প্রযোজ্য নিম্নলিখিতের সমস্ত অফার এবং পণ্যের জন্য:

"9 Billion Peoples – 9 Billion Voices – 1 Earth"
G A B R I E L S
Gabriel Francis Tonleu
Am Weißen Haus 5
56626 Andernach
জার্মানি

যোগাযোগ:
ফোন: +49 1771703697 (WhatsApp)
ইমেইল: info@francis-tonleu.org

এখানে কোর্স, বই, ভিশন এবং যা কিছু একটি ভালো বিশ্বের প্রয়োজন আছে।

আপনি এখানে কি পেতে পারেন
আমি আপনাকে অফার করি:

অনলাইন কোর্স (তাত্ক্ষণিক অ্যাক্সেস বা ডাউনলোড হিসাবে)
ই-বুক এবং বই
ওয়েবিনার এবং ওয়ার্কশপ (লাইভ বা রেকর্ডকৃত)
ডিজিটাল সদস্যপদ (ক্লাব, কমিউনিটি, প্ল্যাটফর্ম)
পরামর্শ এবং কোচিং
দৃশ্যমান পণ্য (যেমন: বই, গাছ, মার্চেন্ডাইজ)
সংক্ষেপে: সবকিছু যা মাথা ভাবে এবং হৃদয় চায়।

কিভাবে একটি চুক্তি সম্পন্ন হয়
আপনি আমার ওয়েবসাইট, দোকান বা প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অর্ডার বা বুক করেন (যেমন: Amazon, Etsy, Udemy, Thinkific, Shopify, Stripe, WooCommerce, Kajabi, Hotmart, Gumroad, YouTube, TikTok, Facebook, LinkedIn এবং আরও)।

আপনি একটি নিশ্চিতকরণ পান।
চুক্তি সম্পন্ন হয়—এবং যাত্রা শুরু হয়।

দাম এবং পেমেন্ট
সমস্ত দাম আইনী মূল্য সংযোজন কর (বর্তমানে জার্মানিতে 19%) ছাড়া।
আপনি আমার দেওয়া পেমেন্ট পদ্ধতির মাধ্যমে পেমেন্ট করেন:
ক্রেডিট কার্ড, PayPal, Stripe, Klarna, ব্যাংক ট্রান্সফার, Apple Pay, Google Pay, এবং ভবিষ্যতে যা আসবে।
পেমেন্ট সর্বদা অগ্রিম হয়, আপনি অ্যাক্সেস বা পণ্য পাওয়ার আগে।
টাকা নেই—কোর্স নেই। (সহজ বিশ্ব, তাই না?)

ডেলিভারি এবং অ্যাক্সেস
ডিজিটাল পণ্য:

সফল পেমেন্টের পর আপনি লিঙ্ক, ইমেইল বা লগইন ডেটার মাধ্যমে তাত্ক্ষণিকভাবে অ্যাক্সেস পান।
কোর্স বা ডাউনলোডের ক্ষেত্রে, ডেলিভারি সরাসরি শুরু হয় যত তাড়াতাড়ি আপনি অ্যাক্সেস পান।
দৃশ্যমান পণ্য:

শীঘ্রতম সম্ভব ডেলিভারি করা হয়। যদি কখনও একটি প্যাকেজ দেরি হয়, আমরা শুধু কথা বলি—কোনো আতঙ্ক নেই।
6. বাতিলকরণের অধিকার এবং বাতিলকরণের অস্তিত্ব শেষ হওয়া
একজন ভোক্তা হিসাবে আপনার মূলত ১৪ দিনের একটি বাতিলকরণের অধিকার আছে।

গুরুত্বপূর্ণ:
ডিজিটাল পণ্যের জন্য (যেমন: অনলাইন কোর্স, ডাউনলোড, ওয়েবিনার) আপনার বাতিলকরণের অধিকার অকালে শেষ হয়ে যায়, যদি:

আপনি স্পষ্টভাবে সম্মতি দেন যে আমি বাতিলকরণের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই চুক্তির বাস্তবায়ন শুরু করি,
এবং আপনি জেনে নেন যে আপনি এর মাধ্যমে আপনার বাতিলকরণের অধিকার হারাবেন।
এর অর্থ কী?

যখন আপনি কোর্সে অ্যাক্সেস পান বা ফাইল ডাউনলোড করেন, তখন বাতিলকরণ শেষ হয়ে যায়।
আর ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই—চুক্তি সিল হয়ে গেছে।
এই কারণে কেনাকাটা শেষ করার সময় আপনাকে স্পষ্টভাবে জানানো হবে এবং অর্ডার দেওয়ার আগে আপনাকে সম্মতি দিতে হবে।

দৃশ্যমান পণ্যের জন্য (যেমন: বই, মার্চেন্ডাইজ) দূরবর্তী বিক্রয় আইন অনুযায়ী সাধারণ বাতিলকরণের অধিকার প্রযোজ্য।

অধিকার এবং লাইসেন্স
আপনি এখানে যা কিছু কিনবেন তা আমার মেধার সন্তান।

আপনি একটি ব্যক্তিগত ব্যবহারের অধিকার পাবেন: আপনার নিজের এবং আপনার উদ্দেশ্যে।
কোনো হস্তান্তর নেই, কোনো পুনঃবিক্রয় নেই, আমার লিখিত সম্মতি ছাড়া কোনো সম্পাদনা নেই।
(যদি না আপনি যৌথভাবে বিশ্ব জয় করতে চান—তাহলে আমরা এ বিষয়ে কথা বলব।)

দায়িত্ব
আমি যা করি তা ভালোবাসি—তবুও আমি কোনো যাদুকর নই।

হালকা অবহেলার জন্য আমি শুধুমাত্র দায়বদ্ধ যদি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব লঙ্ঘন করা হয়।
হারানো মুনাফা, স্পেকুলেশনের ক্ষতি বা হারানো স্বপ্নের জন্য কোনো দায়িত্ব নেই।
উচ্চতর শক্তির জন্য (প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সার্ভার ক্র্যাশ, এলিয়েন আক্রমণ) আমি কোনোভাবেই দায়বদ্ধ নই।
আপনার সুস্থ মানবিক বুদ্ধি সবসময় চাওয়া হয়।

তথ্য সুরক্ষা
তথ্য সুরক্ষা আমার কাছে মুখের কথা নয়, বরং সম্মানের দায়িত্ব।
আমি কিভাবে আপনার তথ্য সুরক্ষা করি তা আপনি আমার তথ্য সুরক্ষা ঘোষণায় জানতে পারবেন।

সংক্ষেপে: আপনার তথ্য আপনার। পূর্ণবিরাম।

এই AGB-তে পরিবর্তন
আমি এই AGB সামঞ্জস্য করার অধিকার রাখি যদি প্রয়োজন হয়।
বর্তমান সংস্করণ আপনি সবসময় আমার ওয়েবসাইটে পাবেন।
যদি আপনি ইতিমধ্যেই গ্রাহক হন এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে, আমি আপনাকে সঠিক সময়ে জানাব।

প্রযোজ্য আইন এবং বিচারস্থল
জার্মান প্রজাতন্ত্রের আইন প্রযোজ্য।
বিবাদের জন্য বিচারস্থল হল আন্ডারনাখ, জার্মানি, যদি আপনি একজন ব্যবসায়ী হন বা ইইউ-তে কোন সাধারণ বিচারস্থল না থাকে।

শেষ কথা (সত্যি এবং আন্তরিক)
এই AGB কোনো অস্ত্রের অনুমতিপত্র নয়, বরং শব্দে একটি হ্যান্ডশেক।
আমি আপনার সাথে সৎভাবে আচরণ করতে চাই—এবং আমি চাই একই ফিরে পেতে।
আমরা একসাথে একটি আন্দোলন তৈরি করব যা ৯ বিলিয়ন মানুষ পর্যন্ত পৌঁছায়—বিশ্বাস, আনন্দ এবং সম্মানের সাথে।

যদি আপনার প্রশ্ন থাকে: জিজ্ঞাসা করুন।
যদি আপনার সমালোচনা থাকে: এখানে নিয়ে আসুন।
যদি আপনি উত্সাহিত হন: বন্ধুদের নিয়ে আসুন।

AGB-এর সমাপ্তি
4. বাতিলকরণ নির্দেশিকা – যদি আপনার হঠাৎ ভয় পেয়ে যান
এখানে লেখা আছে আপনি কি করতে পারেন যদি আপনি আপনার মন পরিবর্তন করেন—
এবং কখন দুর্ভাগ্যবশত তা আর সম্ভব নয়, কারণ আপনি ইতিমধ্যেই "ডাউনলোড" এ ক্লিক করেছেন
এবং এর মাধ্যমে চুক্তি সিল করেছেন।

বাতিলকরণ নির্দেশিকা
(সংস্করণ: Gabriel Ali Tonleu, অবস্থান 2025)

আপনার ফিরে যাওয়ার অধিকার (বাতিলকরণ)
যখন আপনি আমার কাছ থেকে একজন ভোক্তা হিসাবে কিছু কেনেন, আপনার অধিকার আছে যে কোনো কারণ ছাড়াই ১৪ দিনের মধ্যে চুক্তি বাতিল করার।

বাতিলকরণের সময়সীমা ১৪ দিন সেই দিন থেকে,

যেদিন আপনি পণ্য (দৃশ্যমান পণ্যের ক্ষেত্রে) পেয়েছেন বা
যেদিন আপনি ডিজিটাল পণ্যে (যেমন: অনলাইন কোর্স, ডাউনলোড) অ্যাক্সেস পেয়েছেন।
2. আপনি কিভাবে আপনার বাতিলকরণের অধিকার প্রয়োগ করবেন
আপনাকে শুধু আমাকে একটি স্পষ্ট ঘোষণা পাঠাতে হবে যে আপনি চুক্তি বাতিল করতে চান।

এটি করতে পারেন যেমন:

ইমেইল: info@francis-tonleu.org

❌ চিঠি:
Gabriel Francis Tonleu
Am Weißen Haus 5
56626 Andernach
জার্মানি
এটা যথেষ্ট যদি আপনি লিখেন:
"আমি [পণ্যের নাম] কেনার চুক্তি বাতিল করছি।"

আপনার একটি ফর্ম ব্যবহার করতে হবে না—তবে আপনি চাইলে পারেন।

বাতিলকরণের ফলাফল
যখন আপনি চুক্তি বাতিল করেন:

আমি আপনার কাছ থেকে প্রাপ্ত সমস্ত অর্থ, অবিলম্বে এবং সর্বশেষ আপনার বাতিলকরণ ঘোষণা পাওয়ার ১৪ দিনের মধ্যে ফেরত দেব।
এই প্রত্যর্পণের জন্য আমি সেই একই পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করব যা আপনি মূল লেনদেনে ব্যবহার করেছিলেন (জান꧁꧂ আমরা স্পষ্টভাবে অন্য কিছু সম্মত হই)।
যদি আপনি দৃশ্যমান পণ্য পেয়ে থাকেন:

আপনাকে পণ্য আপনার বাতিলকরণের ১৪ দিনের মধ্যে ফেরত পাঠাতে হবে।
ফেরত পাঠানোর সরাসরি খরচ আপনি নিজে বহন করবেন।
4. ডিজিটাল পণ্যের ক্ষেত্রে বিশেষত্ব
এখন গুরুত্বপূর্ণ:

আপনার বাতিলকরণের অধিকার অকালে শেষ হয়ে যায়, যদি:

আপনি স্পষ্টভাবে সম্মতি দেন যে আমি বাতিলকরণের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই চুক্তির বাস্তবায়ন (যেমন: একটি কোর্স বা ডাউনলোড প্রদান) শুরু করি,
এবং আপনি জেনে নেন যে আপনি এর মাধ্যমে আপনার বাতিলকরণের অধিকার হারাবেন।
এর অর্থ কী?

যত তাড়াতাড়ি আপনি কোর্সে অ্যাক্সেস করেন বা একটি ডাউনলোড শুরু করেন, বাতিলকরণ বাদ পড়ে যায়।
আর ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই—আপনি তো সাথে সাথে পাচ্ছেন যার জন্য আপনি পেমেন্ট করেছেন।
কোনো অসাধু কৌশল নেই—শুধু স্পষ্ট নিয়ম যা উভয় পক্ষকে সাহায্য করে।

নমুনা বাতিলকরণ ফর্ম (যদি আপনার প্রয়োজন হয়)
(এই ফর্ম ব্যবহার করতে হবে না—এটি শুধুমাত্র একটি অফার।)

প্রতি:
G A B R I E L S
Gabriel Francis Tonleu
Am Weißen Haus 5
56626 Andernach
জার্মানি
ইমেইল: info@francis-tonleu.org

এতদ্বারা আমি নিম্নলিখিত পণ্য/সেবা ক্রয়ের জন্য আমার সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করছি:

অর্ডার দেওয়ার তারিখ: [তারিখ]
প্রাপ্তির তারিখ: [তারিখ]
ভোক্তার নাম: [আপনার নাম]
ভোক্তার ঠিকানা: [আপনার ঠিকানা]
ভোক্তার স্বাক্ষর (শুধুমাত্র কাগজে বার্তা দেওয়ার ক্ষেত্রে)
তারিখ: [তারিখ]
বাতিলকরণ নির্দেশিকার সমাপ্তি
5. আইনগত নোটিশ (ডিসক্লেইমার) – কোনো ভেলকিবাজি নয়, শুধু ঘর গোছানো
এখানে শেষ গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আছে:
দায়িত্ব, কপিরাইট, লিঙ্ক দায়িত্ব—সবকিছু সুশৃঙ্খল, সৎ এবং একটি হাসির সাথে পরিবেশন করা।

আইনগত নোটিশ (ডিসক্লেইমার)
(সংস্করণ: Gabriel Ali Tonleu, অবস্থান 2025)

বিষয়বস্তুর জন্য দায়িত্ব
আমি এই ওয়েবসাইটটি যতটা সম্ভব হৃদয় দিয়ে তৈরি করেছি।
তবুও: বিষয়বস্তুর সঠিকতা, সম্পূর্ণতা এবং আপ-টু-ডেট থাকার জন্য আমি কোনো গ্যারান্টি দিই না।
আমি তো একই সাথে বিশ্ব বাঁচাতে পারি না এবং বিশ্বের সব কমা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না।

গুরুত্বপূর্ণ:

§ 7 Abs. 1 TMG অনুযায়ী আমি এই পাতার নিজস্ব বিষয়বস্তুর জন্য দায়ী।
§§ 8 থেকে 10 TMG অনুযায়ী, তবে আমি পরিবাহিত বা সংরক্ষিত অন্যদের তথ্য পর্যবেক্ষণ করতে বা এমন পরিস্থিতি অনুসন্ধান করতে বাধ্য নই যা কোনো অবৈধ কার্যকলাপ নির্দেশ করে।
যদি আমি নির্দিষ্ট আইন লঙ্ঘনের কথা জানতে পারি, আমি প্রভাবিত বিষয়বস্তু অবশ্যই তাত্ক্ষণিকভাবে সরিয়ে দেব।
ততক্ষণ পর্যন্ত: বিশ্বাস ভালো—তথ্য আরও ভালো।

লিঙ্কের জন্য দায়িত্ব
আমার ওয়েবসাইটে তৃতীয় পক্ষের বাহ্যিক ওয়েবসাইটের লিঙ্ক থাকে।
তাদের বিষয়বস্তুর উপর আমার এন্টার্কটিকার আবহাওয়ার মতোই প্রভাব আছে—মানে একেবারেই নেই।

এই কারণে:

এই বহিরাগত বিষয়বস্তুর জন্য আমি কোনো দায়িত্ব বহন করি না।
দায়িত্বশীল হলেন সর্বদা সংশ্লিষ্ট পাতার অপারেটররা।
আইন লঙ্ঘনের কথা জানলে আমি অবশ্যই এমন লিঙ্ক সরিয়ে দেব।
ততক্ষণ পর্যন্ত: বুদ্ধিমত্তার সাথে এবং স্বনির্ধারিতভাবে ব্রাউজ করুন!

কপিরাইট
এই ওয়েবসাইটের সমস্ত বিষয়বস্তু এবং কাজ (লেখা, ছবি, ভিডিও, ধারণা, ভিশন—সংক্ষেপে: সব!) জার্মান কপিরাইট আইনের অধীন।
এর অর্থ:

কপিরাইটের সীমার বাইরে কপি করা, বিতরণ করা, সম্পাদনা করা এবং যেকোনো ধরনের ব্যবহারের জন্য আমার লিখিত সম্মতি প্রয়োজন।
এই পাতার ডাউনলোড এবং কপি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত, বাণিজ্যিক নয় এমন ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত।
যদি আপনি কিছু ব্যবহার করতে চান: শুধু জিজ্ঞাসা করুন।
(একটি সহজ "হেই গ্যাব্রিয়েল, আমি কি এটি ব্যবহার করতে পারি?" সাধারণত যথেষ্ট।)

ট্রেডমার্ক অধিকার
"9 Billion Peoples – 9 Billion Voices – 1 Earth" এবং সংশ্লিষ্ট সমস্ত লোগো, স্লোগান এবং প্রকল্পের নামগুলি আমার নিবন্ধিত বা দাবিকৃত ট্রেডমার্ক।
আমার অনুমতি ছাড়া এই ট্রেডমার্ক ব্যবহার করা—মৃদুভাবে বললে—কোনো ভালো ধারণা নয়।

আনুষ্ঠানিকভাবে করুন: একটি সহজ কথোপকথন অনুমতিহীন কপি-পেস্ট হামলার চেয়ে বেশি দরজা খুলে দেয়।

চিকিৎসা, আইনগত বা আর্থিক নোটিশ
যদিও আমি কখনও কখনও টাকা, জলবায়ু বা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বুদ্ধিমান কথা বলি:
আমি কোনো ডাক্তার, আইনজীবী বা আর্থিক উপদেষ্টা নই।

আমার বিষয়বস্তু পেশাদারদের ব্যক্তিগত পরামর্শের বিকল্প নয়।

সংক্ষেপে:

কোনো নিরাময়ের প্রতিশ্রুতি নেই।
কোনো আইনি পরামর্শ নেই।
কোনো গোপন স্টক মার্কেট ওরাকল নেই।
আমি যা অফার করি তা হল অনুপ্রেরণা, ধারণা এবং সত্যিকারের কর্মপ্রণোদনা—কোনো যাদুর সূত্র নয়।

পূর্ববর্তী যোগাযোগ ছাড়া কোনো সতর্কবার্তা নয়
যদি কেউ মনে করে যে এই ওয়েবসাইটে আইনি বিধান লঙ্ঘন করা হয়েছে:
দয়া করে ব্যয়বহুল সতর্কবার্তা পাঠাবেন না।
আমাকে সরাসরি একটি ইমেইল লিখুন।

আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি: আমরা একসাথে একটি সমাধান খুঁজে পাব।
কারণ সত্যিকারের মানুষ কথা বলে শুটিং করার আগে।

শেষ কথা (সবসময়ের মতো বন্ধুত্বপূর্ণ)
আইনগত বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ, তবে বিশ্বাস আরও গুরুত্বপূর্ণ।
আপনি যদি এই পৃষ্ঠায় থাকেন, তাহলে আপনি এমন একটি আন্দোলনের অংশ যা সম্মান, আনন্দ এবং একসাথে থাকার উপর গড়ে উঠেছে।
আপনি এখানে আছেন বলে ধন্যবাদ।

আইনগত নোটিশের সমাপ্তি
6. কুকি নীতি – কোনো চকলেট নয়, প্রযুক্তি
কুকিজ? হ্যাঁ—তবে শুধুমাত্র ডিজিটালগুলি।

এখানে আপনি জানতে পারবেন আপনার ব্রাউজার কি সংরক্ষণ করে, কেন এটি ঘটে এবং আপনি কিভাবে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারেন।

কুকিজ আসলে কি?
কুকিজ হল ছোট টেক্সট ফাইল যা আপনার ব্রাউজার সংরক্ষণ করে যখন আপনি আমাদের ওয়েবসাইট দেখেন। তারা বিষয়বস্তু দ্রুত লোড করতে, আপনাকে আবার চিনতে বা বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে যে আপনি কি আগ্রহী।

আমরা কি ধরনের কুকি ব্যবহার করি?
অপরিহার্য কুকিজ
প্রয়োজনীয় যাতে পৃষ্ঠাটি কাজ করে (লগইন, ভাষা সেটিংস, শপিং কার্ট ইত্যাদি)।
বিশ্লেষণ কুকিজ
(যেমন: Google Analytics, Matomo) – সাহায্য করে কিভাবে আপনি পৃষ্ঠাটি ব্যবহার করেন তা বুঝতে।
এই তথ্য অজ্ঞাতনামা বা সিউডোনিমাইজড।
মার্কেটিং কুকিজ
(যেমন: Meta Pixel, TikTok Ads, Google Ads) – আপনাকে প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু বা বিজ্ঞাপন দেখায়।
এক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষ তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।
আপনি কিভাবে কুকি পরিচালনা করতে পারেন?
আপনি আপনার ব্রাউজারে কুকি ব্লক, মুছে ফেলতে বা নির্বাচনীভাবে অনুমতি দিতে পারেন।

আমাদের ওয়েবসাইটে প্রথমবার পরিদর্শনে আপনি একটি নোটিশ পাবেন যেখানে পছন্দের বিকল্প থাকবে।
আপনি আপনার সিদ্ধান্ত যে কোনো সময় পৃষ্ঠার নীচে "কুকি সেটিংস" লিঙ্কের মাধ্যমে পরিবর্তন করতে পারেন।
কেন আমরা আপনাকে বলছি:
কারণ স্বচ্ছতা কোনো বিকল্প নয়—বরং বাধ্যতামূলক।
এবং কারণ আপনার তথ্য আপনার তথ্য থাকে।

কুকি নীতির সমাপ্তি

ব্যবহারের শর্তাবলী – যারা শুধু পড়ার চেয়ে বেশি করে তাদের জন্য
আপনি যদি নিবন্ধন করেন, মন্তব্য করেন বা ইন্টারেক্টিভ হন, তখন কিছু মৌলিক নিয়ম প্রযোজ্য। ভয় পাবেন না—কিছুই জটিল নয়।

সম্মান এবং ন্যায্যতা
আপনি অংশ নিতে পারেন। আপনি সমালোচনা করতে পারেন। আপনি ভাবতে পারেন।
আপনি যা করতে পারবেন না: অপমান করা, উস্কানি দেওয়া, স্প্যাম করা, মিথ্যা বলা বা ম্যানিপুলেট করা।

বিষয়বস্তু আপলোড বা পোস্ট করা
আপনি যদি লেখা, ছবি বা পোস্ট শেয়ার করেন, আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে যে আপনার সেগুলির অধিকার আছে।
অনুমতি ছাড়া অন্য কারও বিষয়বস্তু নয়। কোন ভুয়া খবর নয়। কোন আবর্জনা নয়।

প্ল্যাটফর্ম আচরণ
আমরা পোস্ট বা অ্যাকাউন্ট মুছে ফেলার অধিকার রাখি, যদি:

প্রযোজ্য আইন লঙ্ঘন করা হয়
অন্য মানুষকে অপমান, বৈষম্যমূলক আচরণ বা হুমকি দেওয়া হয়
অটোমেটেড বট বা এআই স্প্যাম দেখা যায়
পুনরাবৃত্ত অপব্যবহার দ্বারা সিস্টেম ব্যাহত হয়
4. দায়িত্ব
আপনি আপনার পোস্টের জন্য নিজে দায়ী।
আপনি যদি ক্ষতি করেন—নৈতিক, প্রযুক্তিগত বা আইনী—আপনাকেও এর জন্য দায়ী হতে হবে।

শেষে ভালো খবর
আপনি যদি এখানে হৃদয়, সম্মান এবং বিবেক দিয়ে কাজ করেন, আপনি সবসময় স্বাগত।
এটি এমন একটি স্থান যেখানে মানুষ গড়ে তোলে, ধ্বংস করে না।

ব্যবহারের শর্তাবলীর সমাপ্তি

আন্তর্জাতিক নির্দেশিকা – ১৯৫টি দেশের জন্য
আমাদের আন্দোলন বিশ্বব্যাপী। এবং এর সাথে এই ওয়েবসাইট। যাতে আপনি জানেন কি কিভাবে প্রযোজ্য, আপনি এখানে কিছু নির্দেশিকা পাবেন:

ইউরোপীয় ইউনিয়নের ব্যবহারকারীদের জন্য
আমরা জিডিপিআর-এর সমস্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করি—তথ্য সুরক্ষা, কুকি, বাতিলকরণ এবং তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা সহ।

আপনার অধিকার সম্পূর্ণরূপে বজায় থাকবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবহারকারীদের জন্য
এই ওয়েবসাইটটি আমেরিকান কর্তৃপক্ষের অর্থে আর্থিক, কর বা স্বাস্থ্য পরামর্শ প্রদান করে না।
আমরা এসইসি, এফডিএ বা আইআরএস অনুরূপতার গ্যারান্টি দিই না—কারণ আমরা একটি মার্কিন কোম্পানি নই।

সমস্ত বিষয়বস্তু শিক্ষামূলক অফার, আর্থিক পণ্য নয়।
আপনি যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাস করেন, দায়িত্ববোধে এটি ব্যবহার করুন।

লাতিন আমেরিকা, এশিয়া এবং আফ্রিকার ব্যবহারকারীদের জন্য
আমরা জানি: প্রতিটি দেশের নিজস্ব নিয়ম আছে—কর, আইনি, সাংস্কৃতিক।
আমরা আপনাকে অনুরোধ করব বিষয়বস্তু আপনার সুস্থ মানবিক বুদ্ধি দিয়ে মূল্যায়ন করার জন্য।

আমরা বিশ্বব্যাপী সঠিক এবং সম্মানজনক যোগাযোগের জন্য আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করি—তবে স্থানীয় আইনি পরামর্শের বিকল্প নই।

সীমিত ইন্টারনেট অ্যাক্সেস সহ সমস্ত দেশের জন্য
আপনি যদি এমন একটি দেশ থেকে আসেন যেখানে বিষয়বস্তু সেন্সর, ফিল্টার বা নিষিদ্ধ করা হয়—সতর্ক থাকুন।
আমরা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, তথ্য সুরক্ষা এবং মর্যাদার জন্য লড়াই করি—তবে আপনি সিদ্ধান্ত নিন কিভাবে এবং কিনা আপনি এটি ব্যবহার করবেন।

আন্তর্জাতিক নির্দেশিকার সমাপ্তি

স্বচ্ছতার প্রতিশ্রুতি – এবং কেন আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন
আমি কোনো কর্পোরেশন নই।
আমি একটি ধারণা সহ একজন মানুষ।

আপনি এখানে যা পড়েন তা সবই আসল।
আপনি যা কিনেন তা আসল প্রকল্পকে সমর্থন করে (যেমন: গাছ রোপণ)।
আপনি যা শেয়ার করেন তা এই ধারণাকে বাড়তে সাহায্য করে।
আমি তথ্য বিক্রি করি না।
আমি মানুষকে ম্যানিপুলেট করি না।
আমি প্রযুক্তি ব্যবহার করি—বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে, এটি শোষণ করতে নয়।

যখন আপনি অংশ নেন, আপনি জানেন:
এখানে ক্লিকের কথা নয়। এখানে প্রভাবের কথা।

স্বচ্ছতার প্রতিশ্রুতির সমাপ্তি

নৈতিকতা কোড – আমাদের অবস্থান আলোচনার বিষয় নয়
আমরা যা করি তা গুরুত্বপূর্ণ।
আমরা কিভাবে করি—তা নির্ধারক।

এই কারণে আমরা এখানে প্রকাশ করি আমরা কি জন্য দাঁড়াই—এবং কি জন্য নই।

আমরা কখনও করি না:
আমরা মিথ্যা, ভয়, ম্যানিপুলেশন বিক্রি করি না।
আমরা প্রকৃতি, মানুষ বা সত্য ধ্বংস করে এমন সংস্থা থেকে অর্থ নিই না।
আমরা মতামত বিক্রি করি না—আমাদের বিষয়বস্তু স্বাধীন।
আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করি না মানুষকে প্রতারিত করতে বা তথ্য গোপনে সংগ্রহ করতে।
আমরা উৎস, ভাষা, ধর্ম, লিঙ্গ বা সীমাবদ্ধতার ভিত্তিতে কাউকে বাদ দিই না।
আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ:
শোষণের পরিবর্তে মর্যাদা
কৌশলের পরিবর্তে স্বচ্ছতা
হাইপের পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদীতা
অভিযোগের পরিবর্তে দায়িত্ব
বিভাজনের পরিবর্তে সংযোগ
এই নৈতিকতা কোড কোনো আইন নয়—
কিন্তু একটি প্রতিশ্রুতি।

নৈতিকতা কোডের সমাপ্তি

অবাধ প্রবেশাধিকার – কারণ প্রতিটি মানুষ গণনা করে
আমাদের প্ল্যাটফর্ম এমনভাবে ডিজাইন করা উচিত যাতে এটি সম্ভবত অনেক মানুষকে পৌঁছায়—
প্রতিবন্ধী, দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত বা বিশেষ অ্যাক্সেস প্রয়োজনীয়তা সম্পন্ন মানুষদেরও।

আমরা ইতিমধ্যেই কি করি:
স্পষ্ট ভাষা, সংক্ষিপ্ত বাক্য, ভালো পাঠযোগ্যতা
রঙের খেলা নয় যেখানে কেউ কিছু পড়তে পারে না
যদি সম্ভব হয় টোন বা ছবি ছাড়াই বিষয়বস্তু বোধগম্য (যেখানে সম্ভব)
বিশ্বব্যাপী অ্যাক্সেসের জন্য মোবাইল ভিউ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত
আমরা আরও কি উন্নতি করতে চাই:
স্ক্রিন রিডার এবং ভয়েস আউটপুটের জন্য অপ্টিমাইজেশন
একাধিক ভাষায় সাবটাইটেল সহ ভিডিও
অবাধ প্রবেশযোগ্য পিডিএফ হিসাবে ডাউনলোডযোগ্য সংস্করণ
প্রতিবন্ধকতা এবং প্রতিক্রিয়ার জন্য ফিডব্যাকের সুযোগ
যদি আপনার নজরে আসে কিছু যা আপনার প্রবেশে বাধা দেয়:
info@francis-tonleu.org

অবাধ প্রবেশাধিকারের ঘোষণার সমাপ্তি

আর্থিক স্বচ্ছতা – টাকা কোথায় যায়
আমরা শুধু পরিবর্তনের কথা বলি না—আমরা এটিও অর্থায়ন করি।
এবং আমরা খোলামেলাভাবে বলি কিভাবে।

আমরা কি অর্থায়ন করি (এবং কেন):
লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য শিক্ষা, সচেতনতা এবং কোর্সের উন্নয়ন
গাছ রোপণ এবং পুনর্বাসন প্রকল্প
১৯৫টি দেশে পৌঁছানোর জন্য প্রযুক্তিগত অবকাঠামো
অনুবাদ, মিডিয়া, প্ল্যাটফর্ম রক্ষণাবেক্ষণ
অংশগ্রহণকারীদের সম্মানী যারা তাদের কাজ থেকে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে
আমরা কি করি না:
কোনো বোনাস নেই, কোনো লাক্সারি হোটেল নেই, কোনো ইয়ট নেই
কর্পোরেশন বা মধ্যবর্তীদের কাছে অর্থ হস্তান্তর নেই
রাজনৈতিক দল বা লবি গ্রুপের জন্য ব্যবহার নেই
একটি বাক্যে আমাদের মডেল:
আপনি যা দেন তা হবে আরও সচেতনতা, আরও প্রকৃতি এবং আরও মানবতার জন্য বীজ।

যদি আপনি জানতে চান কিভাবে সঠিকভাবে:
info@francis-tonleu.org – আমরা শেয়ার করতে পছন্দ করি।

আর্থিক স্বচ্ছতার সমাপ্তি
13. ডিজিটাল মুদ্রা গবেষণা ও সামাজিক রূপান্তর ইনস্টিটিউট (গ্লোবাল ডিজিটাল কারেন্সি রিসার্চ ইনস্টিটিউট) গ্যাব্রিয়েল কাউচ একাডেমির একটি প্রকল্প
ডিজিটাল মুদ্রা গবেষণা ও সামাজিক রূপান্তর ইনস্টিটিউট হল গ্যাব্রিয়েল কাউচ একাডেমির মধ্যে একটি স্বতন্ত্র গবেষণা ইউনিট।
এটি ডিজিটাল সেন্ট্রাল ব্যাংক মুদ্রা (CBDC) এবং তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং নৈতিক প্রভাব সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী বিশ্লেষণ, সহগামী গবেষণা এবং সচেতনতায় নিবেদিত।

অফিসিয়াল নাম:
ডিজিটাল মুদ্রা গবেষণা ও সামাজিক রূপান্তর ইনস্টিটিউট
(গ্লোবাল ডিজিটাল কারেন্সি রিসার্চ ইনস্টিটিউট)
গ্যাব্রিয়েল কাউচ একাডেমির একটি প্রকল্প

গ্যাব্রিয়েল কাউচ একাডেমির জন্য আইনগত নোটিশ

প্রতিষ্ঠানের পরিচয় এবং উদ্দেশ্য

গ্যাব্রিয়েল কাউচ একাডেমি হল একটি স্বতন্ত্র শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান যার নিজস্ব ভিডিও পোর্টাল রয়েছে।
এর লক্ষ্য হল ডিজিটাল সেন্ট্রাল ব্যাংক মুদ্রা (CBDC) প্রবর্তনের প্রেক্ষিতে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন করা, বৈজ্ঞানিকভাবে সহযোগিতা করা এবং মানুষদের তাদের অর্থনৈতিক স্ব-নিয়ন্ত্রণে শক্তিশালী করা।

ফোকাসে আছে:
– আচরণগত পরিবর্তনের পর্যবেক্ষণ,
– বিশ্বব্যাপী ডিজিটাল মুদ্রার গবেষণা (যেমন: ডিজিটাল ইউরো, ডিজিটাল ডলার),
– অর্থ ব্যবস্থা, সিদ্ধান্তের স্বাধীনতা এবং টেকসই ভবিষ্যতের নকশা সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান।

গ্যাব্রিয়েল কাউচ একাডেমি এই কাঠামোর মধ্যে বেতনভুক্ত এবং বিনামূল্যে শিক্ষামূলক অফার প্রদান করে।
লক্ষ্য বিজ্ঞাপন বা পণ্য বিক্রয় নয়, বরং জ্ঞান এবং দিকনির্দেশনা।

শিক্ষামূলক অফার এবং আয়ের মডেল

গ্যাব্রিয়েল কাউচ একাডেমি নিজেকে অর্থায়ন করে:

অনলাইন কোর্স এবং ভিডিও ফরম্যাট বিক্রির মাধ্যমে
গভীর উপকরণ এবং প্রোগ্রামে অ্যাক্সেস
স্বেচ্ছাসেবী অবদান এবং সমর্থন
শিক্ষণ প্ল্যাটফর্মটি এমন লোকেদের জন্য তৈরি যারা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ভালোভাবে বুঝতে, সার্বভৌম সিদ্ধান্ত নিতে এবং নিজস্ব দায়িত্ব নিতে চান।

পৃথক অফারের বাণিজ্যিক চরিত্র থাকা সত্ত্বেও শিক্ষামূলক ম্যান্ডেট একাডেমির কেন্দ্রীয় উপাদান হিসাবে রয়ে গেছে।
কোনো অফারকৃত বিষয়বস্তু আর্থিক, কর বা আইনি পরামর্শের প্রতিনিধিত্ব করে না।

গবেষণা ম্যান্ডেট এবং ইমেল যোগাযোগ

একটি নথিভুক্ত গবেষণা আগ্রহের কাঠামোর মধ্যে, গ্যাব্রিয়েল কাউচ একাডেমি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, কোম্পানি এবং বিশেষজ্ঞদের কাছে ইমেল পাঠায়—কেবলমাত্র সামাজিকভাবে প্রাসঙ্গিক উন্নয়ন সম্পর্কে তথ্য প্রদান এবং পাবলিক বিতর্ককে উত্সাহিত করার উদ্দেশ্যে।

এই যোগাযোগ বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে নয়, বরং শিক্ষামূলক এবং গবেষণা ম্যান্ডেটের প্রেক্ষাপটে, § 5 TMG এবং Art. 6 এবং Art. 89 DSGVO অনুযায়ী সম্পাদিত হয়।

তথ্য সুরক্ষা এবং তথ্য প্রক্রিয়াকরণ

সমস্ত তথ্য তথ্য সুরক্ষা অনুযায়ী এবং উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রক্রিয়া করা হয়।
গ্যাব্রিয়েল কাউচ একাডেমি প্রযোজ্য DSGVO নিয়ম মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দেয়: স্বচ্ছতা, তথ্য ন্যূনতমকরণ, উদ্দেশ্য বাধ্যবাধকতা।
তৃতীয় পক্ষের কাছে কোন হস্তান্তর হয় না।
প্রাপকরা যে কোনো সময় প্রক্রিয়াকরণের বিরোধিতা করতে পারেন (Art. 21 DSGVO)।

[→ তথ্য সুরক্ষা ঘোষণায়]

দায়িত্ব বর্জন

প্রদত্ত তথ্যগুলি সাবধানে পরীক্ষা করা হয় এবং সেরা জ্ঞান অনুযায়ী তৈরি করা হয়।
সঠিকতা, সম্পূর্ণতা বা বিষয়বস্তুর আপ-টু-ডেট থাকার জন্য কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করা হয় না।
সমস্ত তথ্য শুধুমাত্র শিক্ষা এবং তথ্যের জন্য—কোনো সুপারিশ নয়, কোনো পরামর্শ নয়।

❌ 6. যোগাযোগ এবং নেতৃত্ব

নেতৃত্ব: 9 Billion Peoples – 9 Billion Voices – 1 Earth
G A B R I E L S
পরিচালনা: Gabriel Francis Tonleu
ইমেইল: info@francis-tonleu.org
ফোন: +49 177 170 3697
ওয়েবসাইট: www.francis-tonleu.org
আসন: জার্মানি
Am Weißen Haus 5 , 56626 Andernach

গ্যাব্রিয়েল কাউচ একাডেমির জন্য সাধারণ সেবা শর্তাবলী (AGB)

ব্যাপ্তি
এই সাধারণ সেবা শর্তাবলী গ্যাব্রিয়েল কাউচ একাডেমির দ্বারা ওয়েবসাইট [www.francis-tonleu.org] এর মাধ্যমে দেওয়া সমস্ত ডিজিটাল পণ্য এবং পরিষেবার জন্য প্রযোজ্য। একটি কোর্স কেনার বা প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের মাধ্যমে আপনি এই শর্তাবলী গ্রহণ করেন।

প্রদানকারী তথ্য
Gabriel Couch Academie
প্রকল্প পরিচালনা: Gabriel Francis Tonleu
ইমেইল: info@francis-tonleu.org
ফোন: +49 177 170 3697

পরিষেবা
গ্যাব্রিয়েল কাউচ একাডেমি অর্থব্যবস্থা, CBDC, পরিবেশ এবং সমাজ সম্পর্কে শিক্ষামূলক বিষয়গুলিতে বেতনভুক্ত এবং বিনামূল্যে ভিডিও কোর্স, ডিজিটাল উপকরণ এবং অনলাইন বিষয়বস্তু অফার করে।

চুক্তি সমাপ্তি
চুক্তি কার্যকর হয় যত তাড়াতাড়ি গ্রাহক একটি কোর্সের জন্য অর্থ প্রদান করেন বা একটি বিনামূল্যে পণ্য সক্রিয় করেন। ব্যবহার শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত।

দাম এবং পেমেন্ট
সমস্ত দাম ইউরোতে উল্লেখ করা হয়েছে। পেমেন্ট Stripe, ক্রেডিট কার্ড বা ওয়েবসাইটে উল্লিখিত অন্যান্য প্রদানকারীর মাধ্যমে করা হয়। অর্ডার করার সময়ের দাম প্রযোজ্য।

অ্যাক্সেস অধিকার এবং ব্যবহারের সময়কাল
ডিজিটাল কোর্সে অ্যাক্সেস সাধারণত সময়সীমা ছাড়াই, যদি অন্য কিছু উল্লেখ না করা হয়। বাণিজ্যিক হস্তান্তর, প্রতিলিপি বা পাবলিক প্রদর্শন নিষিদ্ধ।

ডিজিটাল বিষয়বস্তুর জন্য বাতিলকরণের অধিকার
ডিজিটাল বিষয়বস্তুর জন্য, আইনি বাতিলকরণের অধিকার বাস্তবায়ন শুরু হওয়ার সাথে সাথে শেষ হয়ে যায় যদি গ্রাহক স্পষ্টভাবে সম্মতি দেন (§ 356 Abs. 5 BGB)। বিস্তারিত দেখুন "বাতিলকরণ নির্দেশিকা"।

দায়িত্ব
গ্যাব্রিয়েল কাউচ একাডেমির বিষয়বস্তু শিক্ষা এবং তথ্যের জন্য। ব্যবহারকারীদের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের জন্য কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করা হয় না। আইনি, কর বা আর্থিক অর্থে কোনো পরামর্শ দেওয়া হয় না।

তথ্য সুরক্ষা
ব্যক্তিগত তথ্য প্রক্রিয়াকরণ শুধুমাত্র প্রযোজ্য DSGVO অনুযায়ী সম্পাদিত হয়। আমাদের তথ্য সুরক্ষা ঘোষণা দেখুন।

আদালত
জার্মান আইন প্রযোজ্য। আদালত হল—যতদূর আইনত অনুমোদিত—প্রদানকারীর আসন।

বাতিলকরণ নির্দেশিকা
বাতিলকরণের অধিকার
আপনার কোন কারণ ছাড়াই ১৪ দিনের মধ্যে এই চুক্তিটি বাতিল করার অধিকার আছে।
সময়সীমা চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার দিন থেকে শুরু হয়।

বাতিলকরণের অধিকার বাদ দেওয়া
ডিজিটাল বিষয়বস্তুর জন্য, আপনার বাতিলকরণের অধিকার অকালে শেষ হয়ে যায় যদি:
– আপনি স্পষ্টভাবে সম্মতি দেন যে বাতিলকরণের সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই চুক্তির বাস্তবায়ন শুরু করা হয়, এবং
– আপনি জেনে নেন যে এর মাধ্যমে আপনার বাতিলকরণের অধিকার শেষ হয়ে যায়।

আপনার বাতিলকরণের অধিকার প্রয়োগ করতে, দয়া করে একটি ইমেল পাঠান:
📩 info@francis-tonleu.org
বিষয় সহ: "Widerruf Kurskauf [Titel]"
এবং আপনার সম্পূর্ণ নাম, ইমেল ঠিকানা এবং কোর্সের শিরোনাম উল্লেখ করুন।

তথ্য সুরক্ষা ঘোষণা ("আইনগত" পাতার জন্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ)

দায়িত্বশীল
Gabriel Couch Academie
Gabriel Francis Tonleu
ইমেইল: info@francis-tonleu.org

প্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্য
– কোর্স বুকিং এবং পেমেন্ট প্রক্রিয়াকরণ
– ইমেলের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্য পাঠানো
– গবেষণা এবং পরিসংখ্যানগত মূল্যায়ন জনহিতকর লক্ষ্যের কাঠামোর মধ্যে

আইনী ভিত্তি
– Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (চুক্তি পূরণ)
– Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (ন্যায্য আগ্রহ)
– Art. 89 DSGVO (গবেষণা ব্যতিক্রম)

তথ্য হস্তান্তর
তৃতীয় পক্ষের কাছে কোন হস্তান্তর হয় না, পেমেন্ট প্রক্রিয়াকরণের জন্য (যেমন Stripe) বা আইনি বাধ্যবাধকতা ব্যতীত।

সংরক্ষণের সময়কাল
তথ্য শুধুমাত্র যতদিন প্রয়োজন ততদিন সংরক্ষণ করা হয়।

প্রভাবিত ব্যক্তিদের অধিকার
আপনার জানার, সংশোধন, মুছে ফেলা, সীমাবদ্ধতা, তথ্য স্থানান্তরযোগ্যতা এবং আপত্তি করার অধিকার আছে (Art. 15–21 DSGVO)।

ইমেল যোগাযোগের বিরুদ্ধে আপত্তি
আপনি যে কোনো সময় আপনার ইমেলের আরও প্রক্রিয়াকরণের বিরোধিতা করতে পারেন। একটি সংক্ষিপ্ত ইমেলই যথেষ্ট।

সম্পূর্ণ তথ্য সুরক্ষা ঘোষণা: [লিঙ্ক করুন]

ইমপ্রেসাম
§ 5 TMG অনুযায়ী তথ্য:
Gabriel Couch Academie
Gabriel Francis Tonleu
ইমেইল: info@francis-tonleu.org
ফোন: +49 177 170 3697
ওয়েবসাইট: www.francis-tonleu.org
আসন: জার্মানি (সঠিক ঠিকানা পরে দেওয়া হবে)
নেতৃত্ব: 9 Billion Peoples – 9 Billion Voices – 1 Earth

§ 55 Abs. 2 RStV অনুযায়ী বিষয়বস্তুর জন্য দায়ী:
Gabriel Francis Tonleu

মূল্য সংযোজন কর আইডি:
DE2755760395

জনহিতকর অবস্থা:
অনুরোধ করা হচ্ছে। ততক্ষণ পর্যন্ত অপারেশন একটি ব্যক্তিগত নেতৃত্বের অধীনে জনকল্যাণমুখী লক্ষ্য নিয়ে পরিচালিত হয়।

গ্যাব্রিয়েল কাউচ একাডেমির স্বচ্ছতার সমাপ্তি

GABRIEL